মানসাঙ্ক

ডা. শামসুল আরেফীন

সমর্পণ

১৯০ বছরের পশ্চিমা ওয়াশের পর আমাদের মগজটাই হয়ে গেছে ফিরিঙ্গী– চামড়া কালো, কিন্তু মনটা ককেশীয়। ওদের পিছে পিছে হেঁটে যখন সমস্যায় পড়ি, তখন সমাধানের জন্যও ওদের দিকেই তাকিয়ে থাকি। ওরা চলে গেছে ৭৪ বছর আগে, কিন্তু রেখে যাওয়া ফিরিঙ্গী শিক্ষাব্যবস্থা ৭০ বছর ধরে তৈরি করে চলেছে শ্যামলা চামড়ার ফিরিঙ্গী– আমি, আপনি, আমরা সবাই। সব সমস্যার সমাধান এসেছে যে ১৪০০ বছর আগেই, কালো চামড়ায় মোড়া সেই সাদা মগজের জন্য এটা মেনে নেয়া কষ্টকর।

আমাদের এ আলোচনাগুলো ইলম না। এগুলো ইলমের গুরুত্ব বুঝতে সহায়তা করবে আমাদের। ইলমে ওহীর মধ্যেই যে সমাধানের উপায় দেয়া আছে– এই কথাটা বুঝার জন্য এই বই। ইলম আলিমদের কাছে, সালাফগণ তা রেখে গেছেন আমানত, সমাধান সব সেখানেই।

ডা. শামসুল আরেফীন

মানসাঙ্ক

ISBN : 978-984-8041-27-7

সম্পাদক : আসিফ আদনান

শারঈ সম্পাদনা : মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৯

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
বই কারিগর, ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক :
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ, আল ফুরকান শপ

মূল্য : ২৫০ টাকা

প্রকাশক : রোকন উদ্দিন
সমর্পণ প্রকাশন
৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
facebook.com/somorponprokashon

সূচিপাতা

অনুপ্রেরণা

আপনি, আপনারা!

একটু একটু করে লিখে আপনাদের দেখিয়েছি। আপনারা সাহস দিয়েছেন। নয়তো এই টপিকে এই বই লেখার দুঃসাহস আমার কোনোদিনই হতো না। যা হয়েছে হয়েছে, এখন দুআ করেন। যেদিন এই কী-বোর্ড, এই বই-প্রেস কিচ্ছু থাকবে না, সেদিন যেন আল্লাহ এই ইখলাসটুকুর বদলা আমাদেরকে ভাগ করে দিন। তিনি তো দেবেন তাঁর মর্যাদা অনুপাতে, সেটা ভাগ হলেও কমে না। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

নিশ্চয় সকল প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

স্ট্যানফোর্ড প্রিজন অ্যাক্সপেরিমেন্ট। ১৯৭১ এ অ্যামেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে চালানো এ অ্যাক্সপেরিমেন্টের উদ্দেশ্য ছিল—জেলখানায় বন্দি ও রক্ষীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মূল কারণ সম্পর্কে জানা। গবেষকদের ধারণা ছিল—বন্দি ও রক্ষীদের মধ্যকার তিক্ত সম্পর্কের কারণ হলো কিছু কিছু রক্ষীর সহজাত নিষ্ঠুরতা এবং নিষ্ঠুরতাকে উপভোগ করার প্রবণতা।

অ্যাক্সপেরিমেন্টের জন্য বেছে নেওয়া হয় ২৪ জন ছাত্রকে। ১২ জন ছাত্র থাকবে বন্দির ভূমিকায় আর ১২ জন হবে রক্ষী। ১৫ দিনের জন্য ওরা থাকবে গবেষকদের বানানো একটা জেলে। পুরো সময়টা ওদের ভিডিও করা হবে। কিন্তু ছয় দিনের মাথায় অ্যাক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। রক্ষীর ভূমিকায় থাকা সাধারণ ছাত্ররা অবাক করা মাত্রার নিষ্ঠুরতা এবং অমানবিক আচরণ দেখাতে শুরু করে। একদল মানুষের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পাবার পর সাধারণ, নিরামিষ ছাত্রগুলো রাতারাতি যেন একেকটা নিষ্ঠুর ও বিকৃত দানবে পরিণত হয়।

বন্দি ও রক্ষীদের সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে গিয়ে গবেষকরা অসহায় ও শক্তিশালীর মধ্যকার সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত কিছু ফলাফল আবিষ্কার করেন।

সহজাতভাবে মানুষ ভালো—আমরা ভাবতে পছন্দ করি। কিন্তু বাস্তবতা সব সময় আমাদের পছন্দের এ ধারণাকে সমর্থন করে না। অশউইৎযের মতো নাৎসি ক্যাম্প, সোভিয়েত রাশিয়ার গুলাগ, গুয়ান্তানামো কিংবা অ্যামেরিকার অসংখ্য ব্ল্যাক

সাইটগুলোতে কাজ করা প্রতিটি মানুষ, দশ লক্ষ মুসলিমকে বন্দি করে রাখা চাইনিজ 'রি-অ্যাডুকেইশান ক্যাম্প'গুলোর প্রতিটি কর্মী রক্তপিপাসু, সাইকোপ্যাথিক দানব না। এদের অনেকেই আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ। গৃহী মানুষ। জীবনের ছোটো ছোটো বিষয় নিয়ে মান-অভিমান করা আর তুচ্ছ জিনিসে খুশি হওয়া মানুষ। শান্তি কমিটির সাথে যারা যুক্ত ছিল, তারাও সাধারণ মানুষ। মাটির-নিচ-থেকে-উঠে-আসা কোনো নিশাচর, অর্ধেক মানুষ অর্ধেক দানব হাইব্রিড না। এদের অনেকেই ছিল এলাকা কিংবা গ্রামের সুপরিচিত মুখ। শাহবাগে যারা 'একটা একটা শিবির ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর' স্লোগান দিয়েছে, তারাও সাধারণ মানুষ। উপমহাদেশের ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন সময়ে হওয়া দাঙ্গায় যারা খুন, ধর্ষণ আর লুট করেছে তারাও সাধারণ মানুষ। গণপিটুনির সময় একটা জীবন্ত মানুষকে পেটাতে পেটাতে মেরে ফেলা লোকগুলোও বাসায় গিয়ে মেয়েকে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে বসা, স্ত্রীর সাথে খুনশুটি কিংবা ঝগড়ায় ব্যস্ত হওয়া সাধারণ মানুষ। প্রচণ্ড-ভিড়ে-আটকে-পড়া মেয়েটার শরীরে সুযোগ বুঝে হাত রাখা ছেলেগুলোও সাধারণ মানুষ। মা-র আদরের ছেলে, বোনের ছোটোবেলার দুষ্টুমির সাথি।

মানুষ মৌলিকভাবে ভালোও না, খারাপও না। মানুষ হলো মানুষ। স্বর্গীয় ও পাশবিক, সাদা ও কালোয় মেশানো। যে মানুষ অবিশ্বাস্য কল্যাণের ক্ষমতা রাখে, সে-ই ক্ষমতা রাখে অচিন্তনীয় নিষ্ঠুরতার। মানুষ নিজের মধ্যে ভালো-মন্দ দুটোকেই ধারণ করে। দুটোর ক্ষমতা নিয়েই ঘুরে বেড়ায়। তবে যদি মানুষকে কোনো রকম জবাবদিহি ছাড়া ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে অধিকাংশ সময় অধিকাংশ মানুষ খারাপকেই বেছে নেবে। সাধারণ মানুষ প্রায়ই অসাধারণ নিষ্ঠুরতার কাজ করে। এটাই স্বাভাবিক। 'সামষ্টিক বিবেক' বলে একটা কথা আছে, সত্য। তবে সামষ্টিক নিষ্ঠুরতা আর গণউন্মাদনাও সত্য।

উদাহরণ খুঁজতে খুব দূরে যেতে হবে না, চারপাশে তাকালেই খুঁজে পাবেন। আমাদের সবারই হয়তো কাউন্সিলর একরামের ফোন রেকর্ডিংয়ের কথা মনে আছে। তবে একরাম হত্যার কিছুদিন আগেই ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে 'না-মানুষের' লিস্টে নাম-উঠে-যাওয়া আরেকজন লোকের কথাও আমরা শুনেছিলাম। কারও হয়তো তার সাথে পুরোনো হিসেবে মেটানো বাকি ছিল। তাই বেচারা মানুষটাকে 'না-মানুষ' হয়ে 'বন্দুকযুদ্ধে' মারা যেতে হলো। সম্ভবত তাবলীগ করতেন। হয়তো জমিজমা, সম্পত্তি, তুচ্ছ কোনো কথা কাটাকাটির রেশ ধরে প্রতিদিনের চেনা কোনো লোকই মানুষটার নাম লিস্টে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। একরামকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবার আগে দিন কয়েকের জন্য আমাদের বিবেকের শর্ট টার্ম বিষাদের, আর সাময়িক দুঃখবিলাসের অংশটা

আমরা এ মানুষটার জন্য বরাদ্দ করেছিলাম।

এটা তো একটা উদাহরণ। এ উদাহরণটা না থাকলেও আসলে কিছু যায় আসে না। কারণ এমন উদাহরণ শত শত আছে। দেশে আছে, বিদেশে আছে। বর্তমানে আর অতীতে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়ে কোনো মেয়ের ব্যাপারে 'ও তো প্রস্টিটিউট'—গুজব ছড়াবার উদাহরণ আছে। 'পবিত্র প্রেম' একসময় 'বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ'-এ পরিণত হয়েছে, এমন উদাহরণও আছে। আছে অনলাইনে-ছেড়ে-দেওয়া আসল, নকল, নানা রকম স্টিল ইমেজ আর ভিডিও-র। সব উদাহরণ একই মাত্রার না, কিন্তু এগুলোর পেছনে কাজ করা ঘৃণা মৌলিকভাবে একই। ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা বিদ্বেষের কারণে অন্যের ক্ষতি করা। ব্যক্তিগত ঝাল মেটানোর জন্য শক্তিযন্ত্রকে ব্যবহার করা। কেউ মিথ্যা অভিযোগ করে, কেউ না-মানুষের লিস্টে নাম উঠিয়ে দেয়, কেউ আরও ক্রিয়েটিভ কিছু খুঁজে বের করে।

মানুষ এমনই। যদি নিয়ম না থাকে, শাস্তি ও শৃঙ্খলার কাঠামো না থাকে, তা হলে মিথোলজিকাল মানবতা খুব দ্রুত পাশবিকতা কিংবা হয়তো পৈশাচিকতায়ও পরিণত হয়। উপযুক্ত পরিস্থিতিতে আমরা সবাই সম্ভাব্য অপরাধী। নিয়মের বেড়াজাল ছাড়া আমরা সবাই পশু। বুদ্ধিমান, বুঝদার, হিসেবি—পশু। তাই মানবতা, সামষ্টিক বিবেক, মানুষের সহজাত মহানুভবতা, কিংবা বিবেচনাবোধের মতো ধারণাগুলোর ওপর আশা রাখলেও, ভরসা করে বসে থাকা যায় না। বিশেষ করে অপরাধ, অপরাধপ্রবণতা এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে। সর্বোত্তমের প্রত্যাশা নিয়েই আমাদের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়।

শুধু জানুয়ারিতে বাংলাদেশে ঘটেছে ৫২টি ধর্ষণ, ২২টি গণধর্ষণ এবং ৫টি ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা, জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। এ ধর্ষকদের মধ্যে একেবারে অচেনা আগন্তুক যেমন আছে, তেমনই আছে প্রেমিক, ক্লাসের সহপাঠী, প্রতিবেশী, নিকটাত্মীয়, এমনকি ধর্ষিতার আপন পিতাও। ধর্ষকদের বয়সের কোনো নির্দিষ্ট রেইঞ্জ নেই। ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করেছে ৯ এবং ১২ বছরের দুই শিশু, এমন খবরও আমরা দেখছি। ধর্ষণ আমাদের সমাজের জন্য একটি ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে, এটুকু স্পষ্ট। কিন্তু কীভাবে আমরা এ সমস্যা সমাধান করব, সে প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে স্পষ্ট না। সমাজ হিসেবে, জাতি হিসেবে আমরা উদ্‌বিগ্ন কিন্তু এখনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করায় আগ্রহী না।

তাই আমরা মেতে উঠি 'হারকিউলিস'-কে নিয়ে। যে হারকিউলিস গুম করে, খুন করে। খুন করে গলায় আবার লেমিনেটিং করা কাগজ ঝুলিয়ে দেয়। এবং 'হারকিউলিস'

সম্ভবত হাসেও, 'ক্লিন হার্ট', 'ক্রসফায়ার' আর 'বন্দুকযুদ্ধ' আর গুম-খুনের এর অভিজ্ঞতাকে ভুলে গিয়ে বীরবন্দনায়-মেতে-ওঠা এই আমাদের নিয়ে।

অথবা আমরা মনোযোগ নিই ধর্ষিতার পোশাক, পোশাকের অভাব কিংবা পুরুষ অথবা পুরুষতন্ত্রের দিকে। আমাদের চিন্তা ও আলোচনা আবর্তিত হতে থাকে, 'মেয়েটারই দোষ' আর 'পুরুষতন্ত্রই বিযাক্ত'-এর মুখস্থ রেটোরিকের গোলকধাঁধায়। আমরা কারও ওপর দোষ চাপিয়ে নিশ্চিত হতে চাই, সেই সাথে দোষীকে চিত্রিত করতে চাই দুঃস্বপ্নের-জগৎ-থেকে-উঠে-আসা কোনো আধিভৌতিক জন্তু হিসেবে। আমরা এমন একটা জগৎ চাই যেখানে ধর্ষিতাকে বেশ্যা বলে কিংবা ধর্ষককে গুলি করে মেরে ফেলে এককালীন ঝামেলা-মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা সমস্যার মূলে হাত দিই না।

সবশেষে আমাদের উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা সীমাবদ্ধ থেকে যায় নিউজ সাইকেলের সাথে সাথে নিয়মিত-বিরতিতে-পরিবর্তিত-হওয়া সাময়িক শোক, নিন্দা আর ক্রোধের মাঝে। এ আবেগ মেকি না। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এ অকৃত্রিম কষ্ট কি আমাদের কোনো সমাধান দিচ্ছে? এ কষ্ট কি ঐ মানুষগুলোকে রক্ষা করবে, যারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে? যদি না লাগে, তা হলে ধর্ষণের প্রশ্নে, অপরাধের প্রশ্নে এ ইমোশানের মূল্য কী? নিশ্চিতভাবেই ইমোশান আমাদের সমাধান দেবে না। তাই না? ব্যাপারটা বোঝা জটিল কিছু না। সহজ সমীকরণ। বাসায় যদি আগুন লাগে, তা হলে 'আগুন লাগায় আমার অনুভূতি কী'—এটা জেনে কারোরই তেমন উপকার হয় না। আমি ভীত, ক্রুদ্ধ কিংবা বিপর্যস্ত হতে পারি, আমার মেন্টাল ব্রেকডাউন হতে পারে, যেটা যৌক্তিকও হতে পারে, কিন্তু এ থেকে আমি সমাধান পাব না।

আসলেই যদি আমরা এ সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান চাই তা হলে সমস্যার উৎস-নিয়ামক-অনুঘটক এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এক লাইনের মুখস্থ সমাধান কিংবা আবেগ-সর্বস্ব প্রতিক্রিয়ায় কাজ হবে না। আমার অনুভূতি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাতে বাস্তবতা বদলায় না। বাস্তবতাকে বদলাতে হয়।

কীভাবে ধর্ষণের এ মহামারী বন্ধ করা যায়?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের নিজেদের সাথে সৎ হতে হবে। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের শরীরের একটা অংশে পচন ধরেছে অনেক আগে। পচতে থাকা রক্ত, মাংস আর পুঁজের গন্ধ উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ আর আমাদের নেই। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, যারা এ ধর্ষণগুলো করছে তাদের অধিকাংশই আপনার-আমার মতো মানুষ। সাধারণ মানুষ, গৃহী মানুষ, ভালো-মন্দের

সহজাত ক্ষমতা রাখা মানুষ। আমরা যে অপরাধগুলো দেখছি সেগুলোও অন্য কোনো ভুবনের পৈশাচিকতা না, বরং নিতান্ত মানবিক নিষ্ঠুরতা। এ অপরাধগুলো ব্যাখ্যাহীন কোনো বিকার না, বরং এর পেছনে ভূমিকা আছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, মনস্তত্ত্ব, নারী-পুরুষের সম্পর্কের আদিম অবধারিত রসায়ন, এবং আমাদের বর্তমান সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের বাস্তবতার।

এ সত্যগুলো স্বীকার করার পরই কেবল গোলকধাঁধা থেকে বের হয়ে আমরা এগোতে পারব। এবং খুঁজে নিতে পারব সত্যিকারের সমাধান।

অন্যান্য সমস্যার মতো এ সমস্যার সত্যিকারের সমাধানও আছে মানবজাতির স্রষ্টার নির্ধারিত দ্বীন ইসলামের মাঝে। ইসলামি শারীআত বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ব্যক্তি, পোশাক কিংবা লিঙ্গের দিকে ফোকাস না করে একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা দেয় যা শুধু ধর্ষণ না, সব ধরনের যৌন অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করে স্থায়ী সমাধান দেবে। এক লাইনের প্রেসক্রিপশানের বদলে ইসলামি শারীআত এ সমস্যার সমাধানকে অ্যাপ্রোচ করে বহুমাত্রিকভাবে। ইসলাম আমাদের বেশ কয়েক ধাপে এ সমস্যার সমাধান দেয় :

- নৈতিকতার শক্ত ভিত্তি। বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গ ও যৌনতার ব্যাপারে। এমন নৈতিকতা যা অপরিবর্তনীয়, যুগের সাথে, ট্রেন্ডের সাথে তাল মিলিয়ে যা বদলায় না।
- কঠোরভাবে নারী ও পুরুষের মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রণ করা।
- পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখা।
- নারীদের শারঈ পর্দার হুকুম মেনে চলা।
- বিয়েকে উৎসাহিত ও সহজ করা।
- মাহরাম বা পুরুষ অভিভাবক ছাড়া নারীদের বাইরে চলাফেরা নিরুৎসাহিত করা।
- পর্নোগ্রাফি-সহ সব ধরনের যৌন-উত্তেজক এবং অশ্লীল গান, ছবি, কথা চিত্রায়ন ইত্যাদিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা—ইসলামি শারীআতে নির্ধারিত শালীনতার সংজ্ঞা অনুযায়ী, ক্রমাগত-পাল্টাতে-থাকা সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী না।
- ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক ও দ্রুত শাস্তি কার্যকর করা।
- স্বচ্ছ-বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

এটি হলো এমন এক পরিপূর্ণ ও পরীক্ষিত কাঠামো, যা সামগ্রিকভাবে ফলাফল এনে দেবে। কিন্তু সমাধান গ্রহণ করতে হলে মানুষের ওপর দেবত্ব আরোপ করা, সবার ওপর মানুষকে সত্য মনে করা—পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক কিছু বিশ্বাসকে প্রশ্ন করতে

হয়। বিসর্জন দিতে হয় প্রগতি, উন্নতি ও আধুনিকতার-নামে-শেখানো ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন আর অবাধ যৌনতার মতো ধারণাগুলো। এ সমাধান গ্রহণ করতে গেলে কথা বলতে হয় বিপজ্জনক কিছু সত্যের পক্ষে। স্বীকার করতে হয় যে সমস্যাটা সিস্টেমিক। সমাধান আনতে হলে তাই বদলাতে হবে সিস্টেমকেই। মানবরচিত শাসনব্যবস্থার বদলে আনতে হবে ইসলামি শারীআত। আর যে মুহূর্তে আপনি বা আমি এ সত্যকে বিশ্বাস করা শুরু করব, বিশ্বের রাজা-বাদশাহদের কাছে আমরা শত্রু হয়ে যাব। অথবা নিজ প্রবৃত্তিই আমাদের বিরোধিতা শুরু করবে। কারণ ইসলামি শারীআত হয়তো আমাদের অনেক কামনাবাসনা বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

তাই আমরা সমস্যার সমাধান খুঁজি না। কেবল সমস্যা নিয়ে কথা বলি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রেইপের খবর পড়ি। শোকাহত-ক্রুদ্ধ-স্তব্ধ-বিপর্যস্ত হই। মূল প্রশ্নের জবাব খোঁজার বদলে আটকে থাকি হালকার ওপর ঝাপসা স্লোগানবাজি, কোনো একটা কিছু নিয়ে ত্যানা প্যাঁচানো আর “আপনার অনুভূতি কী”—এ জাতীয় আলোচনাতে। আমরা সামগ্রিকভাবে সমস্যার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে কথা বলাকে এড়িয়ে নিয়মিত সাময়িক ক্রোধ, শোক বুকে আর মুখে নিয়ে ঘুরে ফিরি।

ডা. শামসুল আরেফীন আমাদের সযত্নে-এড়িয়ে-যাওয়া কিন্তু মূল্যবান এ কাজটা করেছেন। ধর্ষণ ও এর সমাধানের প্রশ্নে সমাজবাস্তবতা, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের আলোকে সমাধানের পথ উপস্থাপন করেছেন ইসলামের অবস্থান থেকে। সেক্যুলার গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এ সমস্যার সবচেয়ে কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত সমাধান আছে ইসলামের মাঝে। তিনি ওহির ব্যাখ্যাকে যুক্তির অনুগামী করেননি বরং যুক্তি চালিত করেছেন ওহির দেখানো পথে। একই সাথে তিনি দেখিয়েছেন—কেন এ সমস্যার সমাধানের জন্য সার্বিকভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, কোনো রকমের কাটছাট ছাড়াই পরিপূর্ণভাবে সাহাবি রদিয়াল্লাহু আনহুমদের মতো করে ইসলামকে বোঝা ও পালন করা আবশ্যিক। শুধু আসমান ও জমিনের মালিকের পক্ষ-থেকে-আসা সিস্টেমই পারে ভালো-মন্দে মেশানো মানুষের আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে, যাতে শেষ পর্যন্ত সামষ্টিক ও সামগ্রিক কল্যাণ অর্জিত হয়—অমোঘ এ সত্যকে তিনি আবারও স্পষ্ট করেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এ আলোচনা আমাদের সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের কোনো আলোচনা বা সমাধান উপস্থাপন করা সুশীল-প্রগতিশীল নামের বাংলাদেশের নাগরিক ব্রাহ্মণদের পক্ষে সম্ভব না। তাদের বিশ্বাস, তাদের মতাদর্শ, তাদের চিন্তার কাঠামো এমন সমাধান দিতে অক্ষম। তাই সমাজ হিসেবে, রাষ্ট্র হিসেবে যদি আমরা সমাধান চাই তাহলে সেটা খুঁজতে হবে ইসলামেই। হারকিউলিসের

বেদি, কিংবা প্রগতিশিলতার পচন-ধরা শরীরে না।

মহান আল্লাহ লেখকের পক্ষ থেকে এ প্রচেষ্টা কবুল করুন, তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, এ কাজে বারাকা দিন এবং আমাদের সত্যকে পরিপূর্ণভাবে জানার, স্বীকার করার এবং মানার তাওফিক দান করুন। নিশ্চয় সাফল্য কেবল তাঁরই পক্ষ থেকে এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

আসিফ আদনান

জুমাদা আল-আউয়্যাল, ১৪৪০; ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

ভূমিকা

প্রশংসা তো কেবল আল্লাহর জন্যই যিনি অযোগ্যকে ব্যবহার করেও কাজ নেন। যিনি অমুখাপেক্ষী, কারও জন্য তাঁর কাজ আটকে থাকে না। আবার কেউ যোগ্যতার বড়াই করলে তাকেও কাজ থেকে বের করে দেন। কাউকে তাঁর দরকার নেই, সবার তাঁকেই দরকার। সুবহানাল্লাহ।

দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম কিছুদিন। হ্যাভলক এলিসের লেখা *Psychology of Sex* হাতে ছিল। অবাক হয়ে দেখছিলাম, কত মাথা খাটিয়ে মানবমনের সমস্যাগুলো তারা বের করে এনেছেন। কিন্তু সমাধানে গিয়ে খেই হারিয়েছেন। মনোরোগের পরিভাষাগুলোর সাথে আগে থেকেই পরিচয় থাকায় আলোচনার চিত্রকল্প ভেসে উঠছিল মনে। প্রতিটা মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, ইস, এই মনোবিদ হয়তো 'ইসলাম' নামটাই শুনেছে, তাও ইউরোপীয় কায়দায়, ঘৃণাভরে। ইসলামের ভিতরে কী আছে , তা জানার সুযোগ হয়তো হয়নি তাঁর। সে রাতে মনটা আফসোসে ভরে উঠেছিল, যদি ইসলামের খবরগুলো তাঁর কাছে পৌঁছনো যেত, তা হলে তিনি দেখতে পারতেন, ইসলাম তাঁর বের করা মনঃসমস্যার সমাধান কত নিখুঁতভাবে করেছে। ১৪০০ বছর আগেকার মানুষ তার মতো করে গভীরভাবে সমস্যাগুলো বুঝত না, কিন্তু তবু তাদের জীবন সমাধান দিয়েই ঘেরা ছিল, যা এসব সমস্যা থেকে তাদের রক্ষা করে চলেছিল। পুরো বইয়ে হাতেগোনা কিছু কথা কেবল আমার। আমি এই বইয়ের লেখক না। আমি শুধু বিভিন্ন রিসার্চ সুতোয় গেঁথেছি, গ্রন্থনা করেছি, সে হিসেবে গ্রন্থকার বলা যেতে পারে। গেঁথে গেঁথে মালা বানিয়েছি। আর এক একটা মালা বানিয়ে অবাক হয়ে দেখেছি, ১৪০০ বছর আগে থেকেই একদল মানুষ সেই মালা গলায় দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রথমে ভেবেছিলাম ফেসবুকে একটা নোট লিখব। পরে দেখলাম যত এগোচ্ছি, টপিকওয়াইজ আরও বেশি পড়তে হচ্ছে। আরও যত পড়ছি তত দুয়ে দুয়ে চার মিলে

যাচ্ছে। তখন ভাবলাম *‘ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২’*-এর একটা অধ্যায় হিসেবে এটা রাখব। দেখলাম অলিগলি বেড়েই চলেছে, আর সমীকরণ মিলেই চলেছে। শেষমেষ ঠিক করলাম ৫০-৬০ পৃষ্ঠার একটা পুস্তিকা করার। কলেবর কমানোর জন্য বহু আলোচনা রেফারেন্স বাদ দিলাম, দু-এক লাইনে সেরে দিলাম।

১৯০ বছরের পশ্চিমা ওয়াশের পর আমাদের মগজটাই হয়ে গেছে ফিরিঙ্গি—চামড়া কালো, কিন্তু মনটা ককেশীয়। ওদের পিছে পিছে হেঁটে যখন সমস্যায় পড়ি, তখন সমাধানের জন্যও ওদের দিকেই তাকিয়ে থাকি। ওরা চলে গেছে ৭৪ বছর আগে, কিন্তু রেখে যাওয়া ফিরিঙ্গি শিক্ষাব্যবস্থা ৭০ বছর ধরে তৈরি করে চলেছে শ্যামলা চামড়ার ফিরিঙ্গি—আমি, আপনি, আমরা সবাই। সব সমস্যার সমাধান এসেছে যে ১৪০০ বছর আগেই, কালোচামড়ায়-মোড়া সেই সাদা মগজের জন্য এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর।

আমাদের এ আলোচনাগুলো ইলম না। এগুলো ইলমের গুরুত্ব বুঝতে সহায়তা করবে আমাদের। ইলমে ওহির মধ্যেই সমাধানের উপায় দেওয়া আছে— এই কথাটা বোঝার জন্য এই বই। ইলম আলিমদের কাছে, সালাফগণ তা রেখে গেছেন আমানত, সমাধান সব সেখানেই।

কোনোকালেই নাস্তিকদের জন্য লিখিনি। *‘ডাবল স্ট্যান্ডার্ড’*, *‘কষ্টিপাথর’* এগুলো নাস্তিকদের জন্য বা তাদের উদ্দেশ্য করে লেখা না। আপনারা যখন নাস্তিকবিরোধী বইয়ের তালিকায় এ দুটোর নাম নেন, তখন বুকের ভেতর হাহাকার জাগে। আমি আমার জন্য লিখি। সেক্যুলার শিক্ষা আমার মস্তিষ্কে বিজ্ঞানের কাঁটা ফুটিয়ে রেখেছে। লিখি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার জন্য। আর লিখি আমার মতো বিজ্ঞান ও পশ্চিমা দর্শনের শিকলে-আটকে-পড়া মুমিনদের জন্য। লোহার কুড়াল দিয়ে বাড়ি দিয়ে দিয়ে ভাঙি লোহার শিকল। আমার বই নাস্তিকদের দিয়ে অপচয় করার দরকার নেই। কেবল আমার মতো দুর্বল মুমিনদের জন্যই আমার লেখা।

ভিন্নমত তো থাকবেই। আঙুলের ছাপই ভিন্ন ভিন্ন, মগজ তো আরও জটিল। তাই আমার লেখা খণ্ডনে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আপনাদের সেক্যুলার দুনিয়ার এসব বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের খণ্ডন করুন পারলে। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে রিসার্চগুলো পড়েছি, বুঝেছি, অবাক হয়েছি। যে বুঝবেই না, সে অবাকই হবে কী করে, আর মুগ্ধই বা হবে কী করে বলুন? অবাক তো সেই হবে যে সাবজেক্ট বুঝেছে, আবার ইসলাম সম্পর্কেও জেনেছে। সে-ই দুটোর মাঝে সম্পর্ক ধরতে পারবে। এক চোখ খুলে আর কত দিন। কাউকে কাউকে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানানো যায়, কিন্তু সবাইকে সব

সময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না।

পাঞ্চলাইনগুলোর অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজিও দিয়ে দিয়েছি, যাতে যাচাই করে নিতে পারেন। এজন্য অবশ্য মোটের ওপর পৃষ্ঠা খানকয়েক বেড়েছে। চেষ্টা করেছি কাটখোট্টা গবেষণাগুলো সুখপাঠ্য করার। কতটুকু পেরেছি জানি না। তবে সমীকরণগুলো মিলে গেলে যে মজাটা আমি পেয়েছি আপনাদেরকেও তা অনুভব করানোই এই পুরো বইয়ের উদ্দেশ্য। অনেক সময় কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা বেশি এসেছে। আসলে যে বিষয়ে অপকারিতা নিশ্চিত, দলিল-প্রমাণ লাগে না, সেখানে কম আলোচনা করেছি। আর যেখানে অপকারিতা অস্পষ্ট, সেখানে আলোচনা বেশি করতে হয়েছে। সূত্র ধরে আলোচনার জন্য কথার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কখনও বলা হয়েছে পিছনের কোনো অধ্যায়ে ফিরে যেতে। একটু বাড়তি কষ্ট হলেও এভাবে পড়লে আলোচনার যৌক্তিকতা বোঝা সহজ হবে। আর শুধু চোখ বুলিয়ে গেলে কার কী করার আছে বলুন?

ভাষাগত পরিমার্জন করে দিয়েছেন আসিফ আদনান ভাই, এত ব্যস্ততার মাঝেও। উস্তায মুহাম্মদ আফসার পুরো কিতাবের শারঈ বিষয়গুলো সংশোধন করে দিয়েছেন। আল্লাহ সকলকে উত্তমস্য উত্তম বদলা দান করুন।

ডা. শামসুল আরেফীন

১৬.০২.২০১৯

শুরু

খুব সংক্ষিপ্ত ভূমিকা শেষে দ্রুত আমরা মূল বিষয়ে চলে যাব। যেহেতু মূল টপিকটাতে ব্যাপক আলোচনা ও মনোযোগ ধরে রাখা প্রয়োজন, তাই প্রারম্ভিকাতে সময় ও মনঃসংযোগ ক্ষেপণ করা উচিত হবে না।

কেন এই প্রবন্ধ?

বিশ্বায়নের নামে জেঁকে বসেছে 'সস্তায় শ্রম-ক্রয়' ও 'শ্রমদাতা দেশকে চুষে নেবার' এই বিশ্বসংস্কৃতি, যেখানে মুনাফাই সব। পশ্চিমের এই ফর্মুলার আগ্রাসনে পূর্ব-উত্তর-দক্ষিণের নাভিশ্বাস। অনিবার্য ফল—৯৮% সম্পদের মালিক মাত্র ২% মানুষ। 'বস্তু ভোগের' প্রতিযোগিতায় মত্ত ক্রেতারা, মুনাফার তামার বিষে আসক্ত মাল্টিন্যাশনাল শিল্পপতিরা; মূল্যবোধ-সংস্কার-সুকুমারবৃত্তি নামের সামাজিক ভারসাম্যগুলো আজ বাহুল্য, অপাঙ্‌ক্তেয়। যে-কোনোভাবে বস্তু চাই। চাই গাড়ি-বাড়ি-জমি-ব্যাংক-ব্যালেন্স। এজন্য যা করতে হয় করো, যাকে মারতে হয় মারো। মা-বাবা, সহোদর ভাই, সহকর্মী, স্ত্রী, দুধের শিশু। আর ওদিকে মুনাফাজীবীদের চাই মুনাফা, ব্যাবসা যে জিনিসেরই হোক না কেন, যা লাগে করো। পতিতা-পর্ন-ড্রাগস; কে মরল কে আর্তনাদ করল দেখার সময় নেই, শোনার সময় নেই, গোনায় ধরার সুযোগ নেই, তা হলে ব্যাবসা হবে না তো! স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে গেছে এক ভয়ংকর চক্র, টাকার বিষে ভেঙে পড়ছে পরিবার, সমাজ মানস, কৈশোর, মনুষ্যত্ব। আর সুযোগ করে দিচ্ছে নতুন নতুন ব্যাবসার। আজ আমরা এই ভেঙে পড়া সমাজ, ভেঙে পড়া মনোজগতেরই এক বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করব সম্পূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে। গতানুগতিক ধারা থেকে একটু বেরিয়ে চেষ্টা করব এর পেছনের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, কারণ, বিস্তার ও সমাধান তুলে ধরার। শুরু করা যাক।

আমাদের আজকের আলোচনার টপিক—ধর্ষণ।

ধর্ষণ কী?

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৩৭৫ নং ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞা দেওয়া আছে।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর-সহ আরও বহু দেশ যারা ব্রিটিশ-প্রণীত এই দণ্ডবিধি-১৮৬০ আত্মীকরণ করেছে, সেসব দেশে ধর্ষণের সংজ্ঞা এটাই।[১]

> "কোনো পুরুষ (A man) 'ধর্ষণ' করেছে বলা হবে, যদি নিচের ৫টার যে-কোনো ১টায় পড়ে, এমনভাবে কোনো নারীর (a woman) সাথে যৌনসঙ্গম করে (sexual intercourse):
>
> - প্রথমত, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (Against her will)
> - দ্বিতীয়ত, তার সম্মতি ছাড়া (Without her consent)
> - তৃতীয়ত, সম্মতি আছে কিন্তু সম্মতি নেওয়া হয়েছে মৃত্যুভয় দেখিয়ে বা আহত করার হুমকির মুখে।
> - চতুর্থত, সম্মতি আছে কিন্তু মহিলা তাকে নিজ বৈধ স্বামী মনে করে ভুলে সম্মতি দিয়েছে। আর লোকটা জানে যে, সে তার স্বামী না।
> - পঞ্চমত, ১৪ বছরের নিচের নারী, সম্মতি থাকুক আর না-ই থাকুক।
>
> ব্যাখ্যা : প্রবিষ্টকরণ/ প্রবেশ করানোই (Penetration) ধর্ষণ প্রমাণে যথেষ্ট।
>
> ব্যতিক্রম : স্ত্রী যদি ১৩ বছরের নিচে না হয়, তবে স্বামী-কর্তৃক যৌনসঙ্গম ধর্ষণ নয়"।

সংজ্ঞাটা আমাদের পরবর্তী বিভিন্ন আলোচনায় কাজে আসবে।

একেকটা ধর্ষণের পর...

প্রতিটি ধর্ষণের পর জনগণ দুটি দিকে ভাগ হয়ে যায়। একপক্ষ পুরো দায় ভিকটিম নারীর পোশাকআশাক, চলাফেরার ওপর দিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর দেয়। অন্য পক্ষ পুরো দায়টা ধর্ষকের মানসিক বিকৃতির ওপর চাপিয়ে 'কে জানে কার' সমর্থন আদায় করতে চায়।

প্রথম পক্ষের কাছে ২য় পক্ষ ও সেইসাথে আমারও প্রশ্ন :

- নারীর শরীর-প্রদর্শন ও পোশাকই যদি ধর্ষণের একমাত্র ফ্যাক্টর হয়, তা হলে অ-নারী (অবিকশিত নারীত্ব) ৩ মাস বয়েসী বাচ্চা কী উগ্রতার কারণে, ৪ বছরের গালফোলা খুকিটা আর ৭ বছরের ময়লামাখা টোকাই বালিকাটি কোন শারীরিক আবেদনের কারণে ধর্ষণের শিকার হলো?
- ৯ বছরের বাচ্চা ছেলেটা তার কোন শারীরিক উগ্রতা প্রদর্শনের কারণে জানোয়ারের

[১] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=11

চোখে পড়ল?

- হাঁস-মুরগি-ছাগল-গরুটার 'পোশাক' কতটুকু শালীন হলে ঘটনাটা ঘটত না?

আর দ্বিতীয় পক্ষের কাছে আমার ও প্রথম পক্ষের প্রশ্ন :
এত রুদ্ধদ্বার গবেষণা করেন আপনারা, একটু গবেষণা করুন না,

- কেন হচ্ছে এই ধর্ষণ?
- কী তার মনস্তত্ত্ব?
- এই সমস্যা নিরসনে কী করা দরকার?
- শাস্তিটা কেমন হওয়া দরকার?

পুরুষের মানসিকতাকেই একমাত্র কারণ মনে করছেন, তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে কালোব্যাজ ধারণ করছেন—ঠিক আছে, ফাইন।

- কিন্তু এই মানসিকতাটা কেন ডেভেলপ করল?
- কী ফ্যাক্টর দায়ী?
- কী কী ফ্যাক্টর দূর করলে এমন মানসিকতাসম্পন্ন পুরুষ আর কখনও জন্ম নেবে না?
- শাস্তিটা কেমন হলে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে পটেনশিয়াল রেপিস্টদের কাছে?

আসলে আপনারা কী চান, মানববন্ধনের ফটোসেশান নাকি সমাধান? আপনারা নিজেরাই জানেন না হয়তো। আসুন না, আজ একটু গভীরে ডুব দিই, দেখি কী পাওয়া যায় শেষমেশ। অক্সিজেন সিলিন্ডারে পর্যাপ্ত মজুদ আছে কি না, দেখে নিন। এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, মানবমনের এমন কিছু অন্ধকার অলিগলিতে যেখানে বন্ধ হয়ে আসে দম, গুলিয়ে আসে গা আর বিস্ময়ের আতিশয্যে ভাষা হয় স্তব্ধ—এমনটাও হয়!

ও মন রে...

ফার্মগেট ওভারব্রিজের ওপর নিজেকে কল্পনা করুন। কর্মদিবসের ব্যস্ততায় জীবন্ত ফুটপাত, 'ছুটন্ত' রাস্তা। যেন রাস্তাটারই সময় নেই। হাজার হাজার মানুষ, ফর্সা-শ্যামলা, নারী-পুরুষ, বাচ্চা-বুড়ো। প্রতিটি চেহারার দিকে তাকান। আপনি দেখছেন মুদ্রার একটা পিঠ, এবং এই প্রতিটি মুদ্রার একটা ওপিঠও আছে—মন। মন কী? মন কি মগজের রাসায়নিক মিথষ্ক্রিয়া (Neurotransmitters), নাকি আত্মসচেতনতা মানে আমিত্বের অনুভূতি? (Human consciousness, the thinking-feeling of 'I')। ওদিকে ফ্রয়েড আবার বলে গেছেন, আমিত্বের অনুভূতি মগজের জৈবরাসায়নিক

প্রক্রিয়ারই একটা অংশ, আলাদা কিছু না।

James Madison University-র মনোবিদ্যার প্রফেসর Gregg Henriques, Ph.D বলেন[২], মন-মগজ-আমিত্ব এই সবকিছুর একটা ক্লিয়ার ধারণা দেয় Unified Theory of Psychology. যার আওতায় The computational theory of mind নামে একটা তত্ত্ব আছে। এ তত্ত্ব বলে, আমাদের মগজ-সহ পুরো স্নায়ুতন্ত্রের একটা তথ্য সমন্বয় কার্যক্রম আছে। দেহ ও দেহের বাইরে ঘটা সব তথ্য-স্মৃতি তারা অনুবাদ করে স্নায়ু-উত্তেজনা হিসেবে। মন হচ্ছে এই তথ্যপ্রবাহ, যা নার্ভ—নার্ভ কেমিক্যাল—মগজ এসব থেকে পৃথক (conceptually separated from the biophysical matter that makes up the nervous system) বিষয়টা সহজে বোঝার জন্য চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। ধরুন একটা বই। মগজ ও নার্ভে রাসায়নিক ক্রিয়াবিক্রিয়া হলো বইয়ের পৃষ্ঠা, বাঁধাই, রঙ, মসৃণতা, উষ্ণতা, গন্ধ এগুলোর মতো। আর মন হলো বইয়ের গল্পকাহিনি বা বিষয়বস্তু।

তো এই অপরিমাপযোগ্য অসংজ্ঞায়নযোগ্য মন কে জানা যাবে কীভাবে? ঢাবি-র মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. আবদুল খালেক তাঁর *'মন ও মনোবিজ্ঞান'* বইয়ে বলেন,[৩]

> যখন থেকে মনোবিজ্ঞান দর্শনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে বিজ্ঞানের গণ্ডিতে এসেছে, তখন বিজ্ঞান অদৃশ্য 'মন'-কে বাদ দিয়ে, দৃশ্যমান 'আচরণ'-কে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান তাই আর মনের বিজ্ঞান নয়, বরং আচরণের বিজ্ঞান। অবশ্য মনকে অস্বীকার করা মনোবিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য নয়। মনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আধুনিক মনোবিদরা 'আচরণ'-কে বেছে নিয়েছেন। কেননা, 'মন'-এর মতো ব্যক্তিসাপেক্ষ জিনিস, যা বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনার সুযোগ নেই, তা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত মনোবিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, মানব মনের ৩ টি স্তর রয়েছে:

১. চেতন স্তর (concious)

২. অবচেতন স্তর (sub-conscious)

৩. অচেতন স্তর (unconscious)

তাঁর মতে মানুষের যেসব কামনাবাসনা বা মনোবৃত্তি সমাজে অবৈধ বা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়, সেগুলো শাস্তির ভয়ে অবদমিত হয়ে এই অচেতন স্তরে এসে জমে।

---

[২] https://www.psychologytoday.com/us/blog/theory-knowledge/201112/what-is-the-mind

[৩] মন ও মনোবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা : ০১, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

এগুলোই পরে ভুল-ভ্রান্তি, স্বপ্ন ও মানসিক বিকারের রূপে প্রকাশ পায়।[৪]

মনের একটা অংশের ছাপ ফুটে ওঠে চেহারায়—টেনশন, কষ্ট, আনন্দ, উচ্ছ্বাস। ব্যক্তি নিজেই এগুলো প্রকাশ করে স্বেচ্ছায়। মনের আরেকটা অংশ ব্যক্তি হয়তো সব সময় নাও বুঝতে পারে; তবে তার আশপাশের মানুষ বুঝতে পারে তার আচরণে-কাজেকর্মে—সরলতা, ধূর্ততা, পরশ্রীকাতরতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, ঘৃণা, যৌনতা। কিন্তু আরেকটা অংশ আছে বোঝা যায় না, জানা যায় না, ধারণাও করা যায় না। সে অংশটা সে নিজে লুকিয়ে রাখে সজ্ঞানে, সে অংশটার আলোচনা আমাদের জন্য ট্যাবু। মনের সেই গোপন কুঠুরির খবর কেউ কারোটা জানে না, সেখানে আইডিয়া চলে না, সেখানে সূত্র খাটে না। প্রেমিকা জানে না প্রেমিকেরটা, স্বামী জানে না স্ত্রীরটা, সহকর্মী জানে না সহকর্মীরটা। আমি যৌনমনোজগতের কথা বলছি না, এ জগতে তো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে কিছুটা হলেও চেনে, জানে, বোঝে। সেই গহীনে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই, এমনকি ব্যক্তি নিজেই সেখানে প্রবেশ করে কালেভদ্রে। যখন আর কেউ দেখে না, যখন শেখানো সব সভ্যতা-ভদ্রতা-মূল্যবোধ-লজ্জা আর সুকুমারবৃত্তি পরাস্ত হয়, ঠিক তখনই পরাজিত এক এক সৈনিক প্রবেশ করে মনের গহীনে, নিষিদ্ধ এক প্রকোষ্ঠে।

প্রস্তাবনা

আমাদের জানা প্রতিটি ধর্ষণের ঘটনা স্মরণ করার চেষ্টা করুন।

- ধর্ষণের শিকার শুধু পূর্ণযৌবনা নারী-ই হচ্ছে না। ভিকটিমের তালিকায় আছে নারীবৈশিষ্ট্যহীন মেয়েশিশু, পুরুষ, এমনকি পশুপাখিও। লিঙ্গ-প্রজাতি এসব স্পেসিফিক না।
- ধর্ষণ শুধু ঘরের বাইরের লোকের দ্বারা হচ্ছে তা-ও নয়। এসব লিখতেও খারাপ লাগে। নিকটাত্মীয়ও জানোয়ারের রূপ ধরে ফেলার খবর আমাদের কাছে আছে।
- রাত ও নির্জন জায়গা ওদের প্রাইম চয়েস। যা থেকে মনে হয়, ধর্ষণ ব্যাপারটা সব সময় পরিকল্পিত।
- আবার যথেষ্ট বিকৃতমনা না হলে শিশু-পুরুষ-পশুপাখি নিয়ে কেউ পরিকল্পনা করবে না যে, এই বাচ্চাটাকে কখন পাওয়া যায় বা সেক্সি মুরগিটাকে কীভাবে নির্জনে নেওয়া যায়। যা থেকে মনে হয়, ধর্ষণ পুরোপুরি পরিকল্পিতও নয়, অনেকক্ষেত্রে

[৪] ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে কাম, মন ও মনোবিজ্ঞান, ড. আবদুল খালেক, পৃষ্ঠা : ১৪৪

অকস্মাৎ, ধর্ষকের জন্যও। মানে অনেকটা ইমার্জেন্সি।

সব ধর্ষণের ঘটনাকে আমরা যদি একটা কমন ফর্মুলায় ফেলতে চাই, তা হলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় :

১. মেন্টাল সেট-আপ
২. পরিবেশ
৩. স্টিমুলাস বা উদ্দীপক

এই ৩ টি ফ্যাক্টর মিলে গেলে ধর্ষণ হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না, কিছুতেই না। একটু ব্যাখ্যা দরকার তাই না। আচ্ছা। আমাদের প্রস্তাবনা হলো ধর্ষণ সংঘটিত হয় যখন—
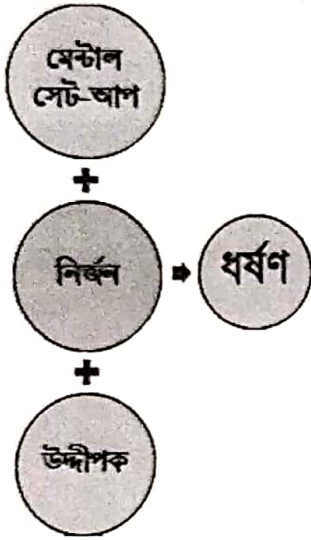
১. অনিয়ন্ত্রিত অথবা বিকৃত যৌন-চাহিদাবিশিষ্ট মানুষ (পুরুষই ধরে নিচ্ছি, তবে নারীকেও একদম বাদ দিচ্ছি না)

২. যদি নির্জন বা 'পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট নির্জন' পরিবেশে

৩. যৌন-উদ্দীপক (নট যৌন-উত্তেজক) কিছুকে পায়। ভিকটিমকে উর্বশী তিলোত্তমা-ই হতে হবে, এমন না। ধর্ষকের জন্য যৌন-উদ্দীপক হলেই হবে। ওই মেন্টাল সেট-আপে বা ওই বিকৃতিতে ওইটাই উদ্দীপক (স্টিমুলাস)। **যেমন ১ নং এর জন্য যেমন ৩ নং দরকার, তেমনটা হলেই হবে**। সেটা জন্তু হলেও হবে। আবার পড়ুন।

উদাহরণ দিলে আরও ক্লিয়ার হবে,

যার যৌন-মনোজগৎ এতটাই অনিয়ন্ত্রিত যে, যে-কোনো মূল্যে তার 'প্রবেশন' (penetration) দরকার, এমন কারও কাছে ...(১)
নির্জনে... (২)
শিশু-পশু-মৃতদেহ সবই উদ্দীপক... (৩)

কিছুই নিরাপদ না। আমরা আবার এই পয়েন্টে ফিরে আসব মানবমনের কিছু অলিগলি ঘুরে। তখন আরও সহজ হবে বুঝতে।

বোরকা পরা কোনো নারীও যদি নির্জনে ওই-জাতীয় মেন্টাল সেট-আপের (যার কাছে ওই মুহূর্তে সেক্স ইমার্জেন্সি) কারও কাছে পড়ে গেলে, ঘটনা ঘটবে; যেমনটি

আমরা কিছুদিন আগেই এক গর্ভবতী মাদরাসা-শিক্ষিকার বেলায় দেখেছি। মোদ্দা কথা, এই ৩ টি ফ্যাক্টর একত্রিত হলে যদি মিরাকল না ঘটে তা হলে ধর্ষণ হবে। আমার প্রস্তাবনা হলো,

> **নির্দিষ্ট মেন্টাল সেট-আপের কেউ (১) নির্দিষ্ট জায়গায়/সময়ে (২) নির্দিষ্ট স্টিমুলাসের কিছু পেলে (৩) ধর্ষণ সংঘটিত হয়।**

এবার আমরা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করছি।

ফ্যাক্টর ১ : মেন্টাল সেট-আপ

১.১ ইনজিন ও বগি

যৌনতা সহজাত মানব চাহিদা। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আরাম-মলমূত্রত্যাগ এগুলো যেমন সহজাত মানবিক আবশ্যিক প্রয়োজন। যৌনতাও আলাদা কিছু নয়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এগুলোকে বলে 'প্রেষণা' (Motivation)।

মনোবিজ্ঞানী Woodworth এর মতে,

> প্রেষণা ব্যক্তির একটি অবস্থা বা প্রবণতা যা তাকে কোনো আচরণ বা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করে।

মনোবিজ্ঞানী Wenger বলেন,

> প্রেষণা হলো প্রাণীর একটি আভ্যন্তরীণ অবস্থা যা তাকে এক বিশেষ ধরনের কাজে অবিরত লেগে থাকতে বাধ্য করে।

মানে, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হলে প্রাণীর মধ্যে যে গতিশীল/সক্রিয় অবস্থার (driving force) সৃষ্টি হয় তাকে প্রেষণা বলে। এ অবস্থায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার তীব্র ইচ্ছার উদয় হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্দেশ্য পূরণ না হয় ততক্ষণ এই গতিশীল অবস্থা চলতে থাকে।[৫]

প্রেষণার প্রকারভেদ করেছেন বিজ্ঞানীরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রাসঙ্গিকতার জন্য আমরা ক্লাইনবার্গের শ্রেণীকরণটা[৬] একটু উল্লেখ করব। তিনি 'অনিবার্যতা'-র

---

[৫] মন ও মনোবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা : ১৪, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ ১৯৯৬, সম্পাদনা : ড. আবদুল খালেক, অধ্যাপক ঢাবি।

[৬] প্রাগুক্ত

ভিত্তিতে মানে 'বিস্তারিত না জেনেই বলে দেওয়া যায় যে প্রেষণাটি অবশ্যই যে-কারও ক্ষেত্রেই ঘটবে'— এই অনিবার্যতা (irresistible) অনুসারে শ্রেণীকরণটি করেছেন, তার মতে—

১ম শ্রেণী : জাতি-প্রজাতি-সমাজ-নির্বিশেষ অবশ্যম্ভাবী যে দৈহিক প্রেষণাগুলো। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বিশ্রাম-নিদ্রা-মলমূত্র।

২য় শ্রেণী : এমন দৈহিক প্রেষণা সামাজিকতার কারণে যার প্রকাশভঙ্গি বদলায়, আবার সমাজভেদে অনুপস্থিত (?) হতে পারে। **যৌনতা (?)**, সন্তানবাৎসল্য।

৩য় শ্রেণী : কোনো সমাজে এই প্রেষণাগুলো নাও থাকতে পারে, তবে শারীরিক ভিত্তি আছে। আক্রমণ, পলায়ন, আত্মপ্রতিষ্ঠা।

৪র্থ শ্রেণী : যে প্রেষণাগুলোর শারীরিক ভিত্তি নেই। দলবদ্ধ জীবন, পিতৃত্বের আশা, দলভুক্তির স্পৃহা, সঞ্চয়ের ইচ্ছা, আনুগত্য।

যৌনতাকে মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে স্বীকার না করাটা পশ্চিমা সভ্যতার পুরোনো বাতিক। যদি এটা **অপরিহার্য অনিবার্য** মানবিক চাহিদা না-ই হবে তা হলে একটা সিঙ্গেল পর্নোসাইটে প্রতিদিন ৮ কোটি ভিজিটর কী করেন?[৭] টপ ৫ টা পর্নোসাইটে প্রতিদিন ২০ কোটি বার কেন ভিজিট হচ্ছে, বাকিগুলোর কথা বাদই দিলাম?[৮] যৌনচাহিদা যদি খিদে-পিপাসার মতো সমান **অনিবারণযোগ্য** প্রয়োজন না-ই হয়, তবে ১৩-২৪ বছর বয়েসী ৬৪% তরুণ-তরুণী সপ্তাহে কমসেকম ১ বার কেন ইন্টারনেটে পর্ন খোঁজে?[৯] খোদ বাংলাদেশে ২০০৯ সালে রাজধানীর ৭৭% স্কুলগামী শিশু পর্ন দেখে

---

[৭] https:// www. forbes.com/ sites/ curtissilver/ 2018/01/09/ pornhub-2017-year-in-review-insights-report-reveals-statistical-proof-we-love-porn/#15a1659924f5
ফোর্বস এর এই আর্টিকেলে বলা আছে, জনপ্রিয় পর্নোসাইট পর্নহাব তাদের ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।
সেখানে এসেছে, প্রতিদিন গড়ে ৮১ মিলিয়ন মানুষ সাইটটি ভিজিট করে। বছরে ২৮.৫ বিলিয়ন বার (২৮৫০ কোটি) সাইটটিতে ঢোকা হয়েছে। ২৪৭০ কোটি সার্চ দেওয়া হয়েছে। মিনিটে ৫০,০০০ সার্চ দেওয়া হয়েছে। মানে প্রতি সেকেন্ডে ৮০০ জন সার্চ দিয়েছে। সারা দুনিয়া থেকে গেল বছরে ৪০ লাখ ভিডিও আপলোড দেওয়া হয়েছে। যেগুলো মোট ৫,৯৫,৪৯২ ঘণ্টার।

[৮] https:// www.psychologytoday.com/ us/blog/all-about-sex/201803/ surprising-new-data-the-world-s-most-popular-porn-site
এটা হলো একটা পর্নোসাইটের হিসাব। টপ ১০০ সাইটের ভিতর পর্নোসাইট মোট ৫ টা। এই ৫ টা সাইটে প্রতি মাসে ৬০০ কোটি বার ভিজিট হয়। মানে প্রতিদিন ২০ কোটি বার এই ৫ টা পর্নোসাইট ভিজিট হচ্ছে।

[৯] ওয়াশিংটনে অবস্থিত National Center on Sexual Exploitation (*NCOSE*) এর ২০১৭ সালের রিপোর্ট।
https://endsexualexploitation.org/publichealth/

বা ইতোমধ্যে দেখেছে বলে জানিয়েছিল ডেইলি স্টার,[১০] তা হলে এখন ৪জি আর স্মার্টফোনের যুগে কী অবস্থা? এটাই প্রমাণ করে যৌনতা এমন এক চাহিদা, যা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করে দেওয়া যায় না। ক্ষমতায়ন করে, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা নিশ্চিত করে তা ভুলিয়ে দেওয়া যায় না। যৌনতা ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতোই একটা মানবীয় প্রয়োজন, স্বতন্ত্র চাহিদা। নির্দিষ্ট সময় পর যেমন ক্ষুধা লাগে, তৃষ্ণা পায়, যৌনতাও তেমন। এটা আলোচনা বা বিবেচনায় না আনলেই তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। যৌনতাকে বদলে দেওয়া গেলেও তাকে অনুপস্থিত করে দেওয়া যায় না। ফ্রয়েডের মতেও যৌনানুভূতি মানুষের একটা মৌলিক অনুভূতি।[১১]

আমেরিকান মনোবিদ Abraham Maslow, যিনি বিংশ শতকের টপটেন মনোবিদদের একজন বলে স্বীকৃত এবং আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন। ১৯৪৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'Maslow's hierarchy of needs' বা 'চাহিদার ক্রমবিন্যাস' প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এক লেভেলের চাহিদা পূরণ হলে মানুষ পরের লেভেলের চাহিদার জন্য প্রেষণা অনুভব করে। সেটার পিছনে ছোটে। এর সবচেয়ে নিচের স্তরে আছে মৌলিক শারীরিক চাহিদা : শ্বাস, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা, ঘুম, মলমূত্র ইত্যাদি। যা না হলে দেহ ঠিকমতো কাজই করবে না। এগুলো না হলে বাকি চাহিদাগুলো গুরুত্বহীন।[১২]
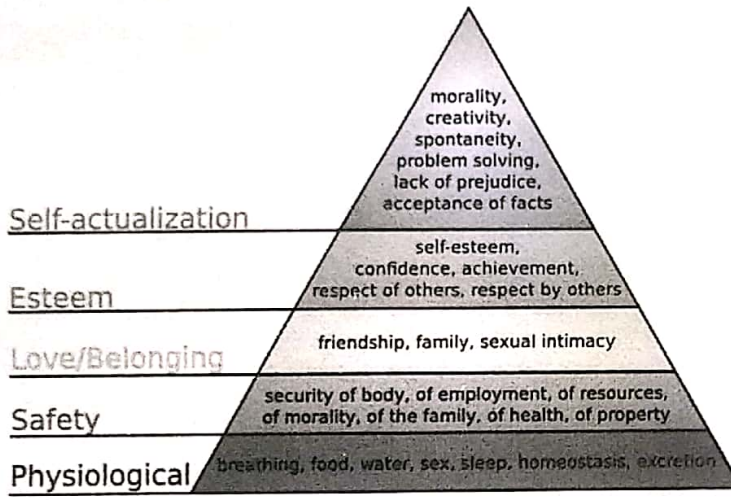
Self-actualization — morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice, acceptance of facts
Esteem — self-esteem, confidence, achievement, respect of others, respect by others
Love/Belonging — friendship, family, sexual intimacy
Safety — security of body, of employment, of resources, of morality, of the family, of health, of property
Physiological — breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, excretion

এখানে একটা জিনিস বোঝার আছে, যৌনতা মানে কিন্তু বিয়ে না, বা কেবল নারী না। নারী ছাড়া যদি কোনো পুরুষকে দীর্ঘদিন রাখেন, তা হলে সে ভিন্ন কিছু খুঁজে নেবে। কিছু না পেলে নিদেনপক্ষে নিজেকেই ব্যবহার করবে। কিন্তু চাহিদা মিটতেই হবে। যৌনতার ধরন বদলে হলেও সে যৌনতার দাবি পূরণ করবে। এজন্য যৌনসঙ্গী

---

[১০] Manusher Jonno Foundation এর জরিপে উঠে এসেছিল এই তথ্য। ২০১৬ সালে জানাচ্ছে ডেইলি স্টার।
https://www.thedailystar.net/opinion/society/children-the-grip-pornography-1338100

[১১] মন ও মনোবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা : ১৪৮.

[১২] https://www.simplypsychology.org/maslow.html

পাওয়াকে (sexual intimacy) ৩ নং লেভেলের চাহিদা রাখা হয়েছে, কিন্তু যৌনতাকে (sex) সবচেয়ে বেসিকেই রাখা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, Maslow যে সেক্সকে মৌলিক চাহিদা বলেছেন, এটা বহু আর্টিকেলে সমালোচকেরা এড়িয়ে গেছেন। বহু ছবি আপনি পাবেন যেখানে এই চার্টটা দেখানো হয়েছে, যৌনতাকে (sex) মৌলিক চাহিদার লেভেলে না দেখিয়ে।

পুঁজিবাদের একটা বড়ো কৌশল হলো, যৌনতাকে মানবীয় আবশ্যিক প্রয়োজন হিসেবে স্বীকার না করা। তা হলে পুঁজিবাদের লাভ হলো, ব্যাপারটাকে ট্যাবু (আলোচনা-নিষেধ) বানিয়ে ভিতরে ভিতরে ঘুণ ধরানো যায়, আর যেখানে ঘুণ সেখানে সারানোর চাহিদা, আর যেখানে চাহিদা সেখানে ব্যাবসা, আর যেখানে ব্যাবসা সেখানে মুনাফা। যৌনতাকে অনাবশ্যক প্রমাণ করে দিতে পারলে ব্যাবসা আর ব্যাবসা।
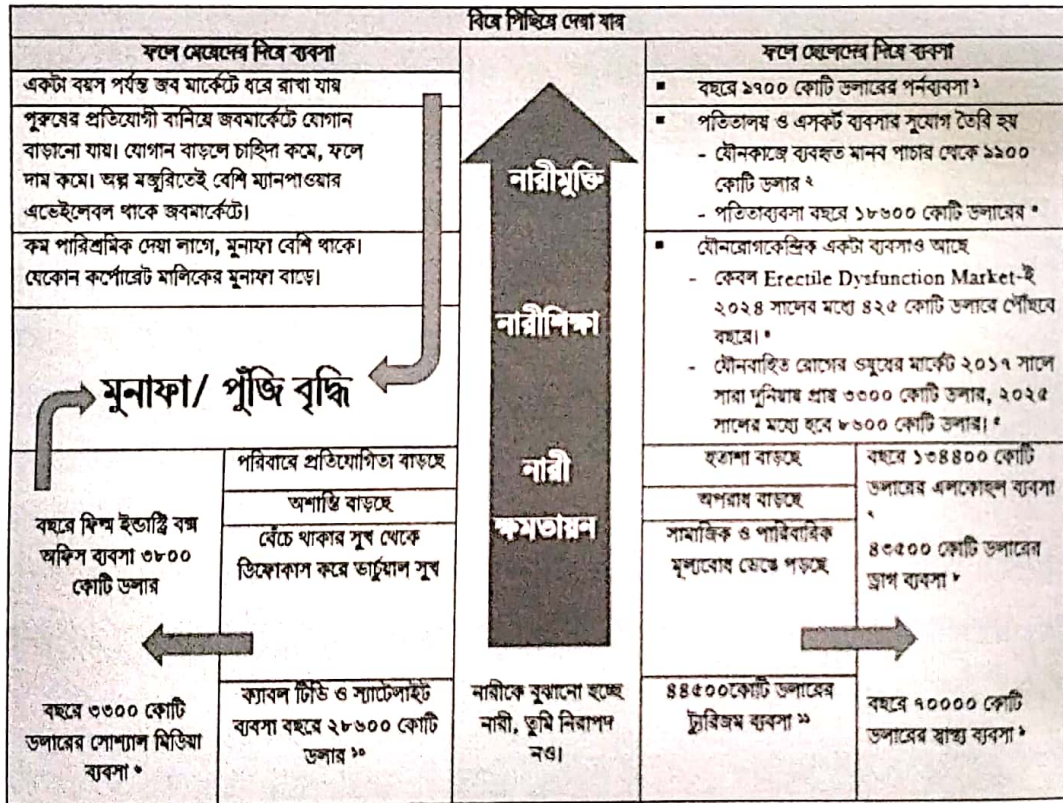
এই চার্টের ফুটনোটগুলো

১. New Mexico State University-র assistant professor of sociology জনাব Kassia Wosick জানান NBC news-কে। পুরো দুনিয়ায় পর্নোশিল্প ৯৭ বিলিয়ন ডলারের। কেবল আমেরিকাতেই ১০-১২ বিলিয়ন ডলারের। https://www.nbcnews.com/business/business-news/things-are-looking-americas-porn-industry-n289431

২. https://www.humanrightsfirst.org/resource/human-trafficking-numbers

৩.https://www.academia.edu/37906102/Prostitution_Prices_and_Statistics_of_the_Global_

Sex_Trade

৪. Global Erectile Dysfunction Market 2023-2018 - Market to Reach 4.25$ Billion - Research And Markets.com

https://www.businesswire.com/news/home/20180213006420/en/Global-Erectile-Dysfunction-Market-2018-2023---Market

৫. Transparency Market Research এর রিপোর্ট অনুসারে https://www.prnewswire.com/news-releases/sexually-transmitted-diseases-drug-market-to-reach-us-8304-billion-by-2025-transparency-market-research-657191243.html

মূল রিপোর্ট পাবেন এখানে https://www.transparencymarketresearch.com/sexually-transmitted-disease-drugs-market.html

৬. Social Media Global Market Report 2018

https://www.prnewswire.com/news-releases/social-media-global-market-report-2018-300643016.html

৭. Alcoholic Beverages Market was valued at $1,344 billion in 2015, and is projected to reach $1,594 billion by 2022

https://www.prnewswire.com/news-releases/alcoholic-beverages-market-expected-to-reach-1594-billion-globally-by-2022---allied-market-research-618354513.html

৮. According to data from the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and European crime-fighting agency Europol, the annual global drugs trade is worth around $435 billion a year. [*Analysis Of Drug Markets*, United Nations publication, United Nations Office on Drugs and Crime, https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf]

৯. According to research from The Economist Intelligence Unit as described by Deloitte, while global annual health spending reached $7.077 trillion dollars in 2015, this metric should balloon to $8.734 trillion dollars by 2020 https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sector-outlook.html

১০. https://www.statista.com/topics/964/film/

১১. global adventure tourism market was valued at $444,850 million in 2016, and is projected to reach $1,335,738 million in 2023, Allied Market Research,https://www.prnewswire.com/news-releases/global-adventure-tourism-market-expected-to-reach-1335738-million-by-2023-allied-market-research-672335923.html

খাদ্যের প্রেষণা যেমন তাকে খাবারের সন্ধানে লাগিয়ে দেয়, খাওয়ার মধ্যেও সীমারেখা আছে, আদব আছে, সভ্যতা আছে। ক্ষুধামন্দা, অতিভোজন, বেশি বাছবিচার— সবই সমস্যা। ঘুমেও তেমনি; অনিদ্রা,অতিনিদ্রা, নিদ্রালুতা, নিদ্রাপ্রিয়তা— কোনোটাই কাম্য নয়। মানে, সহজাত মানবচাহিদাও লাগামছাড়া হবে না, চাহিদা হবে নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত চাহিদা দেয় সুস্থজীবন, সুস্থ সমাজ, সুস্থ পৃথিবী। আর অনিয়ন্ত্রিত চাহিদা ব্যক্তিকে ধ্বংস করে, সেই সাথে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র সব।

প্রথমত স্বীকার করে নিতে হবে যৌনতা একটা স্বাভাবিক মানব চাহিদা, যেমনটি

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ঘুম। আলাদা কিছু না। সামনে খাবার থাকলে কিংবা না থাকলে, পানি থাক বা না থাক, আরামের ব্যবস্থা থাক বা না-ই থাক, মলত্যাগের ব্যবস্থা থাকলে কিংবা না থাকলেও, প্রয়োজন দেখা দিলে এগুলো পূরণ করা হবেই, করতে হবেই; কেউ আটকাতে পারবে না। প্রেষণার সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি, প্রেষণা পূরণ করার জন্য প্রাণী যে-কোনো উপায় খুঁজে নেয়। তেমনি যৌনতার পরিবেশ করে দিলে, কিংবা না দিলেও, প্রাণী চাহিদা পূরণের জন্য পরিবেশ করে নেবে। স্বাভাবিক উপায় না পেলে ভিন্ন উপায়ে যাবে, কাউকে না পেলে নিজে নিজেই, কিন্তু যাবেই। এটাই প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক। তবে অন্যান্য প্রেষণা/চাহিদার মতো, এটাও হতে হবে লাগামওয়ালা, নিয়ন্ত্রিত, সীমা-নিরুপিত ও ভদ্রোচিত।

১.২ কন্ট্রোলরুম

শুরুতে মনোজগতের এক গোপন কুঠুরির কথা আপনাদেরকে বলেছিলাম। যাকে ব্যক্তি সজ্ঞানে আড়াল করে চলে। এমনিতেই মনোজগৎ একটি গুপ্ত বিষয়। তার মাঝে যৌন-মনোজগৎ আরও গোপনীয়। সেই গহীন যৌন-মানসেরও গহীনে গিয়ে দেখা মেলে আরেকটি কন্ট্রোলরুমের, যার নাম—যৌন-প্রতীকবাদ বা সেক্সুয়াল সিম্বোলিজম। সিম্বলিজম কী চিজ সেটাতে পরে আসছি, আগে দেখি সিম্বল কী। সিম্বল শব্দের অর্থ প্রতীক। যৌন-মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, যা ব্যক্তির মাঝে যৌনকাজে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং সে যে জিনিসের দ্বারা যৌনকাজে উদ্‌বুদ্ধ হয় (Turn on) সেটিই তার জন্য যৌন-প্রতীক বা সিম্বল। সেই জিনিসটি তার যৌন-প্রেষণাকে (motivation) নিয়ন্ত্রণ করে । ফ্রয়েডের বিখ্যাত মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব (psychoanalytic postulate) অবশ্য আমাদের বলে যে শুধু যৌন-বিষয় না, যৌন-সিম্বলিজম আমাদের অজান্তেই আমাদেরকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত আচরণের দিকে তাড়িত করে। (supported the psychoanalytic postulate that sexual symbolism unconsciously motivates an observer toward goal-directed behavior)। মানে আমরা কী আচরণ করব তা ঠিক করে দেয় আমাদের কাম-প্রবৃত্তি, এবং আরও স্পষ্ট করে বললে 'আমাদের সিম্বলিজম'।

SAGE Journals প্রকাশিত দ্বিমাসিক পিয়ার রিভিউড জার্নাল *Psychological Reports*-এ একটা রিসার্চ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।[১৩] Hofstra University-র

---

[১৩] *Psychological Reports*, Volume 64 Issue 3_suppl, June 1989
http://journals.sagepub.com/doi/10.2466/pr0.1989.64.3c.1131

William J. Ruth এবং New Rochelle, New York-এর Harriet S. Mosatche এবং Passaic County Community College-এর Arthur Kramer-এর প্রাপ্ত ১৯৮৫ টি ডেইটা ফলো-আপ করে বেরিয়ে আসে আমি এতক্ষণ যা বললাম। তারা ক্রেতার ক্রয় করার ইচ্ছার ওপর সেক্স সিম্বলের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন। মদের কিছু বিজ্ঞাপনে তারা যৌন-সিম্বল রাখেন যা যৌনমিলনকে রিপ্রেজেন্ট করে, আর কিছু বিজ্ঞাপন রাখেন সিম্বলিজম ছাড়া। দেখা গেছে ক্রেতারা সব সময় যৌন-সিম্বলযুক্ত পণ্য কিনতে আগ্রহী হয়েছে। এই রিসার্চটি ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বকে সাপোর্ট করেছে। কেনাকাটার মতো অযৌন-বিষয়েও যৌন-সিম্বল প্রভাব ফেলছে।

তবে ফ্রয়েড যেমন দাবি করেছেন, মানুষের সব চিন্তাভাবনা ও আচার-আচরণই যৌনতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এটা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যৌন-অনুভূতি ব্যক্তি-চরিত্রের একটা শক্তিশালী নিয়ামক তা আজ সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত।[১৪] অন্যান্য আচরণ বাদ দিলেও, বিশেষ করে যৌনজীবন যে যৌন-সিম্বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সামনের আলোচনাগুলোতে মানুষের যৌনমানস ও যৌন-আচরণ দুটোকে একসাথে 'যৌন-কাঠামো' (মন+আচরণ) বলব।

কোনো ব্যক্তির পুরো যৌন-কাঠামোটিকে নিয়ন্ত্রণ করে তার সিম্বল। প্রথমদিকের গবেষকগণ মানুষের যৌন-জীবনের একটিই কাঠামো হতে পারে বলে বিশ্বাস করতেন—যার জন্য তারা এর নামকরণও করেননি, একটাই তো। এবং মনে করা হতো, ব্যক্তি সহজাতভাবেই এই কাঠামোটিকে আবিষ্কার করে নেবে বড়ো হলে, শিখিয়ে দেবার দরকার নেই। কিন্তু পরবর্তী গবেষকদের বিস্তৃত অনুসন্ধানে উঠে আসে এক বিশাল মহাসাগর। তাঁরা বলতে বাধ্য হন— মূলত পৃথিবীতে যতজন মানুষ আছে, যৌন-জীবনের ঠিক ততগুলোই কাঠামো রয়েছে।[১৫] প্রতিটি মানুষের যৌন-কাঠামো ইউনিক, একদম ভিন্ন ভিন্ন। কাছাকাছি হলেও হুবহু এক হয় না কখনোই। এর কারণ হলো, প্রত্যেকের সিম্বল ভিন্ন, যৌন-আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ভিন্ন, ফলে যৌন-চিন্তাও ভিন্ন ভিন্ন।[১৬] আসুন দেখি কতটা ভিন্ন, এটা কি অলিগলি নাকি গোলকধাঁধাঁ? এমনও সম্ভব?

---

[১৪] মন ও মনোবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা : ১৪৮

[১৫] The Psychology of Sex, Havelock Ellis, পৃষ্ঠা : ১২৬

[১৬] 'যৌন-কাঠামো ইউনিক, ভিন্ন ভিন্ন' মানে এই না যে, সব কাঠামোই স্বাভাবিক ও অনুমোদনযোগ্য। কারও যৌন-সিম্বল শিশু হলে সেটা মেনে নেওয়া হবে না, স্বাভাবিকও বলা হবে না। কোন কোন শর্তে যৌন-সিম্বল 'বিকৃত' বলে অভিহিত হবে তা সামনে আসছে।

১.৩ অলিগলি

স্ত্রীর পা দেখে কামার্ত হওয়া যতটা স্বাভাবিক ও সুন্দর, যে-কোনো নারীর পা দেখে কামার্ত হওয়া তার থেকে একটু 'কেমন যেন' হলেও স্বাভাবিক। কিন্তু কারও সিম্বল যখন শিশু বা পশু, তা তখন বিকৃতির মধ্যে চলে গেল। এগুলো সবই সিম্বল। একজনের জন্য যা সিম্বল, আরেকজনের জন্য তা কিছুই না, বা হাস্যকর। স্তন কমবেশি সব স্বাভাবিক পুরুষের জন্যই সিম্বল, কিন্তু জুতো সবার জন্য সিম্বল না। চুল কারও উত্তেজনার সূচনা, কারও কাছে কিছুই না। নিজ স্ত্রীর পোশাক বা অন্তর্বাস দেখে কাম জাগতে পারে, আবার সব নারীর পোশাক দেখেও উত্তেজনা আসতে পারে; কিংবা পোশাক না, জাস্ট থানকাপড় বা ফেব্রিক দেখেও (সিল্ক, সাটিন, ল্যাটেক্স, ফার) কামভাব আসতে পারে কারও। এগুলোর কিছু স্বাভাবিক মিলনে সহায়ক, যেমন : স্ত্রীর পোশাক দেখে মিলনের আগ্রহ আসা। স্ত্রীর পোশাকই যদি স্ত্রীকে বাইপাস করে ফেলে মুখ্য আকর্ষণ হয়ে যায় তা হয়ে পড়ে অস্বাভাবিক। এভাবে একদম নির্দোষ সিম্বলও হয়ে যেতে পারে বিকৃতির কারণ। এবার দেখি সিম্বলিজম কী। সিম্বোলিজম হলো একটা এমন অবস্থা যখন, যৌনতার পুরো মানসিক প্রক্রিয়াটা সংকুচিত হয়ে আসে বা সরে আসে **এমন জিনিস/ বিষয়/ কাজের দিকে (প্রতীক)** যা মিলনের শুরুতে সীমাবদ্ধ থাকার কথা বা সেক্সবহির্ভূত কিছু।[১৭]

কোনো মানুষই এই সিম্বলের বাইরে না। সিম্বল একটা ব্যাপক টার্ম। 'যা-কিছু' মানুষের যৌন-আগ্রহের সুইচ হিসেবে কাজ করে সবই সিম্বল। সেটা অতিস্বাভাবিক প্রেমের প্রতিফলন হতে পারে, আবার অত্যন্ত ভয়াবহ যৌন-বিকৃতিও হতে পারে। কেবল 'সুস্থ যৌন-অনুভূতির **সূচনাকারী**' (যেমন স্ত্রীর পা) এবং 'মিলনের **সহায়ক**' (স্ত্রীর পোশাক) হতে পারে, আবার 'সুস্থ যৌনমিলনের **বিকল্পও**' হয়ে দাঁড়াতে পারে।। বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে যদি কী কী জিনিস প্রতীক হতে পারে তা আগে দেখে নিই।

সুবিধার জন্য ৩ টি প্রধান শ্রেণীতে আমরা সিম্বলগুলোকে ভাগ করে নেব :[১৮]

১. জীবন্ত/শারীরিক :

ক. স্বাভাবিক : হাত, পা, স্তন, নিতম্ব, কেশ, গায়ের গন্ধ, লালা, ঘাম, যৌনকেশ।

খ. অস্বাভাবিক : খোঁড়া, কুঁজো, প্রস্রাব, পায়খানা, বসন্তের দাগ, শিশু, বয়স্ক, সমলিঙ্গ, মৃতদেহ, পশু।

---

[১৭] The Psychology of Sex, Havelock Ellis, পৃষ্ঠা : ১২৭

[১৮] The Psychology of Sex, Havelock Ellis, পৃষ্ঠা : ১২৯

২. জড় পদার্থ :

ক. মানুষের সাথে সম্পর্কিত : হাতমোজা, জুতো, রুমাল, অন্তর্বাস, চশমা।

খ. মানুষের সাথে সম্পর্কহীন : মূর্তি

৩. কার্য ও প্রবণতা :

ক. সক্রিয় : অত্যাচার করা, নিষ্ঠুরতা, যৌনাঙ্গ প্রদর্শন, চুরি করা, অঙ্গচ্ছেদ, হত্যা।

খ. নিষ্ক্রিয় : নির্যাতিত হওয়া, সুগন্ধ ও কণ্ঠ শোনা।

গ. দৃশ্যের প্রতি আকর্ষণ : পোশাক পরিবর্তন, মলমূত্রত্যাগ, জানোয়ার মৈথুন।

অনেকে ভাবছেন কীসব বাকওয়াস শুরু করেছি। না বন্ধু এগুলো আসলেই বাস্তবে রয়েছে।

- ডার্কওয়েবে গেলে দেখবেন হাজার হাজার টেরাবাইট চাইল্ড-পর্ন। এগুলো কারা দেখে?
- পর্নোসাইটে শতশত ল্যাটেক্স, স্প্যান্ডেক্স, লেগিংস, জিন্স, সিল্ক, সাটিন, ফার ফেটিশ পর্ন আমার কথার বাস্তবতাকে প্রমাণ করে।
- পশুর সাথে সেক্স করাকে বলা হয় Bestiality. হাজারও ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘোড়া-কুকুর-শূকর- ছাগলের। এগুলো কেউ-না-কেউ তো দেখে।
- যৌনসঙ্গীকে প্রহার, ব্যথা দেওয়া, ছ্যাঁকা দেওয়া, কেটে দেওয়া এবং এর ফলে কামোত্তেজনা অনুভব করাকে বলে Sadism.
- আর নিপীড়িত হয়ে যে কাম অনুভব করে সেটাকে বলে Masochism.
- নিজ লিঙ্গ আরেকজনকে দেখিয়ে উত্তেজনা আসাকে বলে Exhibitionism.
- মৃতদেহের সাথে মিলনেচ্ছাকে বলে Necrophilia, যেখানে মৃতদেহের শীতলতা কাম জাগিয়ে তোলে। ডার্কওয়েবে ছড়িয়ে আছে এসব পর্ন ভিডিও, কোথায় চলে গেছে পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের ধারণাই নেই।
- পায়ুমিলনের ফলে এক পর্যায়ে বেরিয়ে আসে রেক্টাম (Prolapse), এটিও কিছু মানুষ আছে যারা উত্তেজিত হয় দেখে, একে বলে Rosebudding.
- সেক্সের শেষে পায়খানা বা পেশাব করে দেয় সঙ্গী, সেগুলো গায়ে মেখে বা খেয়ে উত্তেজনার নির্বাপিত হয় কারও। একে বলে Coprophilia. কী, খারাপ লাগছে শুনতে? পর্নসাইট এসবে ভর্তি। এগুলোই মানবমনের অলিগলি, যার শেষে নর্দমা আর ডাস্টবিনের পচা গন্ধ।
- হাজারও ভিডিও রয়েছে Footjob-এর যারা পা দেখে কামার্ত হয় তাদের জন্য।

- কিংবা Hairjob, চুলের প্রতি যাদের আকর্ষণ তাদের জন্য।
- লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে দেখে উত্তেজিত হওয়াকে বলে Voyurism
- আর কাউকে পেশাব করতে দেখে উত্তেজিত হওয়াকে Uranism বলে।
- ফেসবুকেই আছে বহু আইডি যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক দিয়ে উত্তেজনা প্রশমন করে ভিডিও দেয়। কিংবা পিছন থেকে মহিলাদের হাঁটা ভিডিও করে।
- কেউ আছে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে কামের শীর্ষে চলে যায় (Transvestism)। এগুলো অধিকাংশই আমরা পড়েছি ফরেনসিক মেডিসিনে।
- কিছুদিন আগে আমরা ফেসবুকে দেখলাম এক লোক বাসে নারীদের পোশাক কেটে আনন্দ পায়।
- বহু আইডি আছে যারা মেয়েদের চকচকে বোরকার ছবি কালেক্ট করে, বোরকার বা পোশাকের শাইন/ গ্লস দেখে উত্তেজিত হয়। যাবেন কোথায়?

বিচ্যুতি বাদ দিলেও 'স্বাভাবিক যৌনচর্চার' (normal range) মাঝেই রয়েছে অগণিত প্রকারভেদ। ফ্রয়েডীয় ঘরানার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস। তাঁর ৭ খণ্ডের বই *Studies in the Psychology of Sex.* এই বিশাল কিতাবের সংক্ষেপায়ন *The Psychology of Sex*-এ তিনি বলেন, শরীর থেকে নিয়ে জড়বস্তু পর্যন্ত যৌন-সিম্বলের সংখ্যা যে কত, তার বাস্তবে কোনো সীমা নেই[১৯] তবে কতক্ষণ অবধি আমরা এগুলোকে স্বাভাবিক বলব? তাঁর মতে ২ টি শর্ত পেলে আমরা সিম্বলিজমকে বিচ্যুতি বলব :

১.

যখন সিম্বলের প্রতি আকর্ষণ এতটাই গভীর হয়ে যায় যে, যৌনসঙ্গমের 'মূল কাজ' করার (Penetration) ইচ্ছাটা গৌণ করে দেয় (replace the desire of the central act of sex-union)।[২০] যেমন স্ত্রীর পোশাক বা অন্তর্বাস যৌনমিলনে আগ্রহ উদ্দীপক হতে পারে, কিন্তু স্ত্রীকে রেখে তার পোশাকই যদি মূল আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে সেটা বিকৃতির সীমায় চলে গেল।

২.

স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকার জন্য সমস্ত যৌন-আচরণগুলোর জন্য এটা আবশ্যক যে, সেগুলোর মধ্যে কোনো-না-কোনো পর্যায়ে প্রজননকর্মটা দিয়ে সমাপ্তি হয়, যার জন্যই সেক্সের অস্তিত্ব (all variations must at some point include the procreative end for which sex exists)।

---

[১৯] The Psychology of Sex, Havelock Ellis, পৃষ্ঠা : ১৪২

[২০] পৃষ্ঠা : ১২৩, প্রাগুক্ত।

এমন কার্যকলাপ অস্বাভাবিক বলে মনে করা যেতেই পারে যাতে প্রজনন আদৌ সম্ভব নয়। এগুলোই বিচ্যুতি বা যৌনবিকৃতি (deviation)।[২১]

যেমন সমকাম বা পশুকাম, এখানে প্রজননকর্ম অনুপস্থিত। মৃতকাম ও শিশুকামও একই ফর্মুলায় এসে যায়, শিশুমৈথুনকে প্রজননকর্ম বলা যায় না। আবার স্ত্রীর পায়ের ব্যবহার দিয়ে শুরু হতে পারে, বা অন্তর্বাস দিয়ে শুরু হলেও শেষটা হবে মিলন দিয়ে। শুধু পায়ে বা অন্তর্বাসে আটকে থাকার অভ্যাস হয়ে গেলে, এবং এটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ালে বিকৃতি হলো। মোদ্দা কথা ওই যৌনকর্ম শুরু যে সিম্বল দিয়েই হোক তাতে 'প্রজননকর্ম' শামিল থাকতে হবে, এবং অটোমেটিক্যালি প্রজননকর্ম মানেই সঙ্গী জীবিত 'নারী-পুরুষ' ছাড়া অন্যকিছু হবার সুযোগ নেই এ সংজ্ঞায়।

তাঁর মতে, যৌন-আবেগের বিচ্যুতিসমূহের মধ্যে অসংখ্য প্রকারভেদ আছে, আর প্রতিটা প্রকারের সীমাও ব্যাপক। সীমার এক প্রান্তে আমরা পাই নির্দোষ ও সুখকর আকর্ষণ; যেমন : প্রেমিকার হাতমোজা ও চপ্পলের প্রতি প্রেমিকের আকর্ষণ। এ ধরনের আকর্ষণ মার্জিত ও সুস্থতম মস্তিষ্কের ব্যক্তিটিও অনুভব করতেই পারে। আরেক প্রান্তে আমরা পাই খুনি হামলা, যার তুলনা হতে পারে রসু মিয়া 'জ্যাক দ্য রিপার'। বিচ্যুতির সংজ্ঞায় এই পুরোটাই (from harmless mania to murderous outrage)। সব বিকৃতিই শুরু হয়েছে নির্দোষ আকর্ষণের স্বাভাবিকতা দিয়ে, শুরুর সময় তারা সবাই স্বাভাবিকতার সীমায়ই ছিল (at one end they all come within the normal range)।[২২]

১.৪ প্যারাফিলিয়া

সিম্বলিজম থেকে যৌন-বিচ্যুতি, যৌন-বিচ্যুতি থেকে প্যারাফিলিয়া। *Diagnostic and Statistical Manual,* 4th edition (DSM-IV) অনুসারে[২৩], কমপক্ষে ৬ মাস ধরে বারংবার প্রবল যৌন-উত্তেজক ফ্যান্টাসি বা কোনো প্যারাফিলিক/যৌন-বিচ্যুত আচরণের তাড়না অনুভব করা যা ব্যক্তির সামাজিক, পেশাগত ও দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য জরুরি কাজে **এতটা বাধা ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যে তা চিকিৎসার দাবি রাখে** (clinically significant); তা হলে একে প্যারাফিলিয়া বলে। ২০০০ সালে

---

[২১]পৃষ্ঠা : ১২৬, প্রাগুক্ত।

[২২] পৃষ্ঠা : ১৩০, প্রাগুক্ত।

[২৩] 4th ed. Washington DC: American Psychiatric Association; 1994. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

এই সংজ্ঞায় যোগ হয়, রোগী নিজে কষ্ট না পেতে পারে, **রোগীর দ্বারা 'ইচ্ছুক নয় এমন অন্য কেউ' কষ্ট পেলে,** তাও প্যারাফিলিয়া বলে গণ্য হবে। *International Classification of Diseases,* 10th revision-এ আরেকটু বেশি বলা আছে, যৌন-উত্তেজনা ও তৃপ্তির জন্য যেসব প্যারাফিলিক আচরণ করা হয়, সবই এর অন্তর্গত।[২৪] আমরা শুধু দেখব মানুষের যৌনজগৎ কোন কোন বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হতে পারে। মূল আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক না হওয়ায় 'প্যারাফিলিয়া'-র গভীরে যাচ্ছি না, গেলে আলোচনার খেই ছুটে যাবে।

আসুন একটু সাহস করে দেখে ফেলি কী কী আচরণ এই প্যারাফিলিয়ার আওতায় পড়ে:[২৫] সিটবেল্ট বেঁধে নিন।

Paraphilia	কাম উত্তেজনার কেন্দ্র
Abasiophilia	পঙ্গু অচল ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ
Acrotomophilia	কাটা অঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি
Agalmatophilia	মূর্তি বা ম্যানিকুইন (পোশাকের দোকানের পুতুল)
Algolagnia	যৌন-অঙ্গগুলোতে ব্যথা পেয়ে কাম
Andromimetophilia	মেয়েলি পুরুষ দেখে
Anililagnia	বয়স্ক মহিলাদের প্রতি
Anthropophagolagnia	ধর্ষণের পর নরমাংস খেয়ে যৌনতৃপ্তি
Anthropophagy	নরমাংস খাওয়া
Apotemnophilia	নিজের অঙ্গ কেটে
Asphyxiophilia	নিজের দম বন্ধ করে
Attraction to disability	শারীরিক অক্ষমতার প্রতি যৌন-আকর্ষণ
Autagonistophilia	স্টেজে বা ক্যামেরার সামনে গেলে যৌন-উত্তেজনা আসে
Autassassinophilia	নিজেকে মৃত্যু ঝুঁকিতে ফেলে যৌনতৃপ্তি
Auto-haemofetishism	নিজের রক্ত বের করে রক্ত দেখে

[২৪] Geneva: WHO; 1992. World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic guidelines

[২৫] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paraphilias
https://www.issm.info/sexual-health-qa/what-are-paraphilias/
https://www.webmd.com/sexual-conditions/guide/paraphilias-overview#1

Autoerotic asphyxiation	নিজের দম বন্ধ করে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় যৌনতৃপ্তি বেশি পায়
Autogynephilia	নিজেকে মহিলারূপে কল্পনা করে
Autonepiophilia	নিজেকে শিশুরূপে কল্পনা করে
Autopedophilia	নিজেকে বালকরূপে চিন্তা করে
Autoplushophilia	নিজেকে পশুরূপে কল্পনা করে
Autovampirism/Vampirsm	নিজের রক্ত বের করে রক্ত খেয়ে চরমানন্দ
Autozoophilia	নিজেকে পশু বা অর্ধমানব অর্ধপশু কল্পনা করে
Biastophilia/ Raptophilia	**ধর্ষণ করে, জবরদস্তি করে বেশি উত্তেজনা আসে**
Capnolagnia	ধূমপান করে যৌন-চরমানন্দ
Chremastistophilia	নিজেকে ঝুলিয়ে রেখে কাম
Coprophilia/ scatophilia/ fecophilia	পায়খানা দেখে/ খেয়ে
Dacryphilia	**চোখের পানি বা কান্না দেখে কাম**
Dendrophilia	গাছ দেখে কাম
Diaper fetishism	ডায়াপার দেখে
Emetophilia	বমি দেখে কাম
Eproctophilia	বায়ু নিঃসরণে কাম
Erotic asphyxiation	**নিজেকে বা অন্যকে দম বন্ধ করে**
Erotophonophilia/ dacnolagnomania	**খুন করে কাম**
Exhibitionism	নিজের যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করে
Feederism	খেয়ে, খাইয়ে ও মোটা হয়ে
Formicophilia	গায়ের ওপর পোকা চলাফেরা করলে উত্তেজনা বাড়ে
Forniphilia	ফার্নিচারকে মানুষ কল্পনা করে।
Frotteurism	**অপরিচিত কারও গায়ে লিঙ্গ ঘষে**
Gerontophilia	বয়স্ক লোকদের প্রতি
Gynandromorphophilia/ Gynemimetophilia	পুরুষালি মেয়েদের প্রতি
Hematolagnia	রক্ত দেখে বা খেয়ে

Homeovestism	নিজেই নিজের পোশাক পরে
Hoplophilia	বন্দুক দেখে কাম
Hybristophilia	**অপরাধ করে**
Infantophilia	৫ বছরের কম বয়সী শিশু
Kleptophilia	চুরি করে কাম
Klismaphilia	পায়ুপথে অ্যানেমা নিয়ে
Lactophilia	বুকের দুধ দেখে
Liquidophilia	তরল পদার্থে যৌনাঙ্গ ডুবিয়ে
Macrophilia	দানবাকৃতি দেখে
Maschalagnia	বগলের প্রতি কাম
Masochism	কষ্ট পেয়ে, অপমানিত হয়ে উত্তেজিত হয়
Mazophilia	স্তনের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ যা স্বাভাবিক সেক্সের চেয়ে বেশি
Mechanophilia	গাড়ি বা মেশিনপত্র দেখে
Melolagnia	মিউজিক শুনে চরমানন্দ
Menophilia	মাসিক রজঃপাতের প্রতি যৌন-আকর্ষণ
Metrophilia	কবিতা শুনে কাম
Morphophilia	বিশেষ দেহ গড়নের প্রতি
Mucophilia	শ্লেষ্মা দেখে ও মেখে
Mysophilia	ময়ালা দেখে উত্তেজিত হয়
Narratophilia	গালি দিয়ে বা গালি শুনে
*Nasophilia**	*নাকের প্রতি কাম আকর্ষণ*
Necrophilia	মৃতদেহের প্রতি কাম
Objectophilia	কোনো জড়বস্তু
*Oculophilia**	*চোখের প্রতি যৌন-আকর্ষণ*
Olfactophilia	শরীরে গন্ধে কাম
Omorashi	প্রস্রাবের প্রচণ্ড চাপে উত্তেজিত হয়, এবং আরেকজনের গায়ে পেশাব করে বা নিজের ওপর পেশাব নিয়ে
Paraphilic infantilism	নিজে শিশুর মতো সেজে উত্তেজনা আনে

*Partialism**	*যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্য অঙ্গের প্রতি যৌনাঙ্গের চেয়ে বেশি আগ্রহ*
Pedophilia	শিশুদের প্রতি আকর্ষণ যারা এখনও বয়ঃসন্ধিকাল পেরোয়নি
Pedovestism	বাচ্চাদের মতো সেজে
Peodeiktophilia	নিজের পুরুষাঙ্গ দেখানো
Pictophilia	স্থিরচিত্রের প্রতি আকর্ষণ সেক্সের চেয়ে বেশি
Piquerism	ছুরিকাঘাত করে বা কারও দেহে ছিদ্র করে সেক্সের মতো মজা পায়
Plushophilia	খেলনা প্রাণী নিয়ে চরমানন্দ
*Podophilia**	*পায়ের প্রতি যৌন-আকর্ষণ*
Pygophilia	নিতম্বের প্রতি আকর্ষণ সেক্সের চেয়ে বেশি
Salirophilia	আরেকজনের গায়ে ময়লা দিয়ে
Sexual fetishism	জড় জিনিসের প্রতি
Sexual sadism	**কাউকে ব্যথা দিয়ে**
Somnophilia	ঘুমন্ত মানুষ দেখে উত্তেজনা
Sophophilia	জ্ঞানের প্রতি উত্তেজনা
Sthenolagnia	পেশির প্রতি
Stigmatophilia	ট্যাটু দেখে কাম
Symphorophilia	দুর্ঘটনা দেখে
telephonicophilia/ scatophilia	অপরিচিতকে ফোন কল করে অশ্লীল কথা বলে
Teratophilia	বিকৃত মানবদেহের প্রতি
Toucherism	**অপরিচিত কাউকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে**
Toxophilia	তিরন্দাজি দেখে
transvestism	নিজে বিপরীত লিঙ্গের কাপড়চোপড় পরে
Transvestophilia	বিপরীত লিঙ্গের কাপড়চোপড় পরেছে এমন কাউকে দেখে
*Trichophilia**	*চুলের প্রতি কাম*
Troilism/ Cuckoldism	নিজের স্ত্রীকে আরেকজনের সাথে সেক্স করতে দেখে উত্তেজিত হয়।

Urolagnia	প্রকাশ্যে মূত্রত্যাগ করে যৌন-আনন্দ
Vorarephilia	এক প্রাণী আরেক প্রাণীকে খাচ্ছে, এটা দেখে যৌন-উত্তেজনা
Voyeurism/scopophilia/scoptophilia	কারও অজান্তে তাকে উলঙ্গ দেখা বা সেক্স করতে দেখা
Wet and messy fetishism	ময়লা দেখে বা মেখে
Zoophilia	পশুর প্রতি কাম
Zoosadism	পশুকে কষ্ট পেতে দেখে কামোত্তেজনা

আবার আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই ফার্মগেট ওভারব্রিজের ওপরে। হাজার হাজার মানুষ। কর্মব্যস্ততায় যাদের এসব নিয়ে ভাবার ফুরসতই নেই বলে মনে হয়। অথচ প্রত্যেকের আছে একটা মন যার কোনো সংজ্ঞা নেই, যা দুজনে কখনও এক না। সেই মনের আছে একটা গোপন গহীন কুঠুরি, কন্ট্রোল-রুম, সিম্বোলিজম। হাজার হাজার মানুষের হাজার হাজার সিম্বোলিজম। কেউ কারোটা জানে না, অনেক সময় ব্যক্তি নিজেও ততটা ওয়াকিবহাল থাকেন না। হাজার হাজার মেন্টাল সেট-আপ। যেগুলো জানা সম্ভব না, সাজানো সম্ভব না, সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না, নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। কে সিম্বোলিজমের কোন বিচ্যুতিতে কোন পর্যায়ে আছে জানা সম্ভব না।

আপনার মনে হতে পারে আমি বাড়িয়ে বলছি। এই হাজার হাজার মানুষ কি আর খারাপ নাকি? এদের সবাই কি ধর্ষক নাকি? এভাবে ভাবলেই তো দুনিয়াতে চলাই যাবে না। এই প্রশ্নের জবাব একটু পরে দিচ্ছি। মনে রাখবেন, নিতান্ত সহজ সরল আঁতেল ছেলেটারও আছে মনের একটা গহীন কুঠুরি। আপনার সবচেয়ে কেয়ারিং ছেলে বন্ধুটারও (বয়ফ্রেন্ড না) আছে একটা সিম্বল। আপনার পাশের বন্ধু বা সহকর্মীটি আপনার কোন জিনিস নিয়ে ফ্যান্টাসিতে আছে আপনি জানেন না। আপনার নিকটাত্মীয়ের একটা মন আছে, যার নেই কোনো সংজ্ঞা, নেই কোনো পূর্বাভাস বা প্রেডিকশান। প্রেষণা সবার আছে, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ করাকেই আমরা মনুষ্যত্ব বলি, তা পূরণ করাকে নয়। কিন্তু একটা প্রেষণা নিয়ন্ত্রণে আছে বলেই যে তা সব সময়ই নিয়ন্ত্রণেই থাকবে ব্যাপারটা কি তা-ই? না, পরিবেশভেদে ও পরিস্থিতিভেদে আপনার আমার প্রেষণাও লাগাম ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। কী সেই পরিবেশ আর কী সেই পরিস্থিতি সে বিষয়ে একটু পরে আসছি।

ফ্যাক্টর ২ : নির্জনতা

এ এক অন্য দুনিয়া। এখানে আইন চলে না। আইন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু চিন্তাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে না। অথচ এই চিন্তাপ্রবাহ-ই নিয়ন্ত্রণ করে আচরণকে। আইনের কারণে সে হয়তো সবার সামনে নিজের প্রেষণা পূরণ করছে না। কিন্তু তাই বলে আইন তো তার মেন্টাল সেট-আপ বদলে দিতে পারেনি। সুতরাং,

- যেখানে আইন নেই,
- যেখানে আইনের পৌঁছানোর সুযোগ নেই বলে তার মনে হবে,
- কিংবা যেখানে চক্ষুই নেই যে চক্ষুলজ্জা থাকবে,
- বা যখন সে মনে করে যে কেউ দেখার নেই, লুকিয়ে নিজের কাজ করতে পারবে, ধরা পড়বে না;

তখন সে বেরিয়ে আসে, তীব্র প্রেষণা তাকে তাড়িত করে। প্রেষণার সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি, যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্দেশ্য পূরণ না হয় ততক্ষণ প্রেষণা চলতে থাকে। সে যেভাবেই হোক নিজের মেন্টাল সেট-আপের অনিবার্য তাড়নাকে প্রশমিত করবে।

এক্ষেত্রে হয়,

- আগে থেকেই নির্জন থাকবে, উদ্দীপক নিজেই স্বেচ্ছায় (ডেটিং রেপ)
- বা পরিস্থিতির কারণে নির্জন, ভিকটিম অ্যাক্সিডেন্টালি এসে পড়বে। (চলন্ত বাসে ধর্ষণ)
- বা সে অপহরণের মাধ্যমে উদ্দীপককে নির্জন জায়গায় নিয়ে যাবে। (পোড়োবাড়ি, ক্ষেত)

University of Missouri-র মনোবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক Zoë D. Peterson সাহেব ১২০ জন ১৮-৩০ বছর বয়েসী পুরুষের ওপর জরিপ করেন। তিনি পান, এরা যারা মোটামুটি নিশ্চিত যে রেপ করার পর শাস্তি এড়িয়ে পার পেয়ে যাবে, তাদের যৌন-ভায়োলেন্সের সম্ভাবনা বেশি। (those who felt sure they could get away with rape without punishment were more likely to report they used coercive behavior.)[২৬] অর্থাৎ হয় এরা নির্জনে পেয়ে গেছে, অথবা কিডন্যাপ করে নির্জনে নিয়ে গেছে। যেখানে আইন পৌঁছবে না বলে তারা মনে করেছে।

---

[২৬] https://universe.byu.edu/2017/03/07/psychologists-explain-why-men-rape-women1/

১৯৮৭ সালে ৩১৮৭ জন কলেজপড়ুয়া মেয়েদের এক জরিপে দেখা যায় তাদের ১৫% ধর্ষিতা হয়েছে। এখন এই হার আরও বেশি। ধর্ষিতাদের ৫৬% জানিয়েছে যে, ডেটিং-এ গিয়ে তারা রেপড হয়েছে। *নিউইয়র্ক টাইমস*কে জানিয়েছেন University of Arizona Medical School-এর মনস্তত্ত্ববিদ Dr. Mary Koss. দেখা যাচ্ছে এরা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে নির্জনে প্রেজেন্ট করেছে।[২৭]

ফ্যাক্টর ৩ : উদ্দীপক

উদ্দীপক আর উত্তেজক এক না। শিশুকামীর জন্য ছোটো শিশু উত্তেজক। সে বেছে বেছে শিশুই খোঁজে, শিশুই তার প্রথম চয়েস। আর একজন নর্মাল ধর্ষকের জন্য শিশু উত্তেজক নয়, তবে উদ্দীপক হতে পারে, একটা কিছু হলেই হয়। সে শিশুর জন্য তক্কে তক্কে থাকে না। মেন্টাল সেট-আপ অসহনীয় হয়ে ছিল, নির্জনে পেয়ে গেছে, এখন দরকার, কিছু একটা হলেই হয়।

আমি আগেই বলেছি ধর্ষণ সব সময় পরিকল্পিত না, কখনও কখনও ধর্ষকের জন্যও আকস্মিক (impulsive)। সে তখন আর নিজের মধ্যে নেই। সে তখন প্রবেশ করেছে অন্ধকুঠুরিতে। এখন তার প্রয়োজন, তার প্রেষণা। আগে থেকেই তার মাঝে মেন্টাল সেট-আপ অমন হয়ে ছিল। সেটা হতে পারে বিকৃত (শিশুকাম)। আবার হতে পারে স্বাভাবিক কিন্তু প্রচণ্ড অনিয়ন্ত্রিত (নির্জনে একটা শিশুই পেয়ে যাওয়া)। সামনের আলোচনাগুলোতে আরও ক্লিয়ার হবে আশা করি।

উদাহরণ হিসেবে এখানে পশ্চিমা দেশগুলোতে ‘কারাগারে ধর্ষণ’ (prison rape)-এর কথা বলা যায়। অধিকাংশ ধর্ষকই আসলে সমকামী না, কিন্তু কারাগারে তারা সমকামী ধর্ষণ করেছে। এবং ভিকটিমকে কারাগারে নারীর বিকল্প চিন্তা করেই কাজটা তারা করেছে বলে জানিয়েছে[২৮] (The vast majority of prison rapists do

---

[২৭]https://www.nytimes.com/1991/12/10/science/new-studies-map-the-mind-of-the-rapist.html

[২৮] ২০০১ সালে Human Rights Watch আমেরিকার prison rape-এর ওপর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে “No Escape : Male Rape in U.S. Prisons” নামে। যেখানে আমেরিকার জেলখানাগুলোর করুণ চিত্র উঠে আসে। https://www.hrw.org/reports/2001/prison/report4.html
এর ফলে আমেরিকান কংগ্রেসে ২০০৩ সালে The Prison Rape Elimination Act (PREA) পাশ হয়।

not view themselves as gay. Rather, most such rapists view themselves as heterosexuals and see the victim as substituting for a woman.))। অর্থাৎ যদিও তারা যৌনচিন্তায় সমকামী না, কিন্তু বহুদিন সেক্স ছাড়া থেকে থেকে চাহিদা এতটাই অনিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে চলে গেছে যে, কমবয়েসী বা নিজের চেয়ে ছোটো আকারের পুরুষকে 'নারী'-র বিকল্প ভেবে কামনা মিটিয়েছে। ওই মেন্টাল সেট-আপে পুরুষই হয়ে পড়েছে উদ্দীপক, যদিও তার মনোজগতে উত্তেজক হিসেবে 'পুরুষ' এর স্থান ছিল না।

তেমনি যদি নির্জনে পাওয়া যায়, তা হলে বোরকা-পরা-মেয়েও হতে পারে উদ্দীপক, যদিও সে উত্তেজক না। যদি নির্জনে পাওয়া যায়। মোদ্দা কথা নির্জনে পাওয়া যে-কোনো কিছুই মেন্টাল সেট-আপের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে উদ্দীপক হয়ে যেতে পারে যদিও তা উত্তেজক নয়। আবার এমন এমন জিনিস মেন্টাল সেট-আপ ভেদে উদ্দীপক হয়ে যেতে পারে যা আমাদের কাছে হাস্যকর বা চিন্তায়ও আসে না। যেমনটা আমরা সেক্স সিম্বোলিজমে দেখলাম। নর্মালি পশুকামী নয় এমন লোকের জন্যও হাঁস বা গরু হয়ে যেতে পারে উদ্দীপক, নির্জনে।

ধর্ষক কারা?

বিষয়টা আমরা আরও ভালোভাবে বুঝব যদি আমরা ধর্ষক কত প্রকার তা জেনে নিই। চলুন দেখি,

ধর্ষকের শ্রেণীকরণ :

Kent State-এর মনোবিদ্যার Associate Professor জনাব Gordon Nagayama Hall, Ph.D. শ্রেণীকরণ [১]	William F. McKibbin এবং Florida Atlantic University-এর আরও ৩ জন গবেষক General Psychology-তে ২০০৮ সালে [২]	Massachusetts Treatment Centre Rapist Typology: Version 3 (MTC : R3) সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য [৩]

টাইপ-১	এরা বিকৃত যৌন-উত্তেজনা (deviant sexual arousal) দ্বারা প্রভাবিত। নারীকে নির্যাতনের চিন্তা করে এরা উত্তেজিত হয়।	এরা সম্মতির সেক্সের চেয়ে জোরপূর্বক সেক্সে বেশি উত্তেজনা অনুভব করে। (বিশেষায়িত রেপিস্ট)	**Sexual rapist:** এরা আগে থেকেই যৌন-ফ্যান্টাসি ও প্রবল তাড়নায় ভোগে। প্যারাফিলিয়ায় আক্রান্ত। (সিম্বোলিজম বিচ্যুতি) **Sexually sadistic rapist** : এরা ভায়োলেন্ট। কষ্ট দিয়ে যৌন-পুলকের-শীর্ষতৃপ্তি খোঁজে।
টাইপ ২	চিন্তাগত ভুল বা ভুল ধারণার বশবর্তী (cognitive distortions or thinking errors)। এরা মূলত **'রেপ মিথ'**-এ বিশ্বাসী। যেমন: এটা মনে করে যে, মেয়েরা রেপ এনজয় করে। এ ধরনের মিথে বিশ্বাসী।	এরা বেশি বেশি সেক্সে আগ্রহী এবং নিজেকে খুব আকর্ষণীয় মনে করে। কেউ সেক্স প্রত্যাখ্যান করলে রাগান্বিত হয়। এরা ডেটিং-এ, ডিনারে বিল দিয়ে, যানবাহনের ভাড়া দিয়ে বিনিময়ে কিছু আশা করে। (উচ্চ মিলনসচেষ্ট ধর্ষক)	**Sexually non-sadistic rapist:** এরাও ফ্যান্টাসি ও প্রবল কামনাতাড়িত। তবে ভায়োলেন্ট না। সেক্স, নারী-পুরুষ নিয়ে ভুল ধারণার বশবর্তী
টাইপ-৩	নারীর প্রতি রাগ দ্বারা প্রভাবিত।	ব্রেক-আপ বা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে রাগান্বিত হয়ে জবরদস্তি সেক্স করে।(পার্টনার রেপিস্ট)	**Vindictive rapist:** শুধুমাত্র মেয়েদের প্রতি রাগ। সেক্স মেটানোর চেয়ে রাগ মেটানোই উদ্দেশ্য।
টাইপ ৪	স্বভাবগত অপরাধী। শৈশবে নির্যাতন নিগ্রহের শিকার, **স্বাভাবিক সম্পর্ক গঠনে অপারগতা** প্রভৃতি পাওয়া যায়। যৌন ও অযৌন অপরাধেরও প্রবণতা আছে।	নিম্ন আয়ের মানুষ, যারা আদৌ **কবে সঙ্গীনী পাবে ঠিক নেই।**	**Anger rapist:** রাগতাড়িত, আঘাতের সম্ভাবনা বেশি। অন্যান্য অপরাধেও জড়িত।

টাইপ ৫		এরা ধর্ষণ করে কারণ এরা **মনে করে শাস্তি এড়াতে পারবে।** যেমন যুদ্ধের সময়। (সুযোগসন্ধানী রেপিস্ট)	**Opportunistic rapist :** অপরিকল্পিত, আকস্মিকভাবে রেপ করে। রুচিগত সমস্যা নয়, **বরং পরিস্থিতি এদেরকে উস্কে দেয়—** গভীর রাত, একেলা মেয়ে, আশেপাশে কেউ নেই।

এই চার্টের ফুটনোটগুলো

১. https://www.psychologytoday.com/us/articles/199211/round-rapists

২.https://universe.byu.edu/2017/03/07/psychologists-explain-why-men-rape-women1/

৩. Marshall W, Laws D, Barbaree H, Knight Prentky R, editors. Handbook of Sexual Assaults: Issues, Theories and Treatment of the Offender. NY: Plenum; 1990. Classifying sexual offenders: The development and corroboration of taxonomic models; pp. 23–52.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3120994/

দেখুন, টাইপ-১ ছাড়া বাকিরা কিন্তু সবাই স্বাভাবিক যৌনতাবিশিষ্ট মানুষ। Boston University Medical School-এর মনোবিজ্ঞানের প্রফেসর Dr. Robert Prentky প্রায় ৩০০ সাজাপ্রাপ্ত ধর্ষকের চরিত্র বিশ্লেষণ করে কোন ধর্ষক কোন টাইপে পড়ে, তার একটা মোটামুটি চিত্র আমাদের সামনে দিয়েছেন। আসুন তার ফলাফলগুলো দেখা যাক :

- সুযোগসন্ধানী ২৩%, ডেটিং-এ যারা রেপ করে তারা এই ক্যাটাগরির।
- আগে থেকেই সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসিতে ভোগে এমন ২৫%, এরা ভাবে কোনো মেয়েকে রেপ করতে পারলে মেয়েটি তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে। এরা 'রেপ মিথে'
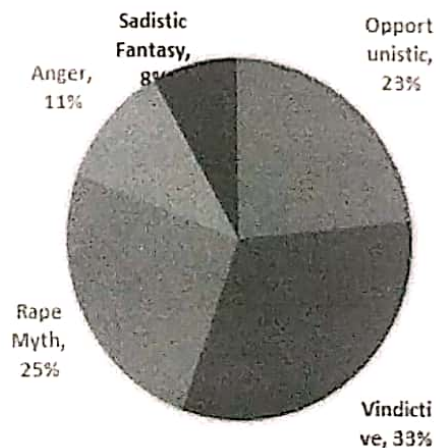
বিশ্বাসী।

- ৩২% ভিনডিকটিভ টাইপ, অর্থাৎ প্রতিহিংসাপরায়ণ। এরা মেয়েদের প্রতি কোনো কারণে রাগের বশবর্তী হয়ে রেপ করে।
- ১১% স্বভাবগত রাগী, সবার প্রতিই রাগী। এরা ভিকটিমকে দৈহিকভাবে আহত করে ফেলে।
- ৮% হলো একদম বিকৃতমনা, স্যাডিস্ট। এদের কাছে ভিকটিমের ভয় পাওয়াটাই বেশি উত্তেজনাকর (victim's fear is a sexual stimulus)।

আশ্চর্যের বিষয় হলো শেষের এই ৮% বাদে বাকি ৯২% ধর্ষকই স্বাভাবিক যৌন-আগ্রহ ও পছন্দবিশিষ্ট মানুষ। সুতরাং ধর্ষকেরা রুচিগতভাবেই পশু, এই বহুল প্রচলিত ধারণাটা প্র্যাকটিকালি ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। এই ৯২% সাধারণ মানুষ রুচিগত বিকৃতির কারণে না, বরং অন্য কোনো কারণে এমন অস্বাভাবিক আচরণ করেছে। এ পর্যায়ে আমরা প্রতিটি টাইপ এবং তার কারণ নিয়ে আলোচনা করব, এবং ক, খ, গ... এভাবে মার্ক করে রাখব, যাতে পরে পয়েন্ট ধরে ধরে সমাধান আলোচনা করতে পারি। এতক্ষণের পুরো আলোচনা স্মরণ করার অনুরোধ। আমরা এখন নেমেছি সমস্যা চিহ্নিত করতে। শ্রেণীকরণ ছকটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

টাইপ ১ – স্যাডিস্ট রুচি (৮%)

আমরা দেখেছি, এরা রুচিগতভাবে বিচ্যুত। ভিকটিমের ভীত, যন্ত্রণাময় চেহারা এদের যৌন-উত্তেজনা ও তৃপ্তিকে পূর্ণতা দান করে। অর্থাৎ এদের যৌন-সিম্বল হচ্ছে, কাউকে যন্ত্রণা দেওয়া, কষ্ট পেতে দেখা, স্যাডিজম। যেটা হ্যাভলক এলিসের মতে, বিচ্যুতির পর্যায়ে পড়ে। প্যারাফিলিয়া ছকের বোল্ড করা প্রকারগুলো দেখি চলুন :

Biastophilia/ Raptophilia	ধর্ষণ করে, জবরদস্তি করে বেশি উত্তেজনা আসে
Dacryphilia	চোখের পানি বা কান্না দেখে কাম
Erotic asphyxiation	নিজেকে বা অন্যকে দম বন্ধ করে
Erotophonophilia/ dacnolagnomania	খুন করে কাম

Frotteurism	অপরিচিত কারও গায়ে লিঙ্গ ঘষে
Hybristophilia	অপরাধ করে
Sexual sadism	কাউকে ব্যথা দিয়ে
Toucherism	অপরিচিত কাউকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে

এই প্রত্যেকটা মানসিকতার লোক হয় ধর্ষণ নয়তো যৌন-হয়রানিতে অভ্যস্ত, নাহলে এদের সুইচ-ই অন হবে না, কিংবা চরমানন্দেই পৌঁছতে পারবে না। আমাদের আশেপাশে কার কুঠুরিতে কী সাজানো তা জানার কি কোনো উপায় আছে? তা হলে কীভাবে আমরা এত নিশ্চিন্ত?

কেন একটা সিম্বলিজম বিচ্যুতি বা বিকৃতির পর্যায়ে চলে গেল? কী এর কারণ যার জন্য একজন মানুষের ভাবনা এতটা বিকৃত হতে পারে? চলুন দেখি কী কী কারণে সিম্বলিজম বিচ্যুত হয়ে নিজেই মানবমনের চালকের আসনে বসে যেতে পারে।

কারণ

হ্যাভলক এলিসের মতে,

> নিঃসন্দেহে **সময়ের পূর্বে যৌন-পরিপক্কতা** এই বিচ্যুতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় (Precocity is undoubtedly a condition which favours such deviation; a child who is precociously and abnormally sensitive to persons of opposite sex before puberty has established the normal channels of sexual desire is peculiarly liable to become the prey of a chance symbolism.)

তিনি আরও বলেন,

> ব্যক্তির মধ্যে এমন সিম্বোলিজম বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যেতে পারে। অল্প অনুভূতিশীল স্বাভাবিক প্রেমিকের তো এই বিষয়ে অনুভূতি একেবারেই হয় না। তবে **যৌন-বিষয়ে অধিক সচেতন (alert) এবং কল্পনাপ্রবণ (imaginative)** প্রেমিকের জন্য এগুলো উত্তেজনাকে সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা দেবার জন্য চমৎকার অংশ (fascinating part of highly-charged crystallization of passion)।[২৯]

অর্থাৎ যারা এসব বিষয় নিয়ে অতটা ভাবে না, অল্প অনুভূতি কাজ করে এসব ব্যাপারে, তাদের কোনো বিশেষ সিম্বলের প্রতি আগ্রহ আছে এটা তারা আদৌ টেরই পায় না। এতটাই কম মাত্রায় কাজ করে সিম্বলিজম তাদের ক্ষেত্রে। তবে যারা কল্পনায় যৌন-

[২৯] The Psychology of Sex, Havelock Ellis, পৃষ্ঠা : ১৪৭

বিষয়গুলো ভাবে তাদের জন্য সিম্বলগুলো হয়ে যায় উত্তেজনার অংশ, সিম্বল ছাড়া কামোত্তেজনা পরিপূর্ণতাই পায় না।

ওপরের দুটো কথা খুব ভালো করে লক্ষ করলে এই সিম্বোলিজম আমাদের মাঝে প্রবল হবার ৩ টি কারণ টের পাওয়া যায়।

১.

বয়স হবার আগেই যৌন-পরিপক্কতা এসে পড়া... [ক]। ফলে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণটা আগে আগেই এসে পড়ে। **যখন স্বাভাবিক কামনার প্যাটার্নটা সে আগে আগেই ধরে ফেলে, একটা পর্যায়ে সে নতুন কিছুর খোঁজে লেগে যায়**। স্বাভাবিক মানবসত্তার দাবি হিসেবে সে নতুন কিছুর প্রতি কৌতূহলী হয়। তৈরি হয় সিম্বোলিজম।

২.

যারা যৌন-বিষয়ে বেশি সচেতন, বেশি ভাবে এবং বেশি কল্পনাপ্রবণ, **যৌন-বিষয়গুলো নিয়ে বেশি বেশি কল্পনা করে, ফ্যান্টাসিতে ভোগে... [খ]** তাদের মাঝে এই সিম্বোলিজম স্পষ্ট হয়।

৩.

সিম্বোলিজমই একটা পর্যায়ে মূল বস্তুতে পরিণত হয়। একপর্যায়ে হয় বিচ্যুতি। হ্যাভলক অ্যালিস বলেন, প্রথমে এটা থাকে প্রেয়সীরই একটা মনোলভা বৈশিষ্ট্য, এরপর এটা গিয়ে দাঁড়ায় প্রেয়সীর আবশ্যক সাজ, এরপর প্রেয়সী নিজেই হয়ে পড়ে গৌণ, কেবল সিম্বল-ই পূর্ণ তৃপ্তি ও কামনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এসময় আমরা একে বিচ্যুতি বা রোগ মনে করি।[৩০] সিম্বলিজমের এই বিবর্তন হয় **অধিক কল্পনার (sexual fantasy)** দ্বারা।

৩টি পয়েন্টকে মিলিয়ে আমরা যেটা পাই, সেক্স বোঝার বয়স এবং স্বাভাবিক সেক্সে অভ্যস্ত হবার মধ্যবর্তী সময় যত দীর্ঘ হবে তত সে সেক্স নিয়ে জল্পনাকল্পনা বা **ফ্যান্টাসি করার সময় বেশি পাবে। ফ্যান্টাসি যত বাড়বে তত তার মেন্টাল সেট-আপ বিচ্যুতি বা বিকৃতির সম্ভাবনা বাড়বে... [গ]**। যৌনজীবনের স্বাভাবিকতা বিবর্জিত এসব ফ্যান্টাসি তাকে ক্রমশ স্বাভাবিক যৌনজীবনের কেমিস্ট্রি থেকে অন্য এক ভুবনে নিয়ে যাবে। আর এই আগুনে ঘি ঢালবে **পর্নগ্রাফি... [ঘ]**, যা তার ফ্যান্টাসির জগতকে আরও উস্কে দেবে।

টাইপ ২ - রেপ মিথে বিশ্বাস (২৫%)

ধর্ষণ সম্পর্কে আমাদের সমাজে বা ছেলেদের মনে কিছু ভুল ধারণার জন্ম নেয়। যেগুলো বলা হয় রেপ মিথ (Rape Myth)। এই ছেলেগুলো আগের ৮% এর মতো বিকৃত রুচির না, স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো কারণে রেপ সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা তাদের মনে বিশ্বাসের পর্যায়ে চলে গেছে। প্রথমে দেখা যাক কী কী রেপ মিথ আমাদের মধ্যে প্রচলিত।

রেপ মিথ (Rape Myth)[৩১]

১. পোশাক এবং ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যায় যে, মেয়েটি সেক্স চায়।

২. মেয়েরা ধর্ষণ এনজয় করে।

৩. মেয়েরা যদি চায়, রেপ নাও করতে দিতে পারে। করতে দিয়েছে বলেই করেছি।

৪. রেপ বলে কিছু নেই, মেয়েরা জাস্ট শোধ নিতে রেপের দাবি তোলে। আসলে তখন সম্মতিই ছিল।

৫. রেপ একবার করতে পারলে মেয়েটা তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে।

৬. সেক্স একবার করে ফেলতে পারলে সম্পর্কটা আর টুটবে না। মেয়েটা তাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবে না। ইত্যাদি।

৭. মেয়েটা যদি পরিচিত হয়, তা হলে এটা রেপ না।

৮. মেয়েরা শুরুতে 'না' 'না' করেই, একটু মজা পেতে শুরু করলেই আর বাধা দেয় না।

৯. মেয়েদের 'না' আসলে 'না' নয়, মনে সায় ঠিকই থাকে।

১০. ছেলেদের সেক্স যদি হয় ৬, মেয়েদের থাকে ৯; শুধু বারুদে আগুন দেওয়াটা কাজ।

২০১৪ সালে *Psychology Today*-তে Otterbein University-র মনোবিদ্যার অধ্যাপক Norm Shpancer সাহেব ধর্ষণের মনস্তত্ত্ব নিয়ে এক আর্টিকেলে লেখেন, কিছু লোকের মনে এক বিকৃত সামাজিক নিয়ম জেঁকে বসে যে, যে-কোনো মেয়ের সাথে ফ্লার্ট এবং ফোরপ্লে করলে তারা মিলনে রাজি হয়। ফলে যখন তারা এগুলো করে এবং মেয়েটির কাছে বাধা পায় তখন তারা রেগে গিয়ে ধর্ষণ করে। (some men internalize a pervasive social norm that flirting and foreplay lead to intercourse)[৩২]

---

[৩১] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3120994/

তো এইসব অবাস্তব মিথ আমাদের মধ্যে তৈরি হবার কারণ কী?

কারণ

১.

পর্নোগ্রাফির শুরুতে ছোট্ট একটু ড্রামা থাকে, যেখানে এসব জিনিস দেখানো হয়। কখনও দেখানো হয় টাকা বাড়িয়ে দিলে একজন অপরিচিত মেয়ে মুখমেহনে রাজি হয়ে যাচ্ছে, যে কিনা আসলে বেশ্যা নয়, সাধারণ মেয়ে। এডাল্ট মুভিগুলোতে কাহিনির ফাঁকে দেখানো হয় যে, ডেটিং মানেই ডিনারের পর অ্যালকোহল, একটু মিউজিক এবং বিছানা; এবং এটা প্রথম ডেটিং—এই। তারা সব ডেটিং-এ এটাই কামনা করে। কোথাও দেখানো হচ্ছে মেয়েরা রাফ সেক্স (কষ্ট দিয়ে মিলন) বেশি পছন্দ করছে। মোদ্দা কথা, **পর্নোগ্রাফিই... [ঘ]** একটা সুস্থ চিন্তার মানুষের মাঝে এসব মিথকে বিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে যায়। বারবার নারীকে সস্তা ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন দেখে দেখে সেসব নারীকেই পর্নো অভিনেত্রীর মতো মনে করে।

২.

ফিল্ম/মুভি-তে সেক্স দৃশ্য কম থাকে, কিন্তু সেক্সের আগের কেমিস্ট্রি আরও বিশদ দেখানো হয়। ফলে এই কেমিস্ট্রি তারা বাস্তব মনে করে এবং বাস্তবে পেতে চায়। কখনও ধর্ষণদৃশ্যও দেখানো হয়। যা ধীরে ধীরে রেপ পর্নে আকর্ষণ তৈরি করতে পারে। **হলিউড বলিউড মুভিগুলো এই রেপ মিথের পিছনে দায়ী... [ঙ]**

টাইপ ৩ – নারীর প্রতি রাগ (৩২%)

এবার আপনাদের একটা গবেষণার কথা শোনাব।[৩৩] খুব মনোযোগ ধরে রাখার ব্যাপার আছে। মনোযোগ না থাকলে পরের সিদ্ধান্ত বা যেসব সমাধানে আমরা পৌঁছব সেগুলোর যৌক্তিকতা বুঝে আসবে না। আপনাদের বলছি কানাডার কিংস্টন, অন্টারিওর Queen's College-এর মনঃচিকিৎসক Dr. Howard Barbaree-এর কথা, যিনি একই সাথে ধর্ষকদের মানসিক চিকিৎসার একটা প্রোগ্রামের ডিরেক্টর। *Journal*

---

[৩৩]https://www.nytimes.com/1991/12/10/science/new-studies-map-the-mind-of-the-rapist.html

of Clinical and Consulting Psychology-তে তাঁর রিসার্চের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, নারীর ওপর পুরুষটির বলপ্রয়োগ বা নারীটি ব্যথা বা কষ্ট পাবার শব্দ শোনানো হলে অধিকাংশ পুরুষেরই উত্তেজনা হ্রাস (dampens the arousal) পায় ৫০%। সম্মতি-সহ প্রেমময় সেক্সের কথা শুনলে যে পরিমাণ উত্তেজনা আসে, এসব জোরজবরদস্তি শুনলে তা অর্ধেকে নেমে যায় (Ordinarily violence inhibits sexual arousal in men), অধিকাংশ ছেলেদের ক্ষেত্রে। এবং এই কমে-যাওয়া-উত্তেজনা যোনিপথে প্রবেশনের জন্য যথেষ্ট না (not be able to penetrate a woman)। মানে অধিকাংশ ছেলে জবরদস্তি করে ধর্ষণ করতে পারবে না, ঠিকমতো শক্তই হবে না।

যে যন্ত্রটি পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়, তার নাম penile plethysmograph. এটি দিয়ে বিজ্ঞানীরা যৌনদৃশ্য দেখিয়ে বা শুনিয়ে পুরুষাঙ্গে রক্তের প্রবাহ পরিমাপ করেন। আপনারা হয়তো ইতোমধ্যেই জানেন যে, লিঙ্গ উত্থান বা শক্ত হয় লিঙ্গে প্রচুর রক্ত প্রবেশ করলে, আবার রক্ত বেরিয়ে গেলে নরম হয়ে পড়ে। দিনের-পর-দিন ভলান্টিয়ারদেরকে প্রেমময় (consenting lovemaking) সেক্স এবং ধর্ষণের দৃশ্য দেখানো হলো। Dr. Barbaree দেখলেন, ধর্ষণ দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিদিন তাদের যৌন-উত্তেজনা আগের চেয়ে আরও কমে যাচ্ছে। কিন্তু যারা ধর্ষণ মামলার আসামি, তাদের ক্ষেত্রে পেলেন ব্যতিক্রম। ১০% রেপিস্ট যাদের অনেকেই একাধিক ধর্ষণ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে দেখলেন যে, প্রেমময় সেক্সের চেয়ে ধর্ষণদৃশ্যে তারা বেশি উত্তেজিত হয়। Emory University-র সাইকিয়াট্রিস্ট Dr. Gene Abel বলেন, যাদের ধর্ষণের সংখ্যা বেশি, ধর্ষণদৃশ্যে তাদের উত্তেজনা বেশি। এবং এদের দ্বারা ভিকটিম শারীরিকভাবে আহত হয়ও বেশি। এরা আমাদের টাইপ-১, যাদের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

মন দিয়ে পড়ার অনুরোধ। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে আমাদের মতো আমজনতার উত্তেজনাও (arousal patterns of normal men) রেপিস্টের কাছাকাছি, বা তাদের মতো হতে পারে, এটা বোঝার জন্য Dr. Barbaree পর পর কয়েকটি পরীক্ষা করেন। তিনি দেখতে পেলেন, এর পেছনে একটা কারণ হতে পারে **কোনো কারণে 'নারীর প্রতি রাগ'**।

ভলান্টিয়ারদেরকে বলা হলো, আমরা সেক্স উত্তেজনার ওপর ব্যায়ামের প্রভাব নিয়ে কাজ করছি। এটা বলে তাদেরকে স্থির বাইসাইকেল প্যাডেল করতে বলা হলো এক মিনিট, যে যত জোরে পারে। শেষ হবার পর একজন তরুণী ভিতরে আসবে কাজের ছুতোয়, এসে কতবার প্যাডেল করেছে দেখবে। এরপর তাচ্ছিল্যের সাথে একটা অপমানসূচক মন্তব্য করবে। যেমন, 'এহ, এতটুকুই মুরোদ' 'আমি নিজেই

আজ সকালে এর চেয়ে বেশি করেছি' 'হায়রে পুরুষ'। মানে এমন কোনো কথা বলে যাবে, যাতে পুরুষটি তার ওপর ভীষণ রাগান্বিত হয়। এরপর পুরুষটিকে ল্যাবে নিয়ে ধর্ষণের দৃশ্য দেখানো হবে। কী পাওয়া গিয়েছিল বলুন তো? Dr. Barbaree বলেন, এই স্বাভাবিক লোকগুলো প্রেমময় সেক্স দেখে যে পরিমাণ উত্তেজিত হতো, এমন পরিস্থিতিতে এখন ধর্ষণ দৃশ্যেও সেই পরিমাণ উত্তেজিত হয়েছে। তার মানে **'নারীর স্বাভাবিক আচরণের কারণে রাগ'** সাধারণ একটা ছেলেকেও ধর্ষকের মতো করে চিন্তা করার দিকে ঠেলে দিচ্ছে... **[চ]** । ধর্ষকেরা প্রায়ই বলে, আমি ধর্ষণ করতে চাইনি, **মেয়েটি আমাকে রাগিয়েছে**। নারী যদি কোনো অপমান করে, সেটাকে এরা 'পুরুষত্বের প্রতি অপমান' হিসেবে নিয়েছে। দেখেন কত সামান্য কথাতেই স্বাভাবিক ছেলেও ধর্কদের মতো মানসিকতার হয়ে যাচ্ছে।

অন্য পরীক্ষায় আরও দুটো রিস্ক ফ্যাক্টর চলে আসে। যে আগে ধর্ষণের চিন্তা দিয়ে উত্তেজিত হতো না, এমন স্বাভাবিক মানুষ **অ্যালকোহল** পানের কারণেও ধর্ষকসুলভ উত্তেজিত হয়... **[ছ]**। আর একটা ফ্যাক্টর হলো, **মেয়েটির উপস্থাপনে** তার মনে হয় যে, মেয়েটি সেক্স-ই চাচ্ছে... **[জ]** (the woman portrayed had been "asking for it.")। নারীর উপস্থাপনও স্বাভাবিক মানসিকতার পুরুষকে ধর্ষকদের মতো করেই ভাবাচ্ছে। 'আমার ইচ্ছা আমি পরব'—বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল একটা দাবি।

আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এই ধারণা প্রচলিত যে, রেপিস্টদের মন-মানসিকতাই আলাদা হয়। তারা এতটাই বিকৃতমনা যে, ভায়োলেন্স বা জবরদস্তি দ্বারাই উত্তেজনা লাভ করে, তাদের যৌন-প্যাটার্নই আলাদা। Dr. Barbaree বলেন, শেষ ফলাফল এই ধারণাটাকে ভুল প্রমাণ করে। তিনি বলেন, ফ্যাক্টরগুলো মিলে গেলে (With the right combination of factors) অধিকাংশ স্বাভাবিক পুরুষ 'জবরদস্তি সেক্সে'ও (aroused by violent sex) উত্তেজিত হতে পারে।

কারণ :

এরাই অধিকাংশ ধর্ষক, যারা বলে মেয়েটি আমাকে রাগিয়েছে। রাগের কারণগুলো যা যা হতে পারে,

- ব্রেক-আপ
- সম্পর্কে সন্দেহ
- ঝগড়া
- একদম সাধারণ কোনো কথা

- ইয়ার্কি ফাজলামি
- টিজ করা

তা হলে এখানে আমরা ৩ টা রিস্ক ফ্যাক্টর পেলাম,

- অ্যালকোহল... **[ছ]**
- মেয়েদের উপস্থাপন : উত্তেজক পোশাকে বা আচরণে (রেপ মিথ এবং উদ্দীপক) (provocative dress or behavior) **[ঘ,ঙ,জ]**
- নারীর প্রতি যে-কোনো কারণে রাগ... **[চ]**

আর University of Arizona-র public health-এর প্রফেসর Mary P. Koss আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টর দিচ্ছেন—[৩৪]

- মদপান... **[ছ]**
- অত্যধিক মিলনের তাড়না (কারণ মূলত পর্ন-এ আসক্তি) **[ঘ]**
- 'রেপ মিথে' বিশ্বাস **[ঘ,ঙ]**
- কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল যারা মেয়েদেরকে অশ্লীলভাবে বর্ণনা করে।... **[ঝ]**

আর University of California-র মনোবিদ Neil Malamuth বলছেন একটা ফ্যাক্টর হলো, যারা রেপ পর্ন দেখে উত্তেজিত হয় (টাইপ-১)।[৩৫]

টাইপ ৪ – স্বভাবগত রাগী বা অপরাধী (১১%)

এরা শুধু ধর্ষণ না, অন্যান্য অপরাধেও জড়িত থাকে। এর পিছনে অনেক কারণের মধ্যে অপরাধে লিপ্ত হবার রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোও শামিল। যেমন :

- অশিক্ষা
- সুবিধাবঞ্চিত জীবনযাপন
- ছোটোবেলা থেকে নিগ্রহ
- মাদকাসক্তি
- ব্রোকেন ফ্যামিলি ইত্যাদি

University of Pennsylvania-র গবেষক Ann Burgess-এর ১৯৮৮ সালের

---

[৩৪] https://www.nytimes.com/2017/10/30/health/men-rape-sexual-assault.html

[৩৫] https://www.nytimes.com/2017/10/30/health/men-rape-sexual-assault.html

এক গবেষণায় উঠে এসেছে, ৫৬% ধর্ষক যাদের বয়স ৩০ এর কোঠায়, শিশুকালে যৌন-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আর Dr. Prentky পেয়েছেন তার স্টাডিতে, কমপক্ষে ৩টা ধর্ষণ করেছে এমন আসামিদের ২৩% শিশু বয়সে যৌন-নিগ্রহের শিকার হয়েছে।[৩৬]

কয়েকটা গবেষণায় এসেছে, ধর্ষকেরা জীবনের শুরুতে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে যায়। সেটা হতে পারে যৌন-নির্যাতন, হতে পারে দৈহিক প্রহার, বা ব্যর্থ পারিবারিক পরিমণ্ডল।[৩৭] ফলে এরা আশপাশের মানুষের সাথে স্বাভাবিক সংযোগ (attachment problems) এবং **সুস্থ সম্পর্ক** (healthy adult relationships) **তৈরি করার ক্ষমতা** হারিয়ে ফেলে।[৩৮] তাই এরা আশেপাশের মানুষের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, সন্দেহপ্রবণ, উদাসীন ও অসহিষ্ণু হয়।[৩৯]

তবে এখানে যে ফ্যাক্টরের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তা হলো, **স্বাভাবিক যৌন-সম্পর্কে প্রবেশের অনিশ্চয়তা... [ঞ]**। ছক দেখুন। এদের মধ্যে একটা চিন্তা কাজ করে—আমার ভবঘুরে জীবন, কে আমাকে পছন্দ করবে? কিংবা কবে বিয়ে শাদি হবে ঠিক নেই, একটা এখন পেয়েছি, ছেড়ে কী লাভ? এ জাতীয় মানসিকতা থেকে এরা রেপ করতে পারে।

টাইপ ৫ - সুযোগসন্ধানী (২৩%)

এরা অপরিকল্পিত, আকস্মিকভাবে (impulsive) রেপ করে। রুচিগত সমস্যা নয়, **বরং পরিস্থিতি এদেরকে উস্কে দেয়**—গভীর রাত, একেলা মেয়ে, আশেপাশে কেউ নেই।

Kent State-এর মনোবিদ্যার Associate Professor জনাব Gordon Nagayama Hall, Ph.D. সাহেব ও তাঁর সহকর্মীরা একটি জাতীয় ফোরামে এভাবে সমাপ্তি টানেন, **আগে আমরা যা ভাবতাম এখন তার চেয়ে বেশি লোককে পটেনশিয়াল**

---

[৩৬]https://www.nytimes.com/1991/12/10/science/new-studies-map-the-mind-of-the-rapist.html

[৩৭] Craissati J, Falla S, McClurg G, Beech A. Risk, reconviction rates and pro-offending attitudes for child molesters in a complete geographical area of London. J Sex Aggress. 2002;8:22–38.

[৩৮] Dhawan S, Marshall W. Sexual abuse histories of sexual offenders. Sex Abuse. ১৯৯৬;৮:৭–১৫. অর্থাৎ এ ধরণের লোকেদের মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরির ক্ষমতা থাকে না। থাকলেও সেটা শিশুসুলভ হয়। সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ম্যাচিউরিটি তাদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে। - সম্পাদক

[৩৯] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16871447

রেপিস্ট মনে করা উচিত।[৪০] (that more people should be considered potential rapists than previously thought.) তাঁদের রিসার্চে দেখা গেছে, ২৫% কলেজ-ছাত্র কোনো-না-কোনো মাত্রার যৌন-অসদাচরণ করেছে জীবনে। 'নির্জন' পয়েন্টে আমরা দেখেছি ধর্ষিতাদের ৫৬% জানিয়েছে যে, ডেটিং-এ গিয়ে তারা রেপড হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধর্ষকদের খুব সামান্য অংশই নারীর প্রতি রাগ থেকে বা জবরদস্তি সেক্সে উত্তেজনা অনুভব করার কারণে (sadistic fantasy) ধর্ষণ করে। বরং **অধিকাংশ ধর্ষকই আমাদের মতো সাধারণ মানুষ** (normal sexual orientation), যারা আকস্মিকভাবে (impulsively) ধর্ষণ করে, যেটার জন্য তারার নিজেরাও প্রস্তুত থাকে না। **এটা তখনই ঘটে যখন সুযোগ নিজে এসে ধরা দেয়,** বিশেষ করে ডেটিং-এ।[৪১] আমাদের প্রস্তাবনা তো এটাই।

চলুন ফিরি

আশা করি এখন আপনারা আমার সাথে এবং Dr. Barbaree-র সাথে একমত হবেন যে, পরিস্থিতি, সুযোগ একজন স্বাভাবিক পুরুষকেও ধর্ষকের ভূমিকায় নামিয়ে দিতে পারে। এবং অধিকাংশ ধর্ষকই (৯২%) আসলে আমার আপনার মতো স্বাভাবিক রুচিরই মানুষ। আমরা আবার আমাদের প্রস্তাবনায় ফিরে যাচ্ছি—

আমি বলেছিলাম, নির্দিষ্ট মেন্টাল সেট-আপের কেউ (১) নির্দিষ্ট জায়গায়/সময়ে (২) নির্দিষ্ট স্টিমুলাসের কিছু পেলে (৩) ধর্ষণ সংঘটিত হয়। এবার বোধহয় ক্লিয়ার।

এখন যে-কোনো ধর্ষণের ঘটনাকে আপনি এই সূত্রে ফেলতে পারেন। দেখেন মেলে কি না।

- শিশুকামী নির্জনে শিশু পেলে ধর্ষণ হয়
- পশুকামী নির্জনে পশু পেলে ধর্ষণ হয়
- রেপ মিথে বিশ্বাসী কেউ নির্জনে বা সুযোগমতো (অনেক বন্ধু একসাথে) যে-কোনো মেয়েকে পেলে ধর্ষণ হবে।
- প্রবল যৌন-তাড়নাবিশিষ্ট (কবে বিয়ে হবে কে জানে) নির্জনে যে-কোনো বয়েসী কাউকে পেলে ধর্ষণ হবে।

---

[৪০] https://www.psychologytoday.com/us/articles/199211/round-rapists

[৪১] https://www.nytimes.com/1991/12/10/science/new-studies-map-the-mind-of-the-rapist.html

- নারীর প্রতি রাগান্বিত কেউ নির্জনে যে-কোনো নারীকে পেলে (পোশাক যা-ই হোক) ধর্ষণ হবে।
- নিজ আপনজনের প্রতি আগে থেকেই ফ্যান্টাসিতে মগ্ন কেউ, নির্জনে তাকে পেলে ধর্ষণ হবে।

এটাই আমাদের ধর্ষণেরর কমন ফর্মুলা। সামনের অধ্যায়ে আমরা এই ফর্মুলা ধরে ধরে সমাধানে পৌঁছবার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ। আবার দেখুন প্রস্তাবনা।

- নির্দিষ্ট মেন্টাল সেট-আপের কেউ
- নির্দিষ্ট জায়গায়/সময়ে
- নির্দিষ্ট স্টিমুলাসের কিছু পেলে

যদি ৩ টা একসাথে না হয় তবে?

যদি এই তিনটা বিষয় একসাথে না হয়, তবে ধর্ষণ হবে না।

তবে... তবে... তবে... অন্য দুটো জিনিস হবে।

১.

সে ওই অবস্থায়ই যতটুকু পারবে, যতটুকু সম্ভব করে নিবে। যেমন ভিড়ের সুযোগে সে ধর্ষণ তো করতে পারল না, তবে সে তাড়না পূরণ করে নেবে 'যতটুকু ওই পরিবেশে সম্ভব'। যেমন : স্পর্শ বা ঘর্ষণ (Groping), প্রদর্শন (Exhibitionism), অশ্লীল ইঙ্গিত বা কমপক্ষে অশ্লীল একটা মন্তব্য করে নিজেকে তৃপ্ত করবে (Molestation)।

অথবা...

২.

কিছু না করলেও সে মনে মনে আপনার থেকে একটা ডোজ নেবে। University of Arizona-র public health-এর প্রফেসর Mary P. Koss বলেন, **ধর্ষণ ব্যাপারটা অনেকটা মাত্রা-নির্ভর (Dose)** [It's a matter of degree, more like dosage]. কীসের ডোজ? **রিস্ক ফ্যাক্টরের ডোজ**[৪২]। আপনার উত্তেজক পোশাক বা পুরুষের সাথে কথা কাটাকাটির কারণে আপনি নিজে হয়তো ভিকটিম হচ্ছেন না, কিন্তু আপনি রিস্ক ফ্যাক্টরের ডোজ বাড়িয়ে দিলেন, যা একটা সময় অন্য কাউকে ভিকটিম বানাবে। আপনি উত্তেজক পোশাক পরেছেন, যে বা যারা বিভিন্ন সিম্বলিজমে বা রেপ মিথে বিশ্বাসী তারা আপনাকে দেখে হয়তো নির্জনে পাচ্ছে না বলে বেঁচে যাচ্ছেন বারবার।

[৪২] https://www.nytimes.com/2017/10/30/health/men-rape-sexual-assault.html

কিন্তু তারা উত্তেজনা নিচ্ছে, তার আপনার থেকে একটা ডোজ পাচ্ছে। একটা সময় ব্যাটে বলে হয়ে গেলে, নির্জনে অন্য কোনো ভিকটিম সেই ডোজের শিকার হবে। আমার কথা না, বিজ্ঞানীদেরই কথা। আজ যে বাচ্চাটা রেপের ভিকটিম হলো, আপনি বলতে পারেন না যে এর জন্য আপনি দায়ী নন। হতে পারে আপনার উপস্থাপনা থেকে সে একটা ডোজ নিয়েছে। সুতরাং ২য় পক্ষ যেভাবে দাবি করে, 'আমি কী পরব সেটা আমার ব্যাপার', এই দাবিটা ধোপে টিকছে না। আপনার পরিচিত কেউ ধর্ষণে অভিযুক্ত হলে, আপনিও দায়ী। আপনার ফিটিং কামিজে স্বচ্ছ ওড়নায় আপনার অবয়ব দেখে সে কত দিন কতগুলো ডোজ নিয়েছে, তা কে জানে? আমরা এই ব্যাপারটায় ফিরে আসছি, একটু পর। আপাতত এই ডোজের ব্যাপারটা মনে রাখার জন্য একটা নাম্বার দিই ...**[ট]**

রিস্ক ফ্যাক্টর

গবেষক থর্নটন ধর্ষণের মনস্তাত্ত্বিক রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে ৪টা রিস্ক ক্ষেত্রে (risk domains) ভাগ করেছেন। ডোমেইন ধরে ধরে সমাধানে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন।[৪৩] সেগুলো হলো :

১. যৌন-আগ্রহ (sexual preference) যা পূর্বেই মনে গেঁথে আছে (preoccupation)। আমরা দেখলাম যা পুরোটাই সিম্বোলিজম নিয়ন্ত্রিত।

২. কিছুটা ভিন্ন চিন্তাধারা ও বিশ্বাস যাতে সে নিজ অপরাধের সাপোর্ট (offence-supportive) খুঁজে নেয়। যেটা আমরা রেপ মিথে দেখলাম।

৩. সামাজিক সম্পর্কের ত্রুটি, যেমন : পুঞ্জীভূত আবেগিক তাড়না, সম্পর্ক গড়তে অপারগতা (intimacy deficits) ইত্যাদি

৪. আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অভাব (Self-management)

তবে আমরা এভাবে সমাধান আলোচনা না করে প্রতিটি রিস্ক ফ্যাক্টর ধরে ধরে সমাধানে পৌঁছবার চেষ্টা করব। তার আগে আমাদের প্রাপ্ত রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিই। মূল আলোচনায় যেভাবে নাম্বারিং করা আছে সেই ক্রমানুসারেই দিলাম, যাতে কারও খটকা লাগলে মূল আলোচনা দেখে নিতে পারেন। মেন্টাল সেট-আপের জন্য প্রাপ্ত ফ্যাক্টর :

---

[৪৩] Thornton D. Constructing and testing a framework for dynamic risk assessment. Sex Abuse. 2002;14:137–51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11961888

[ক] বয়স হবার আগেই যৌন-পরিপক্কতা এসে পড়া।

[খ] যৌন-বিষয়গুলো নিয়ে বেশি বেশি কল্পনা করা, ফ্যান্টাসিতে ভোগা।

[গ] সেক্স বোঝার বয়স এবং স্বাভাবিক সেক্সে অভ্যস্ত হবার মধ্যবর্তী সময় যত দীর্ঘ হবে তত সে সেক্স নিয়ে জল্পনা-কল্পনা বা ফ্যান্টাসি করার সময় বেশি পাবে। তত তার মেন্টাল সেট-আপ বিচ্যুতি বা বিকৃতির সম্ভাবনা বাড়বে।

[ঘ] পর্নোগ্রাফি।

[ঙ] রেপ মিথ, হলিউড বলিউড মুভিগুলো এই রেপ মিথের পিছনে দায়ী।

[চ] 'নারীর স্বাভাবিক আচরণের কারণে রাগ' সাধারণ একটা ছেলেকেও ধর্ষকের মতো করে চিন্তা করার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

[ছ] অ্যালকোহল পানের কারণেও ধর্ষকসুলভ উত্তেজিত হয়।

[জ] মেয়েটির উপস্থাপনে মনে হওয়া যে, মেয়েটি সেক্স-ই চাচ্ছে।

[ঝ] কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল যারা মেয়েদেরকে অশ্লীলভাবে বর্ণনা করে।

[ঞ] স্বাভাবিক যৌন-সম্পর্কে প্রবেশের অনিশ্চয়তা।

এবার আমরা এগুলোর সমাধান খুঁজব। দেখব : প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান আর আধুনিক সব জরিপ-রিসার্চের ফলাফল কোনদিকে নিয়ে যায় আমাদের।

মানসাঙ্কের সমাধান

যেসব সমাধানের কথা বলা হয়

সহশিক্ষা

পশ্চিম থেকে একটা প্ল্যান খুব দেওয়া হয়। ধর্ষণের পিছনে একটা কারণ হিসেবে তারা এটাকে খুব হাইলাইট করে। তাদের মতে, নারীর মনস্তত্ত্বকে চিনতে না পারাটা ধর্ষণের একটা বড়ো কারণ। তাদের সাথে না মেশার কারণে তাদের সম্পর্কে অহেতুক কল্পনা আসে, তাদের মনমানস সম্পর্কে ভিত্তিহীন কল্পনা থেকে জন্ম নেয় রেপমিথ। এজন্য যত বেশি সম্ভব নারীকে জানার জন্য নারী-পুরুষের সহাবস্থানের ব্যবস্থা করলে পুরুষ নারীকে চিনবে, নারীত্বকে জানবে। এটা বুঝবে যে, নারীরাও আমাদের মতোই মানুষ। তারা পণ্য নয়, ভোগ্যবস্তু নয় যে যখন তখন তাদের ওপর ইচ্ছা মেটালাম। তাদেরও আছে পছন্দ-অপছন্দ-মান-অপমান। সেটাকে সম্মান করতে হবে। ইত্যাদি আবেগঘন থিয়োরি তখন বুঝে আসবে ছেলেদের। নারীকে তখন আর নারী মনে হবে না। নারী পরিচয়ের ঊর্ধ্বে 'বন্ধু', 'সহপাঠী', 'সহকর্মী' ইত্যাদি পরিচয়ে নারীকে চিনতে হবে, তখনই আর ধর্ষণ হবে না। নারীর নারীত্বের চেয়েও বড়ো পরিচয় সে আমার বন্ধু-সহকর্মী। তা হলেই নারীত্বের প্রতি লোলুপতা আর থাকবে না। কী সুন্দর কথা, কত সুন্দর চিন্তা! বাহ!

তাদের সমাধান, ছেলেমেয়েরা যত কাছাকাছি আসবে, পরস্পরকে চিনবে-জানবে তত ধর্ষণ কমে যাবে। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের সময় গিয়ে কী ঘটছে, দেখা যাক। আমাদের স্বপ্নের দেশ আমেরিকার উপাত্ত নিয়েই কথা বলি। মোটের ওপর দুনিয়ার তাবৎ সমস্যার সমাধান ওখান থেকেই আসে কিনা! চলুন দেখি তাদের প্রেসক্রিপশান তাদের সমস্যারই সমাধান করতে পারল কি না।? *ক্যাম্পাস সেফটি ম্যাগাজিন*-এর প্রধান সম্পাদক Robin Hattersley-Gray মার্চ ৫, ২০১৮ তে তাঁর এক আর্টিকেলে (The

Sexual Assault Statistics Everyone Should Know)[৪৪] নিচের পরিসংখ্যানগুলো তুলে আনেন বিভিন্ন সোর্স থেকে। ব্রাকেটে সোর্স উল্লেখ করে দিলাম।

- ২০-২৫% নারী তাদের **কলেজ-জীবনে** ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণচেষ্টার শিকার হচ্ছে। (সূত্র : U.S. Department of Justice)
- কলেজের নবীনতম (freshmen) ও সেকেন্ড ইয়ারের (sophomore) মেয়েরা তুলনামূলক বেশি রিস্কে আছে যৌন-নির্যাতনের। যারা জবরদস্তি যৌনতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বলে জানিয়েছেন, তাদের ৮৪%-এরই **নিজ ক্যাম্পাসের প্রথম ৪ সেমিস্টারের মধ্যে** ঘটনাটি ঘটেছে। (সূত্র : An Examination of Sexual Violence Against College Women)
- ৪৩% ভিকটিম এবং ৬৯% ধর্ষক এসময় মদ্যপ অবস্থায় থাকে (সূত্র : National College Women Sexual Victimization)
- নারীদের মেস (sorority house)-এ থাকা ছাত্রীরা ৩ গুণ এবং হোস্টেলে (on-campus dormitories) থাকা ছাত্রীরা ১.৪ গুণ বেশি ধর্ষণের ঝুঁকিতে আছে বাসায় অবস্থানকারীদের চেয়ে। (সূত্র : Correlates of Rape While Intoxicated in a National Sample of College Women)
- **কলেজ-ছাত্রীদের** যৌন-নির্যাতন ৫০% ঘটনা অ্যালকোহল পানের সাথে সম্পর্কিত। (সূত্র : High-Risk Drinking in College : What We Know and What We Need to Learn)
- ৩০% **কলেজ-ছাত্রী** ধর্ষণের পর আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেছে। (সূত্র : Warshaw, Robin, 1994)

এটা গেল কলেজ লেভেল। এবার দেখি হাইস্কুলে সহশিক্ষার ফযীলত। *ক্যাম্পাস সেফটি ম্যাগাজিন* আরও জানাচ্ছে,

- প্রতি ৫ জনে ১ জন **হাইস্কুলের ছাত্রী** তাদের প্রেমিকের দ্বারা (dating partner) যৌন-নিগ্রহের (sexually abused) শিকার (সূত্র : Dating Violence Against Adolescent Girls and Associated Substance Abuse, Unhealthy Weight Control, Sexual Risk Behavior, Pregnancy and Suicidality)
- কলেজ-বয়সী মেয়েদের যারা কলেজ-ক্যাম্পাসে ভিকটিম হয়েছে, তাদের ৩৮% **প্রথমবার** ভিকটিম হয়েছে **কলেজে ঢোকার আগেই**। মানে **হাইস্কুলেই প্রথমবার**। আগেও যারা হয়েছে, তারা পরেও ভিকটিম হবার চান্স আছে। (past victimization the best predictor of future victimization) [সূত্র : Our Vulnerable Teenagers : Their Victimization, Its Consequences, and Direction for Prevention and Intervention]

যদিও বাংলাদেশের অবস্থা এখনও এত খারাপ হয়নি। তবে একই ফর্মুলা আমাদেরকে একই রেজাল্টে নিয়ে যাবে, এটা তো পাগলেও বোঝে। মানে সহশিক্ষা, সহাবস্থান আমাদের মেয়েদের ৫ জনের একজনকে ধর্ষণের মুখোমুখি করছে।

ফ্রি-সেক্স

আরেক বিশেষ-প্রজাতির ভাইয়া-আপুরা ধর্ষণ এড়াতে চমৎকার একটা পরামর্শ দিয়ে থাকে। নারীর জরায়ুর স্বাধীনতা নিশ্চিত করলেই নাকি ধর্ষণ বন্ধ হবে। সেক্সকে অবাধ করে দিলে, পতিতাবৃত্তিকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিলে আর প্রচুর পতিতালয় স্থাপন করলে ধর্ষণ কমে যাবে। সুন্দর যুগোপযোগী প্ল্যান !!

তা হলে আমরা একটু দেখি, যারা অলরেডি এই প্ল্যান বাস্তবায়ন করেছে, তাদের দেশে ধর্ষণের কী অবস্থা। সূত্র অনুযায়ী এমন দেশগুলোতে ধর্ষণ তো কমে যাবার কথা। দেখি, চলেন।

নেদারল্যান্ড

আমাদের অনেকেরই স্বপ্নের দেশ নেদারল্যান্ডে পতিতাবৃত্তি বৈধ।[৮৫] মাত্র ৩৩,৮৯৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের (বাংলাদেশের প্রায় ৪ ভাগের ১ ভাগ) এই দেশে ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান মতে, পতিতালয় ১৯৫ টি, সেক্স ক্লাব ২৪৭ টি, এসকর্ট এজেন্সি ১২৫টি, Erotic massage parlours ৪৭টি-সহ মোট ৬৭৪টি যৌনসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ছিল। সে সময় সরকারি হিসেবে কমবেশি ১৭,০০০ পতিতা কাজ করত বলে জানাচ্ছে Dutch Ministry of Justice and Safety-এর ২০১৪ WODC research.[৮৬] UNAIDS বলছে, সংখ্যাটা ২৫০০০।[৮৭] নেদারল্যান্ডের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ, এক-তৃতীয়াংশ পুরুষ ধরে নিলে ৬ লাখ পুরুষ। মানে প্রতি ২৪ জনের জন্য ১ জন যৌনকর্মী। বেশ ভালোই ব্যবস্থা, একজন পতিতা দিনে বেশ কয়েকবার সার্ভিস

---

[৮৫] Government of the Netherlands, "Prostitution," government.nl (accessed Mar. 1, 2018) সূত্রে জানাচ্ছে ProCon (ProCon.org, a 501(c)(3) nonprofit nonpartisan public charity, provides professionally-researched pro, con, and related information on more than 50 controversial issues from gun control and death penalty to illegal immigration and alternative energy.) https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000772

[৮৬] https://dutchprostitution.blogspot.com/2017/03/prostitutes-in-netherlands.html

[৮৭] http://www.aidsinfoonline.org/gam/stock/shared/dv/PivotData_2018_7_22_636678151733621264.htm

দিতে পারে, আর ছেলেদের সবার তো সবদিন লাগেও না। কিন্তু এত কিছুর পরও... **২২% ডাচ নারী জীবনে একবার হলেও ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়। ১১% ডাচ নারী ধর্ষিতা হয়।** যদি জোর করে চুম্বন ও হাতের স্পর্শ (groping) হিসেব করা হয় তবে এই সংখ্যা হয় ৫৩%। *NL Times* পত্রিকায় ২০১৮ সালের ডেইটা।[৪৮]

শুধু কি তাই? এই ২৫,০০০ মেয়ের 'সম্মানের পেশায়' জীবন কেমন কাটছে শুনবেন না? মুক্তমনাদের স্বর্গরাজ্য নেদারল্যান্ডে ৯৩% পতিতারা গালিগালাজ, জোরজবরদস্তি ও অত্যাচারের শিকার হয়। ৭৮% পতিতারা যৌনমিলনকালে নির্যাতনের শিকার হয়। ৬০% পতিতাকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়, চুল টানা থেকে নিয়ে প্রচণ্ড আঘাত। ৫৮%-এর সাথে খদ্দেররা হয় মজুরি দেয় না, বা যা আছে ছিনতাই করে নেয়।[৪৯]

যুক্তরাষ্ট্র

আমাদের ২য় বৃহত্তম মুসলিম কান্ট্রি বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তি বৈধ হলেও[৫০] আমেরিকায় এখনও নেভাদা রাজ্য ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে অবৈধ।[৫১] এরপরও দুনিয়ার মাতবর ও পলিসি মেকার হিসেবে তাদের অবস্থাটা একটু শোনাই।

Stop Street Harassment নামক একটি অলাভজনক এনজিও ২০১৮-এর জানুয়ারিতে ১০০০ মার্কিন নারী ও ১০০০ মার্কিন পুরুষের ওপর একটি অনলাইন জরিপ চালায়। "The Facts Behind the #MeToo Movement : A National Study on Sexual Harassment and Assault" নামে ফেব্রুয়ারি ২০১৮-তে তারা

---

[৪৮] ১৮-৮০ বছর বয়েসী ১৭ হাজার ডাচ নাগরিকের তথ্য নিয়ে Rutgers এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয় NL Times পত্রিকায় ২০১৮ সালে https://nltimes.nl/2018/01/15/fifth-dutch-women-victims-sexual-violence-report

[৪৯] ২০১৪ সালের ডাচ পেপার Het Parool এর রিপোর্ট শোনালাম। স্টাডি করেছে ৩টা এনজিও Aidsfonds আর Soa Aids Nederland এবং যৌনকর্মীদের স্বার্থ দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান Proud. https://nltimes.nl/2018/07/05/dutch-sex-workers-face-violence-report

[৫০] Sex Workers Network (SWN), Bangladesh and Sex Workers and Allies in South Asia (SWASA), Bangladesh chapter, "Submission on the Status of Sex Workers in Bangladesh to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women 65th Session," ohchr.org, 2016- এর সূত্রে https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000772#unitedstates

[৫১] US Federal and State Prostitution Laws and Related Punishments-এর বরাতে https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000772#unitedstates

রিপোর্ট পাবলিশ করে।[৫২] তারা রিপোর্ট করে আমেরিকার **৮১% নারী এবং ৪৩% পুরুষ তাদের সারা জীবনে একবার হলেও যৌন-হয়রানির শিকার হয়।** University of California, San Diego-এর Center on Gender Equity and Health-এর ডিরেক্টর Anita Raj জরিপটির ডেইটা এনালাইসিস করেন। তিনি বলেন, আমরা এই সার্ভেতে 'sexual harassment'-এর সংজ্ঞাকে ব্যাপক করে নিয়েছি (continuum of experiences)। মৌখিক হয়রানিকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি; শিস দেওয়া, হাসি তামাশা, যৌন-আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা, শারীরিক হয়রানি, অনলাইন যৌন-হয়রানি ও যৌন-আক্রমণ—এই সবকিছুই এর ভিতর শামিল। জরিপের ফলাফল দাঁড়াল এমন—

- ৭৭% নারী মৌখিক হয়রানি
- ৫১% বিনানুমতিতে স্পর্শ
- ৪১% এর অনলাইনে যৌন-হয়রানি
- ২৭% যৌন-আক্রমণের (sexual assault) শিকার

রিপোর্টে কোথায় হয়রানি বেশি হচ্ছে (locations where people experienced harassment) তার ওপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। ৬৬% ঘটনা ঘটেছে পাবলিক স্পেসে। যার মধ্যে আছে মৌখিক হয়রানি, স্পর্শ ও হাতড়ানো (groping)।

৩৮% যৌন-হয়রানির ঘটনা ঘটেছে কর্মস্থলে (workplace), ৩৫% এর ঘটেছে বাসাবাড়িতে (residence)। এগুলো বলা হলো হয়রানির সর্বোচ্চ পর্যায়ের কথা (severe forms)। রিপোর্টের রচয়িতা Holly Kearl বলেন, অধিকাংশ ভিকটিম একাধিকবার বিভিন্ন জায়গাতে এই হয়রানির শিকার হয়েছেন। একে এখন বলা হচ্ছে 'যৌন-হয়রানির মহামারি' (Sexual Assault Epidemic)। আর যারা যৌন-হয়রানির কথা জানিয়েছেন, তাদের ৫৭% নারী ও ৪২% পুরুষ জানিয়েছেন যে, তাদের **এমন অভিজ্ঞতা প্রথম হয়েছে ১৭ বছর বয়েসের আগেই। প্রথম অভিজ্ঞতার বয়স হিসেবে ১৪-১৭ বছর মানে হাইস্কুল বয়েসটা** সবচেয়ে বেশি সংখ্যকবার এসেছে।[৫৩] রিপোর্টে এসেছে, ধর্ষণের মতোই যৌন-হয়রানির ফলেও অধিকাংশ ভিকটিম উদ্বিগ্নতা ও অবসাদে (anxiety and depression) আক্রান্ত হয়।

এ তো গেল হয়রানি। এবার ধর্ষণ... যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ধর্ষণ মামলার গড় সংখ্যা

---

[৫২] এখানে পিডিএফ আছে ফুল রিপোর্টের- http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2018/01/Full-Report-2018-National-Study-on-Sexual-Harassment-and-Assault.pdf

[৫৩] প্রাগুক্ত , পৃ : ৮

৮৯,০০০।[৫৪] কেবলমাত্র আমেরিকান আর্মিতেই ২০১৬ সালে ৬,১৭২ টি ধর্ষণের ঘটনা জানিয়েছে পেন্টাগন, চেপে গেছে কতগুলো কে জানে।[৫৫]

জার্মানি

২০১৫ সাল থেকে ইউরোপে 'শরণার্থী-সমস্যা' শুরু হয়। সিরিয়া-থেকে-আসা প্রচুর শরণার্থীকে জার্মানি আশ্রয় দেয়। যার কারণে ২০১৫ সাল থেকে তাদের অপরাধ পরিসংখ্যানকে এই শরণার্থীদের ঘাড়ে-দেওয়ার একটা প্রবণতা জার্মানিতে দেখা যায়, যেন সব অপরাধ এই শরণার্থীরা এসেই করছে। এর আগে জার্মানি ছিল এক স্বর্গ। এ কারণে আমরা ২০১৫ সালের আগের তথ্য হাজির করব। তবে তার আগে বর্তমান হালতের ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক :

ইনডেপেন্ডেন্ট নিউজ করেছে, জার্মানির *'বিল্ড'* পত্রিকার এক বিস্তারিত রিপোর্টে ২০১৫ সালে বহিরাগত উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের দ্বারা সংঘটিত যৌন-অপরাধের তালিকা উঠে এসেছে, যার সংখ্যা মোট ১৬৮৮ টি। অথচ ২০১৫ সালে পুরো জার্মানিতে যৌন-অপরাধের ঘটনা ঘটেছে ৪৭,০০০। অর্থাৎ মাত্র ৩.৬% বহিরাগতদের দ্বারা ঘটেছে। বাকি ৯৬.৪% যৌন-অপরাধ ঘটিয়েছে জার্মান নাগরিকরাই।[৫৬] যাহ, গেল তো থলের বেড়াল বেরিয়ে, ন্যাও ঠেলা।

ঠিক আগের বছরে চলে যাই। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে *বিবিসি* Mega-brothels : Has Germany become 'bordello of Europe'? আর্টিকেলে বলছে, জার্মানি কি ইউরোপের সোনাগাছি হতে চলেছে? সে সময় জার্মানিতে ৪ লাখ পতিতা কাজ করত, জার্মানির জন্য এটা বছরে ১৬ বিলিয়ন ইউরো কামানোর এক বিশাল ইন্ডাস্ট্রি। এরপরও সে বছর জার্মান পুলিশের নোটিশে-আসা যৌন-নির্যাতনের কেস ২২,৪২২ টি ও শিশু যৌন-নির্যাতনের কেস ১২,১৩৪ টি।[৫৭]

আরও আছে। বমিটমি করে দিয়েন না। জার্মানির একজন Animal welfare

---

[৫৪] http://www.statisticbrain.com/rape-statistics

[৫৫]https://www.nbcnews.com/news/us-news/sexual-assault-reports-u-s-military-reach-record-high-pentagon-n753566

[৫৬]https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugees-responsible-for-tiny-proportion-of-sex-crimes-in-germany-despite-far-right-claims-following-a6884166.html

[৫৭] Police Crime Statistics (Report 2014), Federal Republic of Germany, Page 10. পিডিএফ পাবেন এখানে
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/PoliceCrimeStatistics/2014/pks2014_englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=1 germany rape statistics 2014

officer মিস Madeleine Martin বলেন Frankfurter Rundschau পত্রিকাকে যে, কল্পনার চেয়ে দ্রুতগতিতে জার্মানিতে বেড়েই চলেছে 'পশু পতিতালয়' (Bestiality brothel/Animal brothel)। শুধু তাই নাকি, এটাকে তারা স্রেফ একটা 'ব্যক্তিগত পছন্দ' (lifestyle choice) হিসেবে দেখছে। এমনকি জার্মানিতে 'যৌন-চিড়িয়াখানা' (erotic zoos) রয়েছে যেখানে লামা থেকে ছাগল পর্যন্ত নানা ধরনের প্রাণী মজুদ আছে ভোক্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য। জার্মানিতে পশুকাম পর্ন নিষিদ্ধ হলেও পশুকাম অবৈধ না। পশুকামীদের সংগঠন ZETA-র চেয়ারম্যান Michael Kiok জানিয়েছেন, 'স্রেফ একটা নীতি-মূল্যবোধ কখনও আইন হতে পারে না। পশুকামের বিরুদ্ধে আইন করার চেষ্টা করলে আমরাও আইনি লড়াই চালাব'। খবর *Daily Mail*-এর।[৫৮]

ল্যাটিন আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের ২৪ টা দেশকে ল্যাটিন আমেরিকা বলে যাদের ভাষা প্রধানত স্প্যানিশ, পর্তুগীজ বা ফ্রেঞ্চ।[৫৯] ৩ টা বাদে বাকিগুলোতে পতিতাবৃত্তি আইন করে বৈধ।[৬০] এসব দেশেও মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের 'সেক্স ট্যুরিজম' এর রাষ্ট্রীয়-ব্যাবসা। এরপরও ২০১৭ সালে UNDP-এর gender mission in Latin America-র প্রধান Eugenia Piza-Lopez AFP-কে বলেন, যুদ্ধপীড়িত এলাকাগুলো বাদে নারীর জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকা হচ্ছে লাতিন আমেরিকা (It's the most violent region in the world against women outside of conflict contexts)। যৌনসঙ্গী বাদে অন্য কারও দ্বারা ধর্ষণ যদি শুধু হিসাব করি তবে, লাতিন আমেরিকা শীর্ষে।[৬১]

BELIZE	legal
COSTA RICA	legal
EL SALVADOR	legal
GUATEMALA	legal
HONDURAS	legal
MEXICO	legal
NICARAGUA	legal
PANAMA	legal
ARGENTINA	legal
BOLIVIA	legal
BRAZIL	legal
CHILE	legal
COLOMBIA	legal
ECUADOR	legal
FRENCH GUIANA	under France
GUYANA	illegal
PARAGUAY	legal
PERU	legal
SURINAME	illegal
URUGUAY	legal
VENEZUELA	legal
CUBA	legal
DOMINICAN REPUBLIC	legal
HAITI	illegal

প্রতিটা দেশ ধরে ধরে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। কেবল সেখনকার

[৫৮]https://www.dailymail.co.uk/news/article-2352779/Bestiality-brothels-spreading-Germany-campaigner-claims-abusers-sex-animals-lifestyle-choice.html

[৫৯] https://www.britannica.com/topic/list-of-countries-in-Latin-America-2061416

[৬০] https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000772#unitedstates

[৬১]http://www.digitaljournal.com/news/world/latin-america-is-world-s-most-violent-region-for-women-un/article/508290

অবস্থাটা অনুমান করার জন্য সামান্য কিছু তথ্য তুলে ধরছি। আপনি যখন ব্যাবসা শুরু করে দিবেন, তখন নতুন নতুন ব্যাবসার দুয়ার খুলে যাবে, ক্রেতার চাহিদার ভিত্তিতে।

আন্তর্জাতিক সংগঠন End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) তাদের ২০১৪ সালের The Commercial Sexual Exploitation Of Children In Latin America রিপোর্টে[৬২] জানাচ্ছে ১১-১৭ বছরের প্রায় ২০ লক্ষ শিশু লাতিন আমেরিকার ভিতরে যৌনশ্রমে বাধ্য হচ্ছে। আর ২০১৮ সালে এসে ILO জানাচ্ছে লাতিন আমেরিকা থেকে বাইরে পাচারই হচ্ছে ২০ লক্ষ শিশু,[৬৩] তা হলে মহাদেশের ভিতরে যৌনশ্রম দেওয়া শিশুর সংখ্যা এখন কত?

হার্ভার্ডের David Rockefeller Center for Latin American Studies থেকে বের হয় চতুর্মাসিক প্রকাশনা *ReVista : Harvard Review of Latin America.* সেখানে *Sex Tourism in Latin America* নামক এক অনুসন্ধানী প্রবন্ধ লিখেছেন Harvard AIDS Institute-এর project manager ও কনসালটেন্ট Ann Barger Hannum.[৬৪] তিনি বলেন, Preda Foundation-এর জরিপে, লাতিন আমেরিকায় ৪০ লক্ষ পথশিশু, আর নিকারাগুয়ার পরিবার-মন্ত্রণালয়ের হিসেবে সে দেশে পথশিশুদের ৮০% যৌনপেশায় নিয়োজিত।

কানাডা

২০১৪ সালে House Government Bill C-36 পাশের আগে কানাডায় দেহব্যাবসা বৈধ ছিল। এই আইন দিয়ে দেহ বিক্রি অবৈধ করা হয়নি, তবে সেক্স কেনাকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে। তো দেখি বৈধ থাকা অবস্থায় কী অবস্থা ছিল। ২০০৯-২০১৪ সাল পর্যন্ত এক রিভিউয়ে কানাডা সরকারি Department of Justice বলছে, এই ৬ বছরে পুলিশের দেওয়া তথ্যে যৌন-আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ১,১৭,২৩৮ টি। Department of Justice-এর ২০১৪ সালের এক জরিপ অনুসারে, প্রতি হাজারে ৩৭ জন মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ করেছে। ১৫-২৪ বছর বয়েসী মেয়েদের এই হার বেশি, হাজারে

[৬২] The Commercial Sexual Exploitation Of Children In Latin America, page 11 http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/CSEC-OverView_LATINAMERICA_ENG.pdf

[৬৩] Child Sex Trafficking In Latin America, United Nations Human Rights Council http://www.edumun.com/workshops/committees/unhrc.pdf

[৬৪] https://revista.drclas.harvard.edu/book/sex-tourism-latin-america

৭১ জন। ৫২% ক্ষেত্রেই ধর্ষক ছিল বন্ধু, পরিচিত বা প্রতিবেশী।[৬৫] আর কানাডার YWCA (Young Women's Christian Association) জানাচ্ছে প্রতি বছর কানাডায় ৪৬০,০০০ টি যৌন-আক্রমণ হয়।[৬৬] এটা ২০১৪ সালে Huffington Post-এর রিপোর্ট, তখনকার হিসাব যখন দেহব্যাবসা বৈধ ছিল। কাজ তো হয়নি, ভাই।

এবার দেখেন ওই মেয়েগুলো কেমন ছিল যাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সমাজের চাহিদা মেটানো হয়েছিল। ২০০৫ সালে কানাডার ভ্যানকুভারে পতিতাদের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় (Farley et al. 2005) দেখা যায়, ৭৫% পতিতা মারাত্মকভাবে দৈহিক আঘাতের শিকার হন, এর মধ্যে আছে ছুরিকাঘাত, প্রহার, রক্তজমা কালসিটে, হাড় ফ্র্যাকচার (চোয়াল, কলারবোন, আঙুল, পাঁজরা, খুলি), কাটা ও চোখে আঘাত। এদের ৫০% মস্তিষ্কে সিরিয়াস আঘাত পেয়েছেন। বেসবল ব্যাট দিয়ে বা দেয়ালে মাথা ঠুকার দ্বারা। খদ্দেররা **কোনো বিশেষ যৌনকাজ না করায়** তাদের চরম নির্যাতন করেছে।

বিবিধ

জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে ৬৫ টি দেশের 'সরকারি-উপাত্ত সংকলন করা হয়। সেখানে দেখা যায় প্রতি বছর ২৫০,০০০ এর বেশি ধর্ষণ বা ধর্ষণচেষ্টার মামলা পুলিশের রেকর্ডে আসে।[৬৭]

দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রতি বছর ৫০০,০০০ জন, চীনে ৩১,৮৩৩ জন, মিশরে ২০০,০০০০ এর অধিক আর ব্রিটেনে ৮৫০০০ জন ধর্ষণের শিকার হয়।[৬৮] Huffington Post ২০১৭ সালে জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার লাস্ট পুলিশ রিপোর্টে এসেছে, প্রতিদিন সেখানে ১১৬ জন নারী ধর্ষিতা হচ্ছে, প্রতি ২৬ সেকেন্ডে একজন।[৬৯] ইন্টারপোল বলছে, দক্ষিণ আফ্রিকা ধর্ষণের রাজধানী।[৭০] প্রায় ৮৫০০০ নারী আর ১২০০০ পুরুষ শুধুমাত্র ইংল্যান্ড আর ওয়েলসে প্রতি বছর ধর্ষিত হয়।[৭১]

---

[৬৫] https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/jf-pf/2017/docs/may02.pdf

[৬৬] https://www.huffingtonpost.ca/2014/10/30/sexual-assault-canada_n_6074994.html

[৬৭] "Eighth United Nations Survey on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems". Unodc.org. 2005-03-31. Retrieved 2013-12-04.

[৬৮] https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics#cite_note-13

[৬৯]https://www.huffingtonpost.co.za/2017/08/31/the-horrific-reality-of-south-africas-rape-problem-will-shock-you_a_23192126/

[৭০] https://tears.co.za/wp-content/uploads/presentation.pdf

[৭১] https://rapecrisis.org.uk/statistics.php

যাদেরকে সামনে ঠেলে দিয়ে সামাজিক যৌন-সমস্যার সমাধান করার প্ল্যান হচ্ছে তারা নিজেরাই বাঁচছে না ধর্ষণ থেকে। ৯ টি দেশের (Canada, Colombia, Germany, Mexico, South Africa, Thailand, Turkey, United States, and Zambia) ৮৫৪ জন পতিতার মাঝে পরিচালিত এক জরিপে উঠে এসেছে আমাদের কাছে না পৌঁছনো এক আকুতি। তাদের ৭১% শারীরিক প্রহারের শিকার, আর ৬২% নিয়মিত ধর্ষণের শিকার। ৮৯% এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু তাদের আর উপায় নেই (Farley et al. 2003)।[৭২]

এমনকি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীও সারা পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার সাথে সাথে ধর্ষণ করে নিজেদের দেহ-মনের শান্তিও রক্ষা করছে। জাতিসংঘ নিজে প্রকাশ করেছে গত ৫ বছরে ৬৩২ টি ধর্ষণ কেস। তবে সংস্থাটির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মনে করেন, প্রকৃত সংখ্যা এর ১০গুণ হবার সম্ভাবনা আছে। আর Hear Their Cries নামের এক এনজিও-র হিসেবে জাতিসংঘকর্মীরা গত এক দশকে ৬০০০০ ধর্ষণ ও যৌন-নিগ্রহ ঘটিয়েছে।[৭৩]

আঁচ করা গেল, সমাধানের নামে যা আমাদের গেলানো হচ্ছে, তা আসলে সমাধান না, তা হলো ব্যাবসা। পশ্চিমা সভ্যতার আরেক গলি থেকে ঘুরে আসি চলুন।

পশু-ধর্ষণ

আচ্ছা, মানুষ কী কখনও পশু হতে পারে? মানুষ যে পশু হয়, তা জার্মানির আলোচনায় খানিকটা উঠে এসেছে। এবার সভ্যতার বাকি এলাকাগুলোয় নজর বুলাই।

Western Australian Herald পত্রিকা জানাচ্ছে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড 'পশু-পতিতালয়' (Animal Brothel) থেকে ২০ টা কোয়ালা উদ্ধার করার খবর, সেই সাথে ওই ফার্মের মালিক এবং ৩০ জন গেস্টও আটক হয়েছে যারা সারারাত এগুলো নিয়ে পার্টি করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিল। ওই মাসে এটা ছিল ৩য় পশু পতিতালয় যা বন্ধ করে দেওয়া হলো। মনোবিদ Dane Banff জানাচ্ছেন, আমরা আসলে জানি না এই এলাকায় পশু পতিতালয়ের এত চাহিদা কী করে হলো[৭৪]

কানাডার সুপ্রীম কোর্ট বলেছে, পশুকে লিঙ্গ প্রবেশ না করলে সেটার সাথে

---

[৭২] https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/695670

[৭৩]https://www.express.co.uk/news/world/920390/Sexual-abuse-UN-peacekeeper-accused-612-cases

[৭৪] https://worldnewsdailyreport.com/australia-20-koalas-rescued-from-animal-brothel/

অন্যান্য যৌনকর্ম আইনত অবৈধ নয়।[৭৫] ফিনল্যান্ড, রোমানিয়া ও হাঙ্গেরিতে পশুকে আহত না করে যৌনসঙ্গম বৈধ।[৭৬] আমেরিকার Hawaii, Kentucky, Nevada, New Mexico, Ohio, Texas, Vermont, West Virginia, Wyoming এবং the District of Columbia-তে পশুমৈথুন আইনত বৈধ।[৭৭] ২০১৫ সালের আগ পর্যন্ত ডেনমার্কে এটা বৈধ ছিল এবং সারা দুনিয়া থেকে পশুকামীরা আসত সে দেশে (animal sex tourism)।[৭৮] ব্রাজিল, মেক্সিকো ও থাইল্যান্ডেও বৈধ।[৭৯]

Characteristics of Juvenile Offenders Admitting to Secual Activity with Nonhuman Animals নামের এক বিখ্যাত স্টাডিতে উঠে এসেছে, পশু ধর্ষণের সাথে পরবর্তীকালে মানব ধর্ষণের সংযোগ রয়েছে (There is often a correlation between sexual abuse against animals and sexual violence against humans)। ওই স্টাডিতে ১৪ জনের একদল (সাবগ্রুপ) কিশোর যারা সবাই পশুমৈথুনের কথা স্বীকার করেছে, তাদের ১৩ জনই (৯৬%) আবার মানুষের সাথে যৌন-অপরাধের কথাও স্বীকার করেছে।[৮০]

যখন স্বাভাবিক যৌনতা এতটাই সহজলভ্য হয়ে পড়বে তখন মানুষ খুঁজবে ভিন্ন কিছু। সেই ভিন্ন কিছু কী, তা জানতে আবার 'প্যারাফিলিয়া' অধ্যায়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তখন কারও লাগবে শুধু মুখমেহন, কারও লাগবে শুধু পায়ু, আবার কারও লাগবে শুধু শিশু কিংবা পশু। কেউ পিটিয়ে ভিকটিমের কাতর চোখে খুঁজে নেবে আরও মজা। আর এই নতুন নতুন চাহিদা মেটাতে পুঁজিবাদ খুলে বসবে নতুন নতুন সব দোকান। সেখানে সাজানো থাকবে পসরা, এমন সব পসরা যা দেখে বিবেকের তলানিও শিউরে ওঠে। সব মানবতা-মূল্যবোধ-নৈতিকতার লাশের ওপর দিয়ে চলে যায় পসরার ট্রাক। তাদের প্রয়োজন শুধু মুনাফা-পুঁজি, কী গেল কী এল দেখার সময় নেই। সুতরাং সমাধান 'হেথা নয়, হেথা নয়; অন্য কোথাও, অন্য কোনো খানে'।

---

[৭৫] https://www.independent.co.uk/news/world/americas/bestiality-legal-canada-supreme-court-a7073196.html

[৭৬]https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CxD34CcElXgJ:https://sarahmaxresearch.com/2017/06/27/the-animal-prostitution-and-bestiality-brothels-in-europe-the-50-shades-of-shame/+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=bd&client=opera

[৭৭] https://metro.co.uk/2017/04/13/the-dark-truth-about-bestiality-parties-6570714/

[৭৮]https://www.reuters.com/article/us-denmark-bestiality/denmark-bans-bestiality-in-move-against-animal-sex-tourism-idUSKBN0NC1YM20150421

[৭৯]https://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/why-would-anyone-want-to-have-sex-with-an-animal-the-psychology-of-bestiality-10201158.html

[৮০] https://www.animalsandsociety.org/wp-content/uploads/2015/11/fleming.pdf

আমাদের সমাধান

আমাদের ১ম পক্ষকে দেখা যায় আর সব বাদ দিয়ে একটাই সমাধানে পৌঁছতে—মেয়েটার পোশাক ঠিক থাকলেই এটা হতো না (উদ্দীপক)। নিশ্চয়ই পোশাকে সমস্যা ছিল **[জ]**। আর ২য় পক্ষকে দেখা যায় একটাই সমাধানে পৌঁছতে—ছেলেদের মানসিকতা ঠিক করতে হবে (মেন্টাল সেট-আপ), আমার যা মনে চায় আমি তাই পরার অধিকার রাখি। কিন্তু কীভাবে ছেলেদের মানসিকতা ঠিক করা হবে তারও কোনো প্রায়োগিক বাস্তবসম্মত রূপরেখা ঠিক করে দেন না তারা।[৮১] কিন্তু এই ২ টি জিনিসকে যে-কোনোভাবে এক হতে না দিলেই (২ নং, স্থান ও সময়) সমস্যা সমাধানের একটা রাস্তা পাওয়া গেল। ধর্ষণ একটা মাল্টিফ্যাক্টর ঘটনা, অনেকগুলো কারণ-সুযোগ-উদ্দেশ্য মিলে একটা ঘটনা ঘটে, একটা ফ্যাক্টর দূর করার ধোঁয়াশামূলক মানববন্ধন কোনো ফলপ্রসূ চিন্তা নয়। আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে,
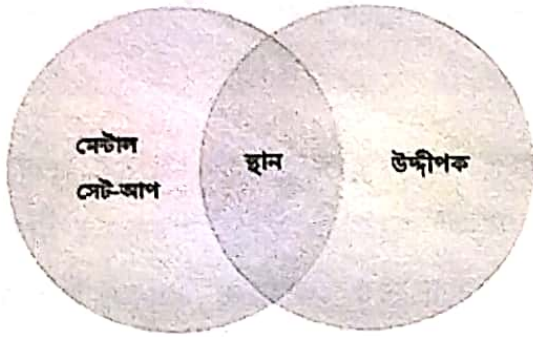
প্রথমত, এই ৩ টি ফ্যাক্টর একসাথে হতে দেওয়া যাবে না। এটা প্রাথমিক সমাধান।

আর দ্বিতীয়ত, প্রতিটা ফ্যাক্টরকে আলাদা আলাদাভাবেও কমিয়ে আনা, বা বিমোচন করে ফেলা।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমি লেখাটির মাঝখানেই উপসংহার টেনে দিচ্ছি। অত্যন্ত

[৮১] মেন্টাল সেট-আপ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উগ্র নারীবাদীদের একটা বুলি হলো—পুরুষত্ব বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাটাই যত সমস্যার মূল। তাই পুরো পুরুষ জনগোষ্ঠীকে ট্রেইন ও re-educate করতে হবে, পুরুষত্বকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করতে হবে নারীবাদের ছাঁচে ফেলে। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার University of the Arts-এর Professor of Humanities and Media Studies প্রথিতযশা নারীবাদী Camille Paglia এই রূপরেখার সমালোচনা করেছেন। (https://www.youtube.com/watch?v=HrscwJYO8G8) তাঁর মতে এটা অসম্ভব, অবাস্তব এবং অযৌক্তিক। কেন তা সামনে আলোচনায় আসছে। [সম্পাদক]
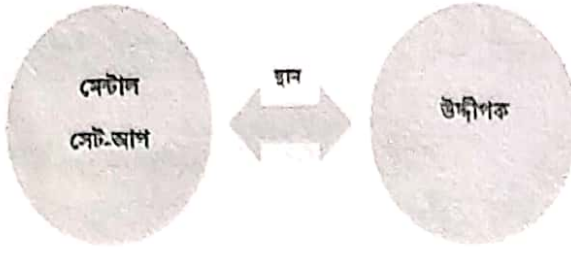
দুঃখজনক হলেও সত্য এবং অত্যাশ্চর্য কথাটি আমাকে বলে ফেলতে হচ্ছে। তা হলো, ১৪০০ বছর পূর্বের একটি সিস্টেম আশ্চর্যজনকভাবে এই ৩ টি ফ্যাক্টরকে পৃথক রেখে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এবং সেইসাথে প্রতিটাকে মোচন করেছে আলাদাভাবে, এবং সামগ্রিকভাবে সমাধানের ফর্মুলা দিচ্ছে। আজকের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে-যে পয়েন্ট চিহ্নিত করেছে, সেই সেই পয়েন্টের সমাধান ১৪০০ বছর ধরে ইসলাম দিয়ে চলছে, এবং যারা মেনে চলছে তারা সুফল পেয়ে আসছে। সমস্যা নয়, সমাধান নিয়েই প্রজন্মের পর প্রজন্ম গুজরে যাচ্ছে।

১. 'স্থান'-সমস্যার সমাধান

তা হলে আমাদের প্রথম লক্ষ্য হলো, এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা যে, যে-কোনো মেন্টাল সেট-আপের কেউ তার উদ্দীপককে সুবিধামতো যেন না পায়। এটা স্বল্পতম সময়ে করা সম্ভব, বাকিগুলোতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। তাই এটাই আমাদের প্রথম স্টেপ। সম্ভাব্য ভিকটিম ও সম্ভাব্য অপরাধী একসাথে হতে পারবে না। তা হলে বের করেন কোথায় কোথায় তারা একত্র হচ্ছে।

তার আগে একটা পরিসংখ্যান দেখে নিই, চলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ যৌন-নির্যাতন বিরোধী সংগঠন RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network)। ১০০০-এরও বেশি লোকাল সংগঠনের সাথে মিলে এরা তৈরি করেছে এবং পরিচালনা করছে দেশের National Sexual Assault Hotline, যার মাধ্যমে এরা ১৯৯৪ সাল থেকে আজ অবধি ২.৭ মিলিয়ন লোককে সহায়তা দিয়েছে। তারা জানাচ্ছে, প্রতি ১০ জনের ৭ জন ধর্ষিত হয় **পরিচিত**
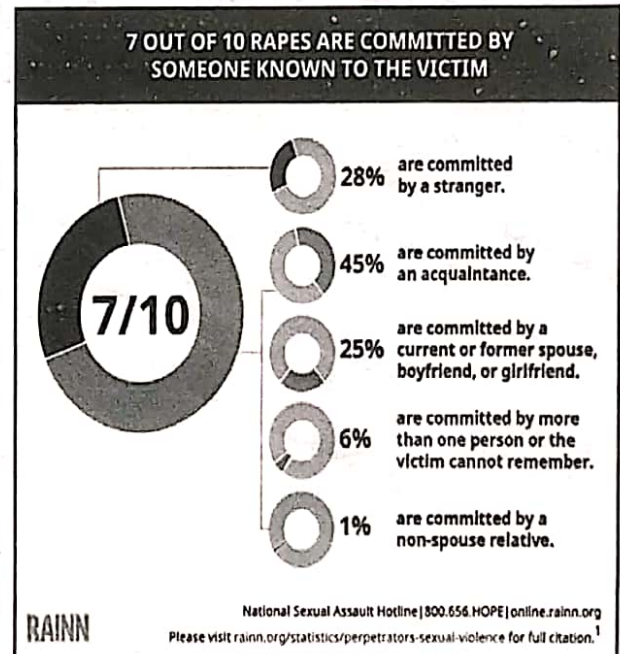
কারও দ্বারা[৮২] **[ঠ]**। যাকে আলাদা করে বলা হয় Acquaintance Rape। দেখুন, মাত্র ২৮% ধর্ষণের কারণ কিন্তু অপরিচিত লোক। বাকি ৭২% ধর্ষকই ধর্ষিতার পূর্বপরিচিত।

ক্যাম্পাস সেফটি ম্যাগাজিন-এর প্রধান সম্পাদক Robin Hattersley-Gray জানাচ্ছেন, একই সংগঠনের ভ্রাতৃপ্রতিম পুরুষ (Fraternity men)[৮৩] যাদেরকে **মেয়েরা স্বাভাবিকভাবে নিরাপদ মনে করে,** তাদের দ্বারা যৌন-নিগ্রহ বা যৌন-আক্রমণের শিকার হবার সম্ভাবনা অপরিচিত পুরুষের তুলনায় বেশি। (সূত্র : Coercive Sexual Strategies)[৮৪]

ধর্ষণে বিগত ১০ বছরে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। এমন কিছু নেই সে দেশে ধর্ষণ করা হচ্ছে না। ধর্ষণ হচ্ছে, বাসে-ট্রেনে সবখানে, বিদেশি পর্যটক, ৪ মাসের আইসিইউতে ভর্তি শিশু থেকে নিয়ে পুরুষ কুকুর পর্যন্ত। ভারতের ২০১৬ সালের ধর্ষণের পরিসংখ্যান নিয়ে এলাম।[৮৫]

সাল	২০১৬	%
মোট ধর্ষণ-মামলা	৩৮৯৪৭	১০০
১. পরিচিত দ্বারা	৩৬৮৫৯	**৯৪.৬৩৮৮৭**
প্রতিবেশী	১০৫২০	২৭.০১১০৭
বিয়ের প্রলোভন	১০০৬৮	২৫.৮৫০৫১
অফিসের বস/সহকর্মী	৬০০	১.৫৪০৫৫৫
প্রাক্তন স্বামী/ লিভ টুগেদারের সঙ্গী	৫৫৭	১.৪৩০১৪৯

[৮২] https://www.rainn.org/statistics/perpetrators-sexual-violence
সূত্র : Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, National Crime Victimization Survey, 2010-2014 (2015)

[৮৩] এটার একটা পারিভাষিক অর্থ আছে। ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিছু ক্লাব থাকে, ছেলেদের ক্ষেত্রে এগুলোকে ফ্র্যাটারনিটি আর মেয়েদের ক্ষেত্রে সরোরিটি বলে।
https://en.wikipedia.org/wiki/Fraternities_and_sororities [সম্পাদক]

[৮৪] https://www.campussafetymagazine.com/safety/sexual-assault-statistics-and-myths/

[৮৫]http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2016/pdfs/Crime%20Statistics%20-%202016.pdf
TABLE 3A.4 Offenders Relation to Victims of Rape – 2016, পেজ- ১৪৬-১৪৭
National Crime Records Bureau (Ministry of Home Affairs)
Crime in India- 2016 Statistics

অজাচার ধর্ষণ	৬৩০	১.৬১৭৫৮৩
অন্য নিকটাত্মীয়	১০৮৭	২.৭৯০৯৭২
দূর সম্পর্কের আত্মীয়	২১৭৪	৫.৫৮১৯৪৫
অন্যান্য পরিচিত	১১২২৩	২৮.৮১৬০৮
২. অপরিচিতদের দ্বারা	২০৮৮	**৫.৩৬১১৩২**

২০১৬ সালে ভারতের ৯৪.৬৪% ধর্ষণ হয়েছে পরিচিত জনের দ্বারা ২০১৬ সালে। মাত্র ৫% হয়েছে অপরিচিত লোক দ্বারা। এটা পরে আমাদের আবার লাগবে। যেহেতু বাংলাদেশের সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক কিছু মিল আছে।

এবার আমরা কয়েকটা ফ্যাক্টর পাশাপাশি বসিয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

১. রেপমিথ। আপনার কোনো ধারণাই নেই, যে ছেলেদের সাথে আপনি মেলামেশা করছেন, তাদের কার মনে কেমন রেপমিথ শেকড় গেড়ে আছে।

২. ফ্যাক্টর [ঠ] : পরিচয়... **৭২%** ধর্ষকই ধর্ষিতার পূর্বপরিচিত লোক

৩. ফ্যাক্টর [চ] : রাগ... 'নারীর স্বাভাবিক আচরণের কারণে রাগ' সাধারণ একটা ছেলেকেও ধর্ষকের মতো করে চিন্তা করার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নারীর প্রতি কোনো কারণে রাগান্বিত পুরুষ যদিও স্বাভাবিক যৌন-মানসের, কিন্তু রাগের কারণে ধর্ষণের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। **৩২%** ধর্ষণ হয়েছে এই কারণে। এরাই অধিকাংশ ধর্ষক, যারা বলে মেয়েটি আমাকে রাগিয়েছে। রাগের কারণগুলো যা যা হতে পারে : ব্রেক-আপ, সম্পর্কে সন্দেহ, ঝগড়া, একদম সাধারণ কোনো কথা, ইয়ার্কি ফাজলামি, টিজ-করা। মোদ্দা কথা, এ কাজগুলো তো পরিচিত লোকের সাথেই করা হয়, একদম স্বাভাবিক মেলামেশা। এই পরিচিত লোকগুলোর মাঝেই কে আপনার কোন কথাকে কীভাবে নিয়েছে, নিজের ভিতর আপনার প্রতি রাগ লালন করছে, ফ্যান্টাসি লালন করে করে অন্ধকুঠুরির মাঝে আপনার ছবি এঁকে রেখেছে। আপনি জানেন না, কিচ্ছু জানেন না।

নারী-পুরুষ স্বাভাবিক সামাজিক মেলামেশায়, পেশাগত পরিবেশে, ক্যাম্পাসে—যে-কোনো পরিবেশ যেখানে নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার সুযোগ আছে, সেখানে এই পরিচয়, পরিচয়-পরবর্তী মেলামেশা, স্বাভাবিক সামাজিক আচরণ ও সম্পর্কও একজন নারীর জন্য নিরাপদ নয়। এটা আমার কথা নয়, এটা পশ্চিমা গবেষণা পরিসংখ্যানের

কথা, **যেখানে ৭২% ধর্ষক আপনার পূর্বপরিচিত যারা–**

কোনো কারণে আপনার প্রতি রাগ পুষে রেখেছে (৩২%)

কিংবা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল (২৩%)

কিংবা বিশ্বাস করে 'রেপ মিথে' (২৫%)। বিশ্বাসটা এমন যে, 'মেয়েরা ধর্ষণ এনজয় করে' বা 'রেপ একবার করতে পারলে মেয়েটা তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে' বা 'পরিচিত কাউকে রেপ করা রেপ না' বা 'শুরুতে একটু বাধা দিবে, মজা পেতে শুরু করলেই আর দেবে না'।

মাথাব্যথা হবে, তাই মাথা কেটে ফেলতে বলছি না। মাথাব্যথা হবে, তাই টিভি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে বলছি। মাথাব্যথা হবে, তাই বই থেকে চোখ নিরাপদ দূরত্বে রেখে পড়তে বলছি। যদি সমাধানের মানসিকতা নিয়ে পড়েন, তা হলে বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। তর্কের জন্য তর্ক তো করাই যায়, তাতে সমাধান মেলে না। একজন নারী যত বেশি-সংখ্যক পুরুষের সাথে পরিচিত হবে, যত বেশি-সংখ্যক পুরুষের সাথে ওঠাবসা, মেলামেশা করবে, তত বেশি মনোজগতের সাথে সে এক্সপোজড হবে। তত বেশি রিস্ক ফ্যাক্টর বেড়ে যাবে এই ৩২% এর, ২৩% এর ও ২৫% এর। তত বেশি তার ধর্ষিতা হবার সম্ভাবনা বাড়বে। যদি আমরা ধর্ষণের স্থান ও পরিচয়ের স্থান মিলাই, তা হলে এই লোকগুলোর সাথে নারী পরিচিত হয়েছে কোথায়? ওঠাবসা করেছে কোথায়? অপরাধী দিনের-পর-দিন ভিকটিমকে নিয়ে ফ্যান্টাসি করেছে কোথায়? মনের গহীন কোটরে তাকে নিয়ে অশ্লীল কল্পনার খোরাক পেয়েছে কোথায়? হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, নাহয় কর্মস্থলে, নয়তো মহল্লায়-দোকানে (প্রতিবেশী), কিংবা বাসায়। মানে আমি নারী-পুরুষের মিনিমাম মেলামেশার কথাই বলছি। কেননা স্বাভাবিক সামাজিক মেলামেশাও নারীর জন্য অনিরাপদ।

আমার প্রথম প্রস্তাবনা :

নারী-পুরুষ পৃথক কর্মস্থল, পৃথক শিক্ষা-ক্যাম্পাস, পৃথক যানবাহন। যদি স্থান আলাদা সম্ভব না হয়, তবে সময় আলাদা, শিফট আলাদা আলাদা। ব্যস, ৭২% ভিকটিম আর ধর্ষক আলাদা হয়ে গেল।

১.১ কর্মস্থল :

অফিস টাইমে তো আসলে ধর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। যা হবে তা হলো, যৌন-হয়রানি।

TUC (Trades Union Congress) এবং Everyday Sexism পরিচালিত এক রিপোর্টে উঠে এসেছে **৫২% ব্রিটিশ নারী কর্মক্ষেত্রে যৌন-হয়রানির শিকার হয়।** এদের এক-চতুর্থাংশ স্পর্শকাতর স্থানে অযাচিত স্পর্শ ও এক-পঞ্চমাংশ স্পর্শের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতার ভিকটিম। এর আগে ল'ফার্ম Slater and Gordon পরিচালিত জরিপে পাওয়া গিয়েছিল ৬০% কর্মজীবী ব্রিটিশ নারী অশালীন আচরণের শিকার। খবর গার্ডিয়ানের।[৮৬]

Stop Street Harassment নামক এনজিওটি ২০১৮-এর জানুয়ারিতে চালানো অনলাইন জরিপে উঠে এসেছে ৮১% **মার্কিন** নারী কোনো-না-কোনোভাবে যৌন-হয়রানির শিকার হয়। তাদের **৩৮% ঘটনাই ঘটেছে কর্মস্থলে।**[৮৭]

তবে যেখানে ধর্ষণ হওয়া সম্ভব সেটা হলো, নারী-পুরুষ যে সার্ভিসে একসাথে থাকতে হয়, এমনকি রাতেও; যেমন সেনাবাহিনী। পেন্টাগন নিজেই জানিয়েছে, ২০১৬ সালে আর্মির ভিতরে রেকর্ড পরিমাণ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, ৬১৭২ টি।[৮৮] উত্তর কুরিয়ার আর্মিতে মেয়েদের ৭ বছর বাধ্যতামূলক কন্সক্রিপশান সার্ভিস দিতে হয়। একজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের মেয়ে সাবেক সেনাসদস্যা Lee So Yeon (৪১) বিবিসি-কে জানিয়েছে, সেখানে যৌন-হয়রানিই জীবন।[৮৯] 'সাবেক পূর্ব উগান্ডা' নামের একটা দেশে যে-বার প্রথম আর্মিতে নারী নিয়োগ দেওয়া হয়, সে বার সুন্দরী এক অফিসার ক্যাডেট সিনিয়র অফিসারদের লালসা মেটাতে মেটাতে গর্ভবতী হয়ে যাবার ঘটনা সে দেশের সেনা অফিসারদের মধ্যে খুবই মুখরোচক। পরে তাকে গর্ভপাত করিয়ে তারই পছন্দমতো সবচেয়ে ভদ্র অফিসারটার সাথে বাই অর্ডার বিবাহ দিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হয়।

এমনকি খোদ জাতিসংঘের কর্মচারীদের এক-তৃতীয়াংশ (৩৩%) গত দুই বছরে কমপক্ষে একবার যৌন-হয়রানির কবলে পড়েছেন সহকর্মীর কাছ থেকে। Deloitte নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৩০,৩৬৪ জন জাতিসংঘ-কর্মীর এক অনলাইন সার্ভে করে এ তথ্য জানায়। আরও ৩৮.৭% জানিয়েছে তারা পুরো কর্মজীবনের কোনো এক

---

[৮৬] https://www.theguardian.com/world/2017/oct/16/facts-sexual-harassment-workplace-harvey-weinstein

[৮৭] "The Facts Behind the #MeToo Movement: A National Study on Sexual Harassment and Assault" নামে ফেব্রুয়ারি ২০১৮-তে তারা রিপোর্ট পাবলিশ করে। এখানে পিডিএফ আছে সম্পূর্ণ রিপোর্টের-
http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2018/01/Full-Report-2018-National-Study-on-Sexual-Harassment-and-Assault.pdf

[৮৮] http://time.com/5260183/military-sexual-assault-rape-reports/

[৮৯] https://www.bbc.com/news/stories-41778470

সময়ে একবার যৌন-হয়রানির শিকার হয়েছেন।[৯০]

যৌন সুড়সুড়িমূলক গল্প বা কৌতুক শুনিয়ে	২১.৭%
চেহারা বা শরীর নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য	১৪.২%
অশ্লীল-স্পর্শ	১০.১%
অযাচিত যৌন-সম্পর্কের চেষ্টা	৯.১%
ধর্ষণ ও যৌন-আক্রমণ	১.৩%

১.২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

Pennsylvania Coalition against Rape কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের National Sexual Violence Resource Center[৯১] আমাদেরকে জানাচ্ছে—

- ২০-২৫% কলেজ-ছাত্রী এবং ১৫% ছাত্র তাদের কলেজে পড়াকালীন সময়ে জবরদস্তি সহবাসের শিকার হয়।[৯২]
- ২৭% কলেজ-ছাত্রী কোনো-না-কোনোভাবে অসম্মত যৌন-অভিজ্ঞতা লাভ করে।[৯৩]
- প্রায় কলেজের ছাত্রী শিকার হয় যৌন-হেনস্থার (harassment)।[৯৪]
- এটা ১০% এর স্ট্যাটিস্টিকস, কলেজ-ক্যাম্পাসে যৌন-নির্যাতনের শিকার ৯০% ভিকটিমই ঘটনা চেপে যায়।

ক্যাম্পাস সেফটি ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক Robin Hattersley-Gray-এর আর্টিকেল অনুযায়ী[৯৫]

---

[৯০] http://time.com/5505290/survey-u-n-sexual-harassment-third/ https://www.dhakatribune.com/world/2019/01/16/one-third-of-un-workers-say-sexually-harassed-in-past-two-years [সম্পাদক]

[৯১] https://www.nsvrc.org/statistics#footnote-c

[৯২] Cullen, F., Fisher, B., & Turner, M., The sexual victimization of college women (NCJ 182369). (2000). Retrieved from the U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/182369.pdf

[৯৩] Gross, A. M., Winslett, A., Roberts, M., & Gohm, C. L. (2006). An Examination of Sexual Violence Against College Women. Violence Against Women, 12, 288-300. doi: 10.1177/1077801205277358

[৯৪] Hill, C., & Silva, E. (2005). Drawing the line: Sexual harassment on campus. Retrieved from the American Association of University Women: http://www.aauw.org/files/2013/02/drawing-the-line-sexual-harassment-on-campus.pdf

[৯৫] https://www.campussafetymagazine.com/safety/sexual-assault-statistics-and-myths/

- ২০-২৫% নারী তাদের কলেজ-জীবনে ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণচেষ্টার শিকার হচ্ছে। (সূত্র : U.S. Department of Justice)
- প্রতি ৫ জনে ১ জন হাইস্কুলের ছাত্রী তাদের প্রেমিকের দ্বারা (dating partner) যৌন-নিগ্রহের (sexually abused) শিকার
- যা পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তা কেবল অর্ধেকের। কেননা অর্ধেকের বেশি 'ক্যাম্পাসে ধর্ষিতা' কাউকে ঘটনার কথা জানান না (সূত্র : U.S. Department of Justice)

Stop Street Harassment জানাচ্ছে ৫৬% যৌন-হয়রানি হয়েছে ইনস্টিটিউশনে। তার মধ্যে ১২ ক্লাসের আগে ৩০% এবং ভার্সিটি-কলেজে ১৬%। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সহশিক্ষার যে ফযীলত বয়ান করা হয়েছে, তা আদৌ টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং আমাদের মেন্টাল সেট-আপের রিস্ক ফ্যাক্টরের দুটা প্রকটভাবে মিলছে সেট-আপ আর ভিকটিমের এই কমন গ্রাউন্ড বা মিলনমেলায়।

নারীর স্বাভাবিক আচরণে পুঞ্জীভূত রাগ **[চ]**, যেহেতু ক্লাসমেটদের সাথে কমন বিষয়ে ইন্টারঅ্যাকশান বাড়ছে।

নারীর ব্যাপারে অশ্লীল আলোচনাকারী বন্ধু সার্কেল **[ঝ]** যারা ক্লাসমেটদের নিয়ে মুখরোচক ও রসালো আলোচনা করে। কোনো স্বাভাবিক আঁতেলের মনেও এসব শুনে জন্ম নিচ্ছে রেপমিথ, মেয়েটা বোধহয় আসলেই এমন।

সেই সাথে আরেকটা জিনিস বাড়ছে, রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোর ডোজ **[ট]**। বারবার পাচ্ছে **[চ]** আর **[জ]**-এর ডোজ, ডোজের-পর-ডোজ।

প্রাসঙ্গিকতার ভিতরেই আরেকটা রিসার্চের ফলাফল পেশ করার লোভ সামলাতে পারছি না। মুক্তমনাদের বেহেশত নেদারল্যান্ডের University of Amsterdam-এর Oliver Holz এবং University of Maastricht এর Kristof De Witte মিলে গবেষণাটা করেন।[৯৬] একটা স্কুলের ১৩-১৪ বছরের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। তাদেরকে ৪টা গ্রুপে ভাগ করা হলো : একটা শুধু ছেলেদের, একটা শুধু মেয়েদের, দুইটা মেশানো। একই টিচার দিয়ে ক্লাস নেওয়ানো হলো একই টপিকে, নেওয়া হলো টেস্ট। পাওয়া গেল, শুধু ছেলেদের গ্রুপে মোটিভেশন (বিষয়ের বুঝ, ধারণ ও প্রয়োগের উৎসাহ) মিক্সড ও মেয়েদের গ্রুপের চেয়ে বেশি। গবেষকরা আশা প্রকাশ করেছেন, তাঁদের এই রিসার্চ সামনে আরও রিসার্চের দুয়ার খুলবে, বিশেষ করে শিক্ষা অর্জন ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা শিক্ষার প্রভাবের ব্যাপারে (to examine the effects of homogenous gender education on educational attainments)।

---

[৯৬] http://www.education-and-gender.eu/edge/pdf/THE_EFFECT_OF_SINGLE_9.pdf

১.৩ রাস্তা/বাহন :

ক্যাম্পাস কিংবা শিফট এবং কর্মক্ষেত্র আলাদা করা বা ন্যূনতম মেলামেশা নিশ্চিত করার জন্য আলাদা করে বড়ো কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। ৭২% পরিচিত বন্ধুসুলভ ধর্ষককে ঠেকাতে কেবল কর্তৃপক্ষ ও পিতামাতার সচেতনতা ও সদিচ্ছাই যথেষ্ট।

কিন্তু বাকি ২৮% ধর্ষণ যা অপরিচিত লোকের দ্বারা (strangers) হচ্ছে, সেগুলোতে ভিকটিমকে ধর্ষক পাচ্ছে কোথায়? বা, যৌনস্পর্শ ও হয়রানিগুলো হচ্ছে কোথায়? Stop Street Harassment-এর জানুয়ারি ২০১৮ সালের রিপোর্ট আমাদের জানাচ্ছে, একই ব্যক্তি একাধিকবার আক্রান্ত হবার কথা জানিয়েছে। মোট ৬৯% হয় পাবলিক স্পেসে। পাবলিক স্পেসে হওয়া অপরাধগুলোর মধ্যে—

- ৬৬% যৌন-হয়রানি হয়েছে পাবলিক প্লেসে (রাস্তা, পার্ক, সমুদ্রসৈকত, দোকান, রেস্তোরাঁ, শপিং মল, লাইব্রেরি, থিয়েটার, যাদুঘর, সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম)
- ২৬% ঘটনা ঘটেছে পাবলিক যানবাহনে (বাস, সাবওয়ে, মেট্রোরেল, ট্রেন, প্লেনে)
- আর ৩৩% ঘটেছে নৈশ-বিনোদনে (কনসার্ট, বার, ক্লাব) সাথে 'মদপান'-টাও মিলিয়ে নিন **[ছ]**, অ্যালকোহল পানে সরল-স্বাভাবিক পুরুষও ধর্ষকের মতো করে চিন্তা করছে।

আর অপরিচিত লোক যখন ধর্ষণ করে তখন সে ভিকটিমকে আর কোথায় পাবে? নির্জন রাস্তা বা নির্জন যানবাহনে, যেমনটা আমরা প্রায়শই খবর পাই।

আমার যেখানে যখন ইচ্ছা আমি যাব, এগুলো তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতার দিকে তাকালে আমাদের বলতেই হয়, নারীর এসব জায়গা থেকেই দূরে থাকা উচিত। আগুন থেকে দূরে থাকার নামই সতর্কতা, ঘটনার সব রিস্ক থেকে দূরে থাকাকেই বলে সাবধানতা। আর ছেলেরা কেন ধর্ষণ করবে, ছেলেদের দোষ। সেটা তো বটেই, সেটা অস্বীকারের কোনো সুযোগই নেই। ছেলেদের মন-মানসিকতা পরিবর্তন তো করতেই হবে। কিন্তু ১০০% শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গ্রাম্য, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-উচ্চবিত্ত সবাই একসাথে মন-মানসিকতা চেঞ্জ করে ফেলবে, এটা আশা

করাটা ঠিক আছে; কিন্তু রূপকথা। চেরাগে ঘষা দিলেও সম্ভব কি না আপনিই ভাবুন।[৯৭] আগুন নেভানো হবে, কিন্তু এর আগে আমার করণীয় যে, আমি আগুনের কাছে যাব না, দূরে থাকব। আগুনে হাত ঢুকিয়ে 'আগুন নেভাও, আগুন নেভাও' বলে চিৎকার করা একটু আহাম্মকি নয় কি? যদি আসলেই সমাধান চান, তবে প্রথমে আগুন থেকে নিরাপদ দূরত্বে যাবেন, এরপর ফায়ার সার্ভিস আসবে, আগুন নেভাবে, সময় লাগবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তো নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে নিজেকেই।

তো আমাদের পরের প্রস্তাবনা :

১.

দিনের নির্জন সময়টাতে নারী একাকী নির্জন জায়গায় বা নির্জন রাস্তায় যাবে না। শহরে এমন জায়গা বা সময় সচরাচর পাওয়া যায় না, তবে গ্রামে বা মফস্সলে এমন জায়গার অভাব নেই। আর বেশি ভোর, ভরদুপুর, সন্ধ্যার পর—এই তিন সময়ের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে। আর শহরে সন্ধ্যার পর অন্ধকার এলাকা, যেমনটা নানান আবাসিক এলাকায় পাওয়া যায়। দিনের নানা কাজ/প্রোগ্রাম এভাবে সাজিয়ে নিতে হবে। রুটিনকে নিরাপদ করে নিতে হবে। কোনো দেশেই পুলিশ ঘটনার আগে আসে না, পুলিশকে দোষ দিয়ে কী লাভ, তারা ভবিষ্যদ্বক্তা তো না। আর একটা ঘটনা একবার ঘটে গেলে তা তো আর উঠে আসবে না। Stop Street Harassment-এর রিপোর্টের রচয়িতা Holly Kearl যেমনটা বলেছেন, খুব সামান্য ভিকটিমই হয়রানিকারীকে মোকাবিলা করেছে। বরং তারা নিজেদের জীবনযাত্রা পরিবর্তন করে নিয়েছে যাতে হয়রানি এড়ানো যায় ও হয়রানির ঝুঁকি কমে। তারা যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করেছে, বা এমন রুটিন বদলে নিয়েছে যাতে হয়রানি কম হয়, বা চাকুরি বদলেছে নয়তো ছেড়ে দিয়েছে। **কাউকে মোকাবিলা করাটা খুব কঠিন, বরং নিজের জীবনকেই বদলে নেওয়া সহজ।**

---

[৯৭] আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার University of the Arts-এর Professor of Humanities and Media Studies প্রথিতযশা নারীবাদী Camille Paglia-র মতে, নারীরা বুদ্ধিমত্তার (IQ spectrum) মাঝামাঝিতে অবস্থান করে। আর পুরুষের অবস্থান দুই প্রান্তে, হয় অনেক বেশি, নয়তো বেশ কম। ফলে পুরুষ-জাতির মেন্টাল সেট-আপকে নারীবাদের ছাঁচে আবার গড়ে নেবার জন্য re-educate করার প্ল্যান আসলে ভেস্তে যাবে। কারণ কম আইকিউয়ের পুরুষেরা এই শিক্ষাটা নিতে পারবে না, আর বেশি আইকিউয়ের পুরুষেরা শেখানো-নিয়মে থাকতে চাইবে না। অর্থাৎ এই বাস্তবতা-বিবর্জিত গণশিক্ষা প্রকল্প নেওয়া হলেও তা এই দুই প্রকারের পুরুষকে বাগে আনতে পারবে না। এবং মোট জনসংখ্যার অর্ধেক যদি পুরুষ ধরি, তবে এই দুই প্রকারের পুরুষের সংখ্যাটাও নিতান্ত কম হবে না। সুতরাং মেন্টাল সেট-আপ নিয়ন্ত্রণের জন্য নারীবাদের এই রূপরেখার কোনো প্রায়োগিক-মূল্য নেই। [সম্পাদক]

২.

বিশেষ প্রয়োজনে বা কাজে আটকা পড়ে যদি এমন সময় বা এমন স্থান এড়ানো না যায়, তবে অবশ্যই সাথে অতি-নিকটাত্মীয় (ছেলে-বাবা-ভাই-স্বামী) কেউ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে পুরুষদের দায়িত্বশীল হতে হবে। নিজ মাহরাম নারীকে একা না ছাড়ার মতো সচেতনতা ও কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার, এই মুক্ত যৌনতার যুগে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর স্বাভাবিক মানসিকতা হলো— ঝামেলা এড়ানো, সবাই শান্তিতে থাকতে চায়। কোনো ঝামেলা গায়ের ওপর এসে না পড়লে পারতপক্ষে প্রাণীজগতে এক শিকার ছাড়া লড়াই সাধারণত অপ্রতুল। প্রাধান্য বিস্তারেও দেখা যায়, নিজ এলাকার বাইরে শত্রুকে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত দেওয়া হয়। ধর্ষণের সব শর্ত মিলে গেলেও সাথে একটা ঝামেলা (পুরুষ নিকটাত্মীয়) দেখলে, সম্ভাব্য ধর্ষকের ইচ্ছা ম্রিয়মাণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। সুতরাং সতর্কতার এই সুযোগটাও আমাদের নিতে হবে। ১৪০০ বছর আগের নির্দেশিকাটা সে সুযোগটাও ছাড়েনি। অত্যন্ত স্পষ্ট ও সরলভাবে এ ব্যাপারটা উঠে এসেছে :

> ‘ হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আববাস রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভাষণে বলতে শুনেছি, কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া নির্জনে অবস্থান করবে না। এবং কোনো নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না।[৯৮]

৩.

কোনো জায়গায় কোনো পুরুষের সাথে একা হওয়া যাবে না। ক্লাসে ক্লাসমেটের সাথে, অফিসে কলিগের সাথে, বাহনে সহযাত্রীর সাথে, কারও সাথেই না। যে-কোনো জায়গায় একা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখলেই সেখান থেকে সরে পড়তে হবে। ওপরের হাদীসে নির্দেশ পুরুষকেই দেওয়া হয়েছে, কোনো নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করা যাবে না। এমনকি ডাক্তারের কাছেও, গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষার সময় সাথে নিজ আত্মীয় কেউ থাকবে।

> ‘ হযরত ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখনই কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান।[৯৯]

অনেকে আবার বলেন, আমাদের মনে কোনো সমস্যা নেই, তোমাদের মনেই যত সমস্যা। জি, সমস্যা তো কারও মনেই থাকে না, তারপরও ঘটনা ঘটে যায়। কী কী

[৯৮] মিশকাতুল মাসাবিহ : ২৫১৩, বুখারি : ৩০০৬, মুসলিম : ১৩৪১ (ihadis)

[৯৯] তিরমিযি : ২১৬৫, ইবনু মাজাহ : ২৩৬৩ (ihadis)

ফ্যাক্টর থাকলে একজন 'মনে সমস্যা না থাকা' সাধুপুরুষের মনেও সমস্যা হয়ে যায় তা আপনাদের বিজ্ঞানীরাই বের করেছেন। আলোচনা আগেই করেছি, আবার 'ধর্ষকের প্রকারভেদ' অধ্যায়ে চোখ বুলিয়ে নেবার অনুরোধ।

৪.

সব ধরনের ভিড় ও পাবলিক জমায়েত এড়িয়ে চলতে হবে। একটা ভিড়ে-কনসার্টে-উৎসবে ১০০% মানুষ বিবেকবান না, সুশিক্ষিত না। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ এসব জায়গায় থাকেন। হাজারও সিম্বলিজম, হাজারও মেন্টাল সেট-আপ, হাজারও রকম রুচি। এদের মাঝেই কারও কারও কাছে আপনার গায়ে হাত দেওয়া জাস্ট ফান, এটা কারও কারও কাছে কোনো বিষয়ই না। যে মেয়েটা পিঠখোলা ব্লাউজ পড়ে এসেছে বৈশাখী অনুষ্ঠানে, 'সে মনে মনে চায় আমার খোলা পিঠ দেখে কেউ আমাকে কল্পনার রানি বানাক' বা 'ছুঁয়ে দিলে কিছু মনে করবে না, এজন্যই তো দেখাচ্ছে'—এ ধরনের চিন্তা করে এমন ছেলে সব শ্রেণী-পেশায়ই আছে, অভাব নেই। 'মেলায় যাই রে, মেলায় যাই রে, বাসন্তী রঙ শাড়ি পরে ললনারা হেঁটে যায়/বখাটে ছেলের ভিড়ে ললনাদের রেহাই নাই'—এই গান যে বা যারা লাউডস্পিকারে ছেড়ে নাচতে পারে তাদের রুচি কেমন বলে আপনার ধারণা? তারা তো গানের কথাকে নর্মাল ভাবছে বলেই বাজাচ্ছে। বা 'চুমকি চলেছে একা পথে/রাগলে তোমায় লাগে আরও ভালো/ও জানেওয়ালি, রাগ কর খালি/যতখুশি গালাগালি করো, লাগে ভালো' এই গান যে প্রজন্মের কাছে হিট, তাদেরক প্রতি আপনি রিঅ্যাক্ট করে কী সমাধান আশা করেন? আপনার এই রিঅ্যাক্ট-ই তাদের কাছে ভালো লাগে, বলছে তারা। সুতরাং বোন, নিজের নিরাপত্তা নিজের কাছে আগে।

রাস্তা ও যানবাহন আসলে আলাদা করা অসম্ভবের মতোই। তাই এখানে স্থান আলাদা করে ভিকটিম-ধর্ষক আলাদা করা যাচ্ছে না। সময় আলাদা করে কিছুটা হলো। বাকিটুকু উদ্দীপকের সমাধানে আলোচনায় আসবে।

১.৪ বাসা :

বাসায় যে ধর্ষণ বা যৌন-হয়রানিগুলো হচ্ছে, সেগুলোকে আমরা মোটাদাগে কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি :

১. বাসায় ডেটিং (নিজের বা প্রেমিকের)

২. প্রতিবেশী দ্বারা

৩. অতিনিকটাত্মীয় দ্বারা (অজাচার)

৪. নিকটাত্মীয় দ্বারা (নিকটাত্মীয়ই বাসায় থাকার সুযোগ পায়)

৫. স্বামী দ্বারা (তথাকথিত ম্যারিটাল রেপ)

ভারতের সাথে আমাদের সংস্কৃতিগতভাবে মিল আছে। ভারতের ধর্ষণ পরিসংখ্যানের টেবিলটাতে দেখেন, ২৫% ধর্ষণ বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রেমিকের দ্বারা। আর ২৭% ধর্ষণ প্রতিবেশীর দ্বারা। আমরা 'স্থান'এর আলোচনায় দেখেছি পরপুরুষের সাথে যে-কোনো সামাজিক সম্পর্ক, তা সে যতই নিরাপদ মনে হোক, নারীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। প্রয়োজনে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিন। 'প্রতিবেশী'-সংক্রান্ত আলোচনা এটুকুই যথেষ্ট মনে করছি। ইসলামি সমাজব্যবস্থা কীভাবে প্রতিবেশী থেকে নারীকে রক্ষা করেছে :

> ‘ আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একলোক রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল,
>
> হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে সর্বাধিক বড়ো গুনাহ কোনটা? (জবাবে তিনি বললেন)—তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।
>
> তারপর কোনটা? (তিনি বললেন)—তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে, এ ভয়ে তাকে হত্যা করা।
>
> তারপর কোনটা? (তিনি বললেন)—**তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।**[১০০]

> ‘ মিকদাদ বিন আসওয়াদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা ব্যভিচার সম্পর্কে কী বলো?" সকলে বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম করেছেন, অতএব তা হারাম।' তিনি বললেন, "প্রতিবেশী নয় এমন ১০টি মহিলার সাথে ব্যভিচার করার চাইতে প্রতিবেশী ১জন মহিলার সাথে ব্যভিচার অধিকতর নিকৃষ্ট।"[১০১]

আর 'বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ' আসলে ধর্ষণের মধ্যে পরে কি না, এটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেননা, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সম্মতি আদায় হয়েছে। এবং এই সম্মতি সে স্বেচ্ছায় জেনে বুঝেই আশায় স্বপ্নে দিয়েছে, দণ্ডবিধিতে ধর্ষণের সংজ্ঞাও এই সম্মতিকে রদ করেনি। 'প্রলোভন দেখিয়ে সম্মতি' জবরদস্তি সম্মতি না। বড়োজোর প্রতারণা বলা যেতে পারে এবং এটা ধর্ষণ না বলে ব্যভিচার বলাই

---

[১০০] মিশকাতুল মাসাবিহ : ৪৯, বুখারি : ৬৮৬১, মুসলিম : ১৫৮-১৫৯ (ihadis)

[১০১] আহমাদ : ২৩৮৫৪, বুখারি-র আদাব : ১০৩, তাবারানি : ১৬৯৯৩, সহীহুল জামে : ৫০৪৩ সূত্রে হাদীস সম্ভার হক ও অধিকার অধ্যায় : ১৭৮৩ (ihadis)

যুক্তিযুক্ত। এটা আমার কথা না, আলোচিত অতিনারীবাদী সংগঠন Women Chapter তাদের এক আর্টিকেলে জানাচ্ছে,[১০২]

> অতি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলে 'প্রলোভন' ও 'ধর্ষণ' শব্দ দুটি বিপরীতমুখী। ধর্ষণ হচ্ছে জোরপূর্বক কারও সাথে যৌনাচার করা। অন্যদিকে প্রলোভন শব্দটাতেই একটা আপসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।... প্রলোভনে পড়ে যখন কেউ আপস যৌন-সম্পর্কে সম্মতি দেয়, তখন আর জোর প্রয়োগের কোনো প্রশ্ন আসে না।... সুতরাং বিয়ের পূর্বে যদি কেউ যৌন-সম্পর্কে সম্মতি দেন, তবে তিনি হয় ঝুঁকি নিয়েই তা করেন, অথবা তথাকথিত সামাজিক আনুষ্ঠানিকতায় তিনি শ্রদ্ধাশীল নন।... যে-কোনো প্রতারণাই ক্রিমিনাল অফেন্স, সেক্ষেত্রে মামলা হতেই পারে। তবে সে মামলাটি হবে প্রতারণা মামলা, ধর্ষণ মামলা কোনোভাবেই নয়।... এখানে মিডিয়ার উদ্দেশ্য পত্রিকার কাটতি বাড়ানো (মুখরোচক সংবাদ-শিরোনাম) আর বাদির উদ্দেশ্য বোধ করি অভিযুক্তের সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে সুবিধা আদায় করা।

সুতরাং আমরা ৩, ৪ ও ৫ নং নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেব।

১.৪.৩ অজাচার (Incest)

এখন আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয়ে আলোচনা করব। পায়ুকামিতা, পশুকামিতা নিয়েও পাতার-পর-পাতা লেখা যায়, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা আলোচনা করা যায়। কিন্তু এখন এমন বিষয়ের গভীরে আমরা প্রবেশ করছি যা লিখতে গেলে কলম, বলতে গেলে জবান, আর বিশ্লেষণ করতে গেলে আকল থেমে যায়। এগোনো যায় না। কিন্তু একটা কথা অন্তরে গেঁথে নিই চলেন। বিপদ দেখে চোখ-কান বুজে মাটিতে মাথা লুকিয়ে ফেললেই বিপদ দূর হয়ে যায় না। তেমনই কোনো জিনিস আলোচনা না করলেই তার বাস্তবতা দূর হয়ে যায় না, সমস্যাটা শেষ হয়ে যায় না। বরং সকলের অগোচরে ও ইগনোরে সে বড়ো হবার সুযোগ পায়। এটাও তেমনই। আজ পশ্চিমা বিশ্বের কথা তো বাদই দিলাম,[১০৩] বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজেও এর সংক্রমণ ভয়াবহ।

---

[১০২] লেখিকা : আনা নাসরীন, https://womenchapter.com/views/25071

[১০৩] রাশিয়া-ফ্রান্স-স্পেন-পর্তুগালে অজাচার আইনত বৈধ; সমলিঙ্গে অজাচার বৈধ জার্মানিতে ও আয়ারল্যান্ডে, শুধু অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বৈধ গ্রিসে, জানাজানি না হলে বৈধ ইটালিতে, এবং বাকি ইউরোপের বাকি অংশে অবৈধ। দেখুন THE SUN পত্রিকায় :
https://www.thesun.co.uk/news/5562872/incest-map-of-europe-where-sex-is-legal-between-family-members/
আমেরিকায় প্রতি ৩/৪ জনে ১ জন মেয়ে এবং ৫/৭ জনে একজন ছেলে ১৮ বছরের আগেই যৌন-নির্যাতনের শিকার হয়, নিজ পরিবারেরই মধ্যে।
https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/01/america-has-an-incest-problem/272459/
এর জৈবিক ক্ষতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে 'সত্যকথন' বইয়ের 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' প্রবন্ধটি দেখতে পারেন।

আসলে বিষয়টাই এমন যে, এক উপজেলায় একটা ঘটলেও তা আঁতকে ওঠার মতো। হতবুদ্ধি করে দেবার মতো। এটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে, সচেতন হতে হবে। শয়তানের মেহনত যদি এখানেও থেমে না থাকে, আমাদের মেহনত কেন থেমে যাবে? কীসের লজ্জায়?

আমার কর্মস্থলের ঘটনা। মৌমাছির কামড় খেয়ে এক বাচ্চা এল আউটডোরে। পরে শুনলাম এলাকার লোকদের থেকে, এই বাচ্চার মা হলো বাবার আপন ফুফু। মানে নিজের আপন ফুফুকে বিয়ে করেছে বাচ্চার বাবা, অজাচার। যাদের সাথে বিয়ে অকল্পনীয় এমন নিকটাত্মীয়ের সাথে ব্যভিচারকে বলে অজাচার।[১০৪] আরেকটা ঘটনা। মা ২ বছরের মেয়েটাকে আগলে রাখে, কিন্তু ৪ বছরের ছেলেটাকে অতটা না। ১৫ বছর বয়সী সৎচাচা পাশের বাড়িতে সেই বাচ্চাকে দিনের-পর-দিন বলাৎকার করে চলে। ছোট বাচ্চা দু-হাতের আঙুল ছড়িয়ে দেখায়, এতবার এতবার। আরেকটা ঘটনা শুনুন, শুনতে হবে। অন্তর শক্ত করে শুনুন। শয়তান কোন পর্যায়ে মেহনত করে শুনুন। আব্বু জামাতে ছিল টাঙ্গাইলে, সেখানে গিয়ে শুনি আরেক কাহিনি, দিলের সিটবেল্ট বাঁধুন। কয়েকবছর ধরে বাপ জেনা করছে নিজের মেয়ের সাথে। একটা সন্তান হবার পর জানাজানি হয়ে গেল, সালিশ বসল। ফায়সালা হলো, বাচ্চার যেহেতু দোষ নেই, সব সম্পত্তি বাচ্চার নামে লিখে দাও। আর তোমরা এলাকা ত্যাগ করো। পরদিন সকালে দুজনই পলাতক।

আমরা সমাধান খুঁজতে বসেছি। তাই সমস্যাটা একটু আলোচনা করলাম। খুব ভালো করে দেখুন ঘটনা দুটো। নিজের ফুপু বা মেয়ের প্রতি এই আকর্ষণ কি হঠাৎ জন্ম নিয়েছে? হঠাৎ একদিন মনে হলো, আর ফুপুকে নিয়ে কাজি অফিসে চলে গেল! বা ভালোমানুষ হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজকালাম পড়ে ঘরে এসে নিজের মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে গেল! ব্যাপারটা কি তা-ই? মোটেই না। প্রথম প্রচেষ্টার (First Attempt) আগেও অনেকগুলো ইভেন্ট আছে। কোনো একদিন তার দিকে গলদ দৃষ্টি পড়েছে, অসাবধানে কোনো দৃশ্য চোখে পড়েছে, বারবার তার দিকে তাকিয়ে অবৈধ দৃষ্টিসুখ নেওয়া হয়েছে, শতবার কল্পনায় তাকে নিয়ে নিকৃষ্ট ফ্যান্টাসিতে মেতে ওঠা হয়েছে। ফ্যান্টাসি করতে করতে যখন এতটাই অসহনীয় হয়ে গেছে যে, পরিবার, সমাজ, 'পরে কী হবে' সব ভুলিয়ে দিয়েছে। এরপর গিয়ে পয়লা চেষ্টা

---

[১০৪] ইসলাম এই অতি-নিকটাত্মীয়ের চমৎকার সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে। যাদের সাথে সরাসরি রক্তসম্পর্ক রয়েছে, তাদের ইসলাম বলছে মাহরাম। অর্থাৎ তাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ (হারাম)। একজন নারীর ক্ষেত্রে রক্তসূত্রে দাদা, বাবা, চাচা, নানা, মামা, ভাই, ভাতিজা, ভাগনে, ছেলে, নাতি। সাথে যোগ হবে বিবাহসূত্রে শ্বশুর, দাদাশ্বশুর, নানাশ্বশুর, মেয়েজামাই, সৎভাই, সৎছেলে, সৎবাবা। আর দুধপান-সূত্রে দুধভাই, দুধবাবা, দুধছেলে। এই কয়প্রকার হলো অতিনিকটাত্মীয়, যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই পুরুষগুলো ছাড়া দুনিয়ার সকল পুরুষই ইসলামি সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী পরপুরুষ (গায়ের-মাহরাম)।

করেছে। তখন শয়তান দুজনকেই ধোঁকা দিয়েছে। এতগুলো স্টেপ পেরোনোর পর মূল ঘটনা শুরু। ইনসেস্ট রেপের আগেও এই ইভেন্টগুলো ঘটেছে। তারপর গিয়ে যখন সম্মতি পায়নি তখন ধর্ষণ ঘটেছে। ভিকটিম পুরুষ বা ছেলে, মেয়ে, শিশুও হয়েছে, এমন উদাহরণও আছে। এখানেও ফর্মুলা একই। বিকৃত মনের লোক (যার সিম্পলই অজাচার) আর উদ্দীপককে (নিকটাত্মীয়) সুবিধামতো স্থান-কালে পেয়ে গেছে।

আমরা এ পর্যায়ে ১৪০০ বছর আগের একটা পরিবারব্যবস্থা দেখব, তারা কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করেছে যা আধুনিক দুনিয়াও করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

ক.

আমরা প্রথমে স্থান/সময় মিলতে দেবো না। যাতে কারও একজনের মনে সমস্যা থাকলেও ঘটনা ঘটাতে না পারে।

- বোঝার মতো বয়স হলে মা-ছেলে ও বাপ-মেয়ে একসাথে শোবে না। সন্তানের বিছানা পৃথক করে দিতে হবে। অন্য আত্মীয়ের কথা বাদই দিলাম।

❛ আমর ইবনু শুআইব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদের সন্তানসন্ততিদেরকে সালাতের আদেশ দাও; যখন তারা সাত বছরের হবে। আর তারা যখন **দশ বছরের সন্তান** হবে, তখন তাদেরকে সালাতের জন্য প্রহার করো এবং তাদের **বিছানা পৃথক করে দাও**।’[১০৫]

❛ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,
তার কোনো সন্তান বালেগ হলেই তিনি তাকে পৃথক (বিছানা) করে দিতেন। সে অনুমতি ব্যতীত তার নিকট প্রবেশ করতে পারতো না।[১০৬]

---

[১০৫] আবূ দাউদ : ৪৯৫, আহমাদ : ১৬৬৫০, ৬৭১৭, রিয়াদুস সলেহীন : ৩০৬ (ihadis)
বিস্তারিত দেখুন : মাসিক আল-কাউসার বর্ষ : ১২, সংখ্যা: ১০, নভেম্বর ২০১৬ অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি-গ্রহণ লেখক : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান।
হাদীস ও ফিকহবিদগণ সুনানে আবূ দাউদের উক্ত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে সন্তানের বয়স দশ বছর হলে তার শোয়ার বিছানা পৃথক করে দেওয়াকে ওয়াজিব বলেছেন। এ বয়সে ছেলের জন্য মার সাথে এবং মেয়ের জন্য বাবার সাথে একই বিছানায় শোয়া নিষেধ। অবশ্য বাবার সাথে এক ছেলে এবং মায়ের সাথে শুধু এক মেয়ে একই বিছানায় শোয়ার অবকাশ আছে।
বিছানা পৃথক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক সন্তানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রুমের ব্যবস্থা করে দিতে হবে; বরং একই রুমে ভিন্ন খাট, চকি বা ভিন্ন বিছানার ব্যবস্থা করলেও চলবে। আর যদি তাদের জন্য পৃথক পৃথক বিছানার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় বরং সকলকে এক বিছানাতেই রাত্রিযাপন করতে হয় সেক্ষেত্রে এ বয়সের সন্তানদের মাঝে কোল বালিশ বা এ ধরনের কোনো কিছু দিয়ে হলেও আড়াল রাখা আবশ্যক। আর মেয়েদের বিছানা, বাবা ও ছেলেদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে শুধু কোল বালিশ রাখা যথেষ্ট নয়।-আদ্দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৮২ (আল-কাউসারের প্রশ্নোত্তর অধ্যায়)
https://www.alkawsar.com/bn/qa/answers/?year=2015&month=02

[১০৬] আল-আদাবুল মুফরাদ : ১০৬৮ (ihadis)

- একটা বয়সের পর ভাই-বোন এক বিছানায় ঘুমাবে না।[১০৭] অন্য আত্মীয়ের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা মেয়েশিশুর ব্যাপারে কিছুটা সচেতন হলেও, ছেলেশিশুর ব্যাপারে মোটেই সচেতন নই। ছেলে বাচ্চাকে মামা-চাচাদের সাথেও ঘুমোতে পাঠাবেন না। মনে রাখবেন এটা আপনার যুগ না, এটা পর্নোগ্রাফির যুগ, এটা সাতরঙের যুগ।
- ভাই-ভাই বা বোন-বোন এককাঁথার নিচে ঘুমাবে না। অন্য আত্মীয় তো বটেই।[১০৮]
- দুজন পুরুষ কখনও একই চাদরের তলে শুবে না। [১০৯]
- এমনকি বাবা-মেয়ে নির্জনে একঘরে অবস্থান করবে না।

> আম্মাজান আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা একবার নিজ পিতা আবূ বাক্‌র সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে এক ঘরে বসে পরামর্শ করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন। তিনি বললেন, আমি দেখলাম, একটা শয়তান একবার আবূ বাক্‌রের ভিতর প্রবেশ করছে, একবার আয়িশার ভিতর প্রবেশ করছে। নির্জনে একজন পুরুষ আর একজন নারী একত্র হলে তৃতীয়জন হয় শয়তান।[১১০]

পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র মানুষগুলোকেও শয়তান যদি ধোঁকা দেবার চেষ্টা না ছাড়ে, তা হলে আমাদের ব্যাপারে তার চেষ্টা কেমন হবে? আর সম্পর্কহীন দুজন নর-নারীর ব্যাপারেই বা তার প্রচেষ্টা কেমন হবে?

এবার উদ্দীপক। এমন ব্যবস্থা করা চাই, যাতে কেউ উদ্দীপনার কিছু না পায়। ফ্যান্টাসিতে ভোগার মতো কিছু না পায়।

- নারীর সতর হলো মুখমণ্ডল, হাতের তালু ও পায়ের তালু বাদে পুরো শরীর। বাবা-ভাই-ছেলের সামনে কতটুকু খুলে রাখা যাবে এ ব্যাপারে ফিকহি মতপার্থক্য আছে। আমরা সেদিকে যাব না। যেহেতু ফিতনার যুগ, ইন্টার্নেট, পর্নোগ্রাফির যুগ, পশ্চিমা (অ)সভ্যতার আগ্রাসনের যুগ। স্বামী ছাড়া অন্যান্য মাহরাম পুরুষের সামনে এটুকু বাদে পুরো শরীর ঢেকে রাখা উচিত। আর পরপুরুষের সামনে কেমন থাকা দরকার তা 'উদ্দীপক' আলোচনায় আসবে।

---

[১০৭] ওপরের টীকা দ্রষ্টব্য

[১০৮] ওপরের টীকা দ্রষ্টব্য

[১০৯] মেশকাত

[১১০] তিরমিযি : ১/২২১ সূত্রে শারঈ পর্দার বিধান, মাওলানা মিরাজ রহমান, আকিক পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা : ৭৩

ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইমাম বায়হাকি-র মত উল্লেখ করেন, বাজুর অলঙ্কার, পায়ের মল, বক্ষ, চুল ইত্যাদি স্বামী ছাড়া কারও সামনে প্রকাশ করবে না, তবে হাতের বালা-কানের দুল-গলার হার মাহরামদের সামনে প্রকাশ করা যাবে।[১১১] এ থেকে বোঝা যায়, তৎসংশ্লিষ্ট অঙ্গের হুকুম। ছেলে-বাবা-ভাইয়ের সামনে বাহু-চুল-গলা-পায়ের গোছা খুলে যাওয়া যাবে না, তবে হাত, কান, গলা খুলে যেতে পারে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটাই যুক্তিযুক্ত।

- অন্য মুসলিম নারীর সামনে মাথা-ঘাড় ইত্যাদি অনাবৃত করা যাবে। তবে অমুসলিম মহিলার সামনে, মুসলিম নারীগণ পুরুষের মতোই পর্দা করবে। মাথার কাপড় সরাবে না।[১১২]

- বাবা-মায়ের ঘরের ভিতর নজর দেওয়া যাবে না। হতে পারে তাঁরা/মা/বাবা অপ্রস্তুত অবস্থায় আছেন।

সাহ্ল ইবনু সাদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দৃষ্টির কারণেই তো (প্রবেশ) অনুমতির বিধান করা হয়েছে। (অর্থাৎ দৃষ্টি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ওই নির্দেশ।)[১১৩]

- তাদের ঘরে যেতে হলে চোখ নামিয়ে অনুমতি চাইতে হবে, অনুমতি পেলে প্রবেশ করবে।

আলকামা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত,
এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি আমার মায়ের নিকট (প্রবেশ করতেও) অনুমতি চাইব? তিনি বলেন, প্রতিটি মুহূর্তে তুমি তাকে দেখতে পছন্দ করবে না![১১৪]

মুসলিম ইবনু নায়ীর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত,
এক ব্যক্তি হুযায়ফা রদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করে বলল, আমি কি আমার মায়ের নিকটও অনুমতি প্রার্থনা করব? তিনি বলেন, তুমি তার অনুমতি না চাইলে

---

[১১১] বাইহাকি সুনানুল কুবরা সূত্রে 'পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা', ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ., পৃষ্ঠা : ২৫৫

[১১২] তাবারি, জামিউল বায়ান, বাইহাকি সুনানুল কুবরা, কুরতুবি ও তাফসীরে ইবনু কাসীর সূত্রে 'পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা', ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ., পৃষ্ঠা : ২৫৩

[১১৩] বুখারি : ৫৯২৪, মুসলিম : ৫৫৩১, ৫৫৩২ তিরমিযি : ২৭০৮, নাসায়ি : ৪৮৫৮, আবূ দাউদ : ৫১৭১ আহমাদ : ১১৮৪৮, ১১৬৪৪, ১২০১৭, ১২৪১৮, ১৩১৩১, রিয়াদুস সলেহীন : ৮৭৬ (ihadis)

[১১৪] আদাবুল মুফরাদ : ১০৬৯ (ihadis)

তাকে এমন অবস্থায় দেখে ফেলবে যা তুমি পছন্দ করো না।[১১৫]

❛ মূসা ইবনু তালহা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত,

আমি আমার পিতার সাথে আমার মায়ের ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলে আমিও তার অনুসরণ করলাম। তিনি পেছনে ফিরে আমার বুকে সজোরে আঘাত করে আমাকে আমার নিতম্বের ওপর বসিয়ে দিলেন, অতঃপর বলেন, অনুমতি না নিয়েই তুমি প্রবেশ করলে?[১১৬]

❛ আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

মানুষ তার **পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের নিকট** প্রবেশানুমতি চাইবে। (তাবারি)[১১৭]

❛ আতা ইবনু ইয়াসার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত,

এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মায়ের ঘরে যেতে হলেও কি আমি অনুমতি চাইব?

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অবশ্যই।

সে লোকটি বলল, আমি তো তার সঙ্গে একই ঘরে থাকি, তবুও?

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই অনুমতি চাইবে।

সেই ব্যক্তি বলল, আমি তো তার খাদেম।

তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

অবশ্যই অনুমতি চাইবে, তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পছন্দ করো?

সেই ব্যক্তি আরজ করল, না।

তিনি বললেন, তা হলে **অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করবে**।[১১৮]

❝ হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে **যারা এখনও সাবালক হয়নি, সেই শিশুরা যেন তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে— ফজরের সালাতের আগে, দুপুরবেলা যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখো এবং ঈশার সালাতের পর।** এ তিনটি তোমাদের গোপনিয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে তোমাদের ও তাদের প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তো সার্বক্ষণিক যাতায়াত থাকেই। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের কাছে তার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ,

---

[১১৫] আদাবুল মুফরাদ : ১০৭০ (ihadis)

[১১৬] আদাবুল মুফরাদ : ১০৭১ (ihadis)

[১১৭] আদাবুল মুফরাদ : ১০৭৪ (ihadis)

[১১৮] মুআত্তা ইমাম মালিক : ৭২৫ (ihadis)

প্রজ্ঞাময়। **তোমাদের শিশুরা সাবালক হয়ে গেলে যেন অনুমতি গ্রহণ করে**, যেমন তাদের আগের বয়ঃপ্রাপ্তরা অনুমতি গ্রহণ করে আসছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১১৯]

- বাবা মেয়ের ঘরে এবং মা ছেলের ঘরে অনুমতি নিয়ে ঢুকবে।

জাবের রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
যে-কোনো ব্যক্তি তার **সন্তানের নিকট** এবং মায়ের নিকট অনুমতি চাইবে, তিনি বৃদ্ধা হলেও, **ভাই, বোন ও পিতার নিকটও** প্রবেশানুমতি চাইবে।[১২০]

আতা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত,

আমি ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আমি কি আমার **বোনের নিকটও** প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করে বললাম, আমার **প্রতিপালনাধীনে** আমার দুটি বোন আছে, আমিই তাদের পৃষ্ঠপোষণ করি এবং আমিই তাদের ভরণপোষণ করি, আমি কি তাদের নিকটও প্রবেশানুমতি চাইব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তুমি কি তাদেরকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে?[১২১]

আর মেন্টাল সেট-আপের ব্যাপারে সব একসাথে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ। মনে হতে পারে আমি বেশি বেশি বলছি। ঘটনা ঘটেছে তাই বলছি। ওরা খারাপ মানুষ তাই করেছে। আমার ওসব ভয় নেই, আমরা ভালো, শয়তান আমাদের এসব ধোঁকা কেনোদিন দিতে পারবে না। জি ভাই, ওরাও হয়তো এমনই ভাবত। ওরাও এই ধোঁকা একদিনে খায়নি। দিনের-পর-দিন একটু একটু করে ধোঁকা খেয়েছে। পয়লা ধোঁকাটা এটাই ছিল—তুমি তো ভালো মানুষ, তোমাদের এত সাবধানতার কী দরকার। ব্যস, ইসলাম-প্রদত্ত সাবধানতার বেড়াটা উঠিয়ে দিলেই এবার শয়তানের কাজ সহজ।

১.৪.৪ অন্যান্য আত্মীয় :

অতি-নিকটাত্মীয় ছাড়া বিপরীত লিঙ্গের বাকি আত্মীয়রা ইন্ডিয়ায় প্রায় ৮% ধর্ষণের জন্য দায়ী। এবং এই বিষয়গুলো সাধারণত আমরা এভাবে পাই, কাজিন দ্বারা কাজিন, বা দুলাভাই কর্তৃক শ্যালিকা, বা দেবর দ্বারা ভাবি ইত্যাদি। একসাথে কাছাকাছি থাকা, ওঠাবসা, ঘুরাঘুরি; আপন মনে করে, স্বজন ভেবে, নিরাপদ ভেবে। অতি-নিকটাত্মীয়ের বেলায় যে অতিরিক্ত একটা নৈতিক বাধা থাকে, এখানে সেটা থাকে না, ফলে আরও

---

[১১৯] সূরা নূর, (২৪) : ৫৮-৫৯

[১২০] আদাবুল মুফরাদ : ১০৭২ (ihadis)

[১২১] আদাবুল মুফরাদ : ১০৭৩ (ihadis)

সহজে ঘটনাগুলো ঘটে যায়। ইসলাম এইসব আত্মীয়কেও ধরে পরপুরুষের খাতায় ফেলে দিয়েছে। রক্তসম্পর্কের প্রথম সারি ছাড়া (দাদা-বাবা-চাচা-ভাই-নানা-মামা-ছেলে-ভাইপো-বোনপো-নাতি) বাকি সবার সাথে পরপুরুষেরই হুকুম, মেলামেশার ক্ষেত্রে। ১৪০০ বছর আগের একটা বিধানে এই সমস্যাকেও আমলে নেওয়া হয়েছে।

নিজ বংশের আত্মীয় স্বজনের ক্ষেত্রে আরও যেটুকু বাধা কাজ করে, শ্বশুর-পক্ষীয় আত্মীয়দের ক্ষেত্রে তা আরেকটু কম, যেহেতু রক্ত সম্পর্কের না। সব ধরনের কাজিন থেকে শুরু করে খালু-ফুপা (নিজ বংশের না) এবং স্বামীর আত্মীয়স্বজন সবই পরপুরুষের দলে। ইসলাম শুধু অপরাধ বন্ধ করে না, অপরাধের যতগুলো রাস্তা আছে সেগুলোও বন্ধ করে। কেবল ওষুধ লিখেই দেয়নি, জীবনযাত্রা কেমন হলে ওষুধ অটোম্যাটিক খাওয়া হয়ে যাবে, সেটাও ঠিক করে দিয়েছে। এটাই ইসলামের অনন্যতা, অপরাপর আইনশাস্ত্রগুলোর সাথে পার্থক্য।

> ❛ ওকবা ইবনু আমের জুহানি রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাকো। এক আনসারি সাহাবি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বামী-পক্ষীয় আত্মীয় (দেবর/ভাসুর) সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বললে, সে তো মৃত্যু।[১২২]

১.৪.৫ তথাকথিত ম্যারিটাল রেপ :

মানবজীবনের প্রতিটা সমস্যার সমাধান ইসলামে রয়েছে বলে আমরা দাবি করি। আমরা দাবি করি, ইসলাম ১৪০০ বছর আগে থেকে শুরু করে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অবধি যত সমস্যা—মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এসেছে ও আসবে, সকল সমস্যার টোটাল সর্বাঙ্গ-সুন্দর সমাধান ইসলাম দেয় এবং সমাধান বের করবার ক্লু/মূলনীতি বলে দেয়। অধুনা একটা সমস্যা আমাদের নীতিনির্ধারকদের চোখে পড়েছে। কেন পড়েছে সেটা পরে বলছি। সমস্যাটা হলো, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ধর্ষণ। আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে 'ম্যারাইটাল রেপ' বা 'বৈবাহিক ধর্ষণ'। স্বামী কর্তৃক জোরপূর্বক স্ত্রীসঙ্গম। মিডিয়াতে ব্যাপক তোড়জোড় সহকারে আলোচনা হচ্ছে এটা নিয়ে, নারীবাদীরাও ব্যস্তসমস্ত।

ম্যারিটাল রেপের কারণগুলো কী দেখানো হচ্ছে, আর ইসলামের পরিবারনীতি কী বলছে দেখা যাক।

---

[১২২] বুখারি : ৫২৩২, মুসলিম : ৫৫৬৭ (ihadis)

	বৈবাহিক ধর্ষণের কারণ [১]	ইসলামি পরিবারনীতি
১.	ধর্ষক স্বামীরা আসলে রাগ মেটায়।	• হে আয়িশা! যার অশ্লীল বাক্য ও দুর্ব্যবহারের জন্য লোকে তাকে ত্যাগ করে, সে হলো সর্বনিকৃষ্ট। [২] • অধস্তনদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। [৩] • রাগ শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে। [৪] • তোমাদের কারোর যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগের উদ্রেক হয় তা হলে সে যেন বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ দূর হয় তো ভালো, অন্যথায় সে যেন শুয়ে পড়ে। [৫]
২.	কোনো কারণে স্ত্রীকে পিটানোর এক পর্যায়ে। (battering rape)	• অন্যায় দাবি স্ত্রী মানতে বাধ্য নয় (যৌতুক ইত্যাদি) • ন্যায়সঙ্গত দাবি যদি না শোনে তা হলে ইসলামি পরিবারনীতি : [৬] ১. বোঝাও ২. বিছানা পৃথক করে দাও (**জোর করে বিছানায় নেওয়া নয়**) ৩. পরিবার বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে সীমিত আঘাতের অনুমতি দেওয়া হলো, যাতে কোনো দাগ হতে পারবে না, [৭] স্রেফ রাগ প্রকাশ পাবে। তবে ভালো লোক এটুকুও করে না [৮] • কখনও তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না [৯]
৩.	শক্তি, প্রতিপত্তি ও নারীর ওপর ক্ষমতা দেখায়। ১, ২ ও ৩ নং পয়েন্ট তখনই কাজ করে যখন, **স্ত্রী কোনো কথা না শোনে**। তখন রাগ আসে, ক্ষমতা দেখানোর দরকার পরে, পিটানো হয়।	
৪.	স্যাডিস্ট মানসিকতার স্বামী (যৌন-সিম্বলই কষ্ট দেওয়া)(Obsessive rape)	তালাকের ব্যবস্থা, আর সিম্বোলিজম ইসলাম কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা সামনে আসছে।

৫.	শুধু সেক্স করার জন্যই ধমকিধামকি (only verbal), আঘাত নেই (Force-only rape)	ইসলামি পরিবারব্যবস্থায় এর সম্ভাবনাই নেই, কেননা প্রয়োজন নেই। পারস্পরিক স্যাক্রিফাইসিং-এর দ্বারা সেটা সমাধান করা আছে।

এই টেবিলের ফুটনোটগুলো

১. যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ যৌন-নির্যাতন বিরোধী সংগঠন RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) এর লিফলেট https://www.rainn.org/pdf-files-and-other-documents/Public-Policy/Issues/Marital_Rape.pdf

২. আদাবুল মুফরাদ : ৩৩৮, মুসলিম : ৬৪৯০ (iHadis app)

৩. তিরমিযি : ১৯৪৬ (iHadis app)

৪. আবূ দাঊদ : ৪৭৮৪ (iHadis app)

৫. আবূ দাঊদ : ৪৭৮২ (iHadis app)

৬. সূরা নিসা : ৩৪, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন।

৭. প্রাগুক্ত

৮. আবূ দাঊদ : ২১৪৬ (iHadis)

৯. ইবনু মাজাহ : ১৮৫০ আবূ দাঊদ : ২১৪২-২১৪৪ (iHadis)

প্রকৃত অর্থে 'ম্যারিটাল রেপ' যেটাকে বলা হচ্ছে, ইসলামি পরিবারনীতিতে তার কোনো স্থান নেই। ইসলাম সেটাকে অবশ্যই নিরুৎসাহিত করে। আরবি নামের যে-কোনো লোকের অকাজ-কুকাজই ইসলামের পরিচয় না, ইসলামের পরিচয় ইসলামের শিক্ষা। যে ইসলামের শিক্ষা মানে না, তার কাজে ইসলামের কী দায়, সে তো ইসলামের শিক্ষাকে মানেইনি। বরং পরিপূর্ণ ইসলামি দাম্পত্য-শিক্ষা না থাকাই নারীর এই কষ্টের জন্য দায়ী। ইসলাম সবাইকে একটা লিমিট দিয়ে দেয়, এর বাইরে গেলে বাড়াবাড়ি, এবং বাড়াবাড়ির হিসেব আল্লাহর কাছে দিতে হবে, আল্লাহ বাড়াবাড়ি করনেওয়ালাদের পছন্দ করেন না। এখন আপনারা তো সেই সীমাটাই জানতে দিচ্ছেন না, আবার সীমা লংঘন করলে ইসলামের দোষ দিচ্ছেন, মানে কী? স্ত্রী যদি মনে করে স্বামী তার ওপর জুলুম করছে, তবে অবস্থা সাপেক্ষে ইসলামি আদালতের দ্বারস্থ হবার অধিকারও তাকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা অবশ্যই রেপ হিসেবে নয়, জুলুম হিসেবে।

ইসলাম হলো ব্যালান্স, ভারসাম্য। চোরও ঠেকাব, জিনিসও লুকাব। সোনাদানা বাইরে রেখে চোরের দোষ দেবার ন্যাকামো ইসলামে নেই। বরং ইসলাম এমন সংযম, পরস্পরের জন্য উৎসর্গ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা দেয়, যে সফটওয়্যার শুরুতেই ইন্সটল করে দিতে পারলে, আপনাদের তথাকথিত 'ম্যারিটাল রেপ' হবার কোনো সুযোগই নেই।

	ইসলাম স্বামীকে বলবে	ইসলাম স্ত্রীকে বলবে
১	**বেশি ঝামেলা কোরো না :** • মাসিকের সময় যখন নারীর শরীর-মন কোনোটাই ভালো থাকে না, তখন সহবাস হারাম।[১] • যদি বেশি প্রয়োজন হয়, পায়জামার ফিতা শক্ত করে আটকে নাও, ওপরের অংশ থেকে উপকৃত হও, ব্যথা দেওয়া যাবে না।[২]	**যা চায়, সমস্যা না হলে দিয়ে দাও :** • স্বামী যদি কামনা করে, আর স্ত্রী যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া (মাসিক, নেফাস) স্বামীর কাছে না আসে, তবে ফেরেশতারা অভিশাপ দেয়। • কোনো লোক তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ডাকলে সে যেন সাথে সাথে তার নিকট আসে, এমনকি সে চুলার ওপর রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও।[৩]
২	**স্ত্রীর কত অধিকার :** • সে উত্তম মুসলিম যার চরিত্র ভালো, আর তারই চরিত্র ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।[৪] • স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার আছে।[৫] • তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদেরকে পৃথক বিছানায় রাখবে এবং আহত হয় না এরূপ হালকা মারধর করবে, এর অধিক তাদের ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব নাই।[৬]	**স্বামীর কত দাম :** • আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম, তা হলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে।[৭] • যে-কোনো নারী তার স্বামীকে খুশি রেখে মারা যায় সে জান্নাতে যাবে।[৮]

এই টেবিলের ফুটনোটগুলো

১. 'তারা আপনাকে মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, উহা কষ্টকর। সুতরাং মাসিকের সময় তোমরা স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেয়ো না' (সূরা বাকারাহ : ২২২)

যে ব্যক্তি কোনো ঋতুবতীর সাথে মিলিত হয় কিংবা কোন মহিলার পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করে অথবা কোনো গণকের নিকটে যায়, নিশ্চয়ই সে মুহাম্মাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করে' (আবূ দাউদ : ৩৯০৬, তিরমিযি : ১৩৫, ইবনু মাজাহ্ : ৬৩৯)

২. মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ১২৪-১২৫ (ihadis)

৩. মিশকাত : ৩২৫৭, আস-সহীহাহ : ১২০২ তিরমিযি : ১১৬০ (ihadis)

৪. আস-সহীহাহ : ২৮৪, তিরমিযি : ১১৬২ (ihadis)

৫. ইবনু মাজাহ : ১৮৫১, তিরমিযি : ১১৬৩-৩০৮৭ (ihadis)

৬. ওই

৭. তিরমিযি :১১৫৯, ইবনু মাজাহ ১৮৫৩ (ihadis)

৮. ইবনু মাজাহ : ১৮৫৪, তিরমিযি : ১১৬১ (ihadis)

এখন শোনেন, বাইরে অপরিচিত মানুষ ধর্ষণ করে যাচ্ছে, ঠেকানোর বালাই নেই। স্বামীর ধর্ষণ নিয়ে কেন মাথাব্যথা। সারা পৃথিবীতে ধর্ষণের হার বাড়ছে। পুঁজিবাদ নিজ মুনাফা ও কম পারিশ্রমিকের লোভে নারীকে ঘরের বাইরে এনেছে, শ্রম নেবার জন্য বিয়ের বয়স পিছিয়েছে। সিনেমা-ব্যাবসা, পর্নব্যাবসা দিয়ে মাঝের বয়সটা কাভার দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অনিবার্যভাবে শুরু হয়েছে ধর্ষণের মহামারি। পতিতা-ব্যাবসা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত করেও ঠেকানো যাচ্ছে না, উলটো পতিতারা পর্যন্ত ধর্ষিতা হচ্ছে। #MeToo আন্দোলনে উঠে আসছে শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অসহায়ত্ব। সচেতন বোদ্ধারা বিষয়টা নিয়ে ভাবছে, বাইরে নারী নিরাপদ নয়। এখন এটা কাভার দেওয়ার জন্য পরের তুরুপের তাস হলো, নারী তো ঘরেও নিরাপদ নয়। তোমরা নারীকে ঘরে নিতে চাচ্ছ, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে চাচ্ছ, ঘরে স্বামীর কাছেও তো নারী নিরাপদ নয়।

আমরা আগেই দেখলাম, খোদ নারীবাদীরা 'বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে' সম্মতি নিয়ে সঙ্গমকে ধর্ষণ বলছে না। তা হলে 'বিয়ে করে' (বিয়েটা প্রকারান্তরে সঙ্গমের সম্মতি) সঙ্গমকে ধর্ষণ বলা হচ্ছে কেন? তা হলে কি স্বামীকে প্রতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি

নিতে হবে? হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আইন থেকে বাঁচতে স্বামীকে প্রতিবার লিখিত সম্মতিপত্রও নিতে হতে পারে। অবশ্যই স্বামীকে স্ত্রীর সমস্যা, মানসিকতা বুঝতে হবে, কিন্তু স্থায়ী অনুমতিপ্রাপ্ত স্বামী স্ত্রীকে জোর করাও ধর্ষণ, আবার অপরিচিত লোক জোর করে লুটে নেওয়াও ধর্ষণ। কী এক জগাখিচুড়ি পাকাচ্ছেন, বলুন তো? সংজ্ঞাগুলো আলাদা রাখুন, নাহলে সমাধান ন্যায়ানুগ হবে কী করে। ইসলামি পরিবারনীতি ইতোমধ্যেই সমাধান দিয়ে রেখেছে ১৪০০ বছর ধরে। আপনাদের সমাধান খুঁজতে হচ্ছে, আর আমরা সমাধান নিয়েই ঘরকন্না করছি। আলহামদুলিল্লাহি আ'লা দ্বীনিল ইসলাম।

২. 'উদ্দীপক' সমস্যার সমাধান

মেন্টাল সেট-আপ বা পুরুষের মানসিক গঠন ঠিক করা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। পুরো একটা জেনারেশান নিয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু অলরেডি যাদের মেন্টাল সেট-আপ বিগড়ে আছে, তাদের হাত থেকে তো বাঁচতে হবে। আমাদের স্থান-সময় আলাদা হয়ে গেল মানে আমাদের প্রাথমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো। তারপরও কিছু মিক্সিং হবে, কিছু জায়গা থাকবে যেখানে নারী-পুরুষকে পুরোপুরি আলাদা করা যাবে না, কিছুটা ইন্টারঅ্যাকশান থেকে যাবে। যেমন : রাস্তা। তাই শুধু রাস্তাটুকুতেই 'উদ্দীপকতা' (stimulus potency) নিবারণ করলেই চলছে। আর আমরা দেখেছি, বিকৃত সেট-আপের লোক পাবলিক প্লেসে ধর্ষণ করতে না পারলেও অশ্লীল মন্তব্য, স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দেওয়া ইত্যাদি যৌন-অপরাধ করে।

পুরুষ যেন নারীর প্রতি আকর্ষিত হয়, এভাবেই নারীকে সৃজন করা হয়েছে। নারীদেহের গড়নের প্রতি পুরুষের দুর্বলতা আছে। পুরুষের গড়নের প্রতিও নারীর দুর্বলতা আছে, এটা সিস্টেম। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে আপনাকে একটা মেয়ে আঁকতে দিলে আপনি শরীরের বাকি অংশের চেয়ে কোমর সরু করে আঁকবেন। বয়ঃসন্ধিকালে নারীর ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন হরমোন বেরিয়ে পুরো দেহে নানান জায়গায় প্রভাব ফেলা শুরু করে। ফলে কণ্ঠস্বর চিকন হয়, ত্বকের নিচে চর্বিস্তর জমে শরীর নরম-মোলায়েম হয়, ত্বক মসৃণ হয়, স্তন-নিতম্ব-উরুতে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয়ে 'নারীসুলভ' আকার (Feminine Contour) চলে আসে। এবং এই উঁচুনিচু জিওগ্রাফি পুরুষকে আকর্ষণ করে, তাদের কাছে ভালো লাগে।

গবেষকরা বলেছেন, চেহারার সৌন্দর্যের চেয়ে পুরুষ বেশি গুরুত্ব দেয় ফিগারকে। বিশেষ করে 'বালুঘড়ি'-র মতো গড়ন (hourglass figures)। এবং এই অনুভূতি হতে পুরুষের মগজ সময় নেয় সেকেন্ডেরও কম সময়। মানে **সেকেন্ডের কম সময়ে** [ড] একজন পুরুষ একটা মেয়ের ফিগার দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, মেয়েটি আকর্ষণীয় কি না। তাদের মতে, মেয়েদের নিতম্ব ও কোমরের অনুপাত (waist-to-hip ratio) ০.৭ হলে সেটা হলো সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফিগার। এবং এই অনুপাত নারীর সুস্থতা ও উর্বরতার জন্যও ভালো। বিভিন্ন কালচারে এই

অনুপাত ০.৬-০.৮ এর মধ্যে।[১২৩]

New Zealand-এর Victoria University of Wellington-এর অধীন School of Biological Sciences-এর নৃতাত্ত্বিক Dr Barnaby Dixson-এর নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয় *Archives of Sexual Behaviour*-এর ২০১১ তে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় (শিরোনাম : *Eye-tracking of men's preferences for waist-to-hip ratio and breast size of women.*)।[১২৪] একই নারীর ছবিতে বুক, কোমর ও নিতম্বের মাপকে বাড়িয়ে কমিয়ে ভলান্টিয়ারদের দেখানো হয়। ইনফ্রারেড ক্যামেরার দ্বারা তাদের চোখ কোথায় কতবার আটকাচ্ছে দেখা হয় (numbers of visual fixations), কতক্ষণ কোথায় আটকে আছে তা দেখা হয় (dwell times), প্রথমবারেই কোথায় আটকাচ্ছে (initial fixations) তাও দেখা হয়। তারা দেখতে পেলেন, সব পুরুষের চোখ **প্রথমেই নারীর যে অঙ্গে আটকায় তা হলো বুক আর কোমর**। সবচেয়ে **বেশি সময় আটকে থাকেও** এই দুই জায়গায়। তবে **বারবার তাকিয়েছে এবং বেশিক্ষণ ধরে তাকিয়েছে** বুকের দিকে, কোমর-হিপের মাপ যাই হোক। আর মার্কিং করার সময় **বেশি আকর্ষণীয় হিসেবে** মার্ক দিয়েছে চিকন কোমর ও 'বালুঘড়ি' শেপের ফিগারকে, স্তনের মাপ যাই হোক। ডেইলিমেইল[১২৫] ও *টেলিগ্রাফ* পত্রিকায়ও এসেছে গবেষণাটি।[১২৬] তা হলে বোঝা গেল, পুরুষের সব আকর্ষণের কেন্দ্র তিনটা জায়গা [ঢ]। বয়ঃসন্ধিকালে ইস্ট্রোজেন হরমোনের কারণে যে নারীসুলভ প্যাটার্নে চর্বি জমে (Female distribution of fat) তার ফলেই তৈরি হয় এই নারীসুলভ গড়ন। কেউ যদি অধিকাংশ পুরুষের দৃষ্টির উদ্দীপক হতে না চায়, অলক্ষে থাকতে চায় তা হলে এমন পোশাক পরিধান করতে হবে যাতে এই টিপিক্যাল 'বালিঘড়ি' শেপ অস্পষ্ট হয়ে যায়, নারীদেহের উঁচুনিচু যেন বোঝা না যায়।

এবার ৭ জন মেয়েকে প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়। তাদের ওজন না কমিয়ে কেবল কোমরের চর্বি কেটে নিতম্বে লাগিয়ে দেওয়া হয়, সুন্দর শেপ দেওয়ার জন্য।

---

[১২৩] চীনে ও তানজানিয়ায় ০.৬, ইন্ডিয়ান ও ককেশীয় আমেরিকানদের ০.৭ ও ক্যামেরুনে ০.৮ পাওয়া গেছে।
Dixson, A.F. (2012) Primate Sexuality: Comparative Studies of the Prosimians, Monkeys, Apes and Human Beings (Second Edition). Oxford: Oxford University Press.-এর বরাতে https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-we-do-it/201507/waists-hips-and-the-sexy-hourglass-shape

[১২৪] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19688590

[১২৫]https://www.dailymail.co.uk/femail/article-1306012/Beauty-summed-To-tell-womans-really-attractive-figures.html

[১২৬]https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/7965211/Women-with-hourglass-figures-and-perfect-waists-most-attractive-study-finds.html

এবার এই মেয়েগুলোর সার্জারির আগের ছবি আর সার্জারির পরের ছবি দেখানো হয় বছর পঁচিশেক বয়েসের ১৪ টা ছেলেকে। তাদের ব্রেইন স্ক্যান করে পাওয়া গেল কী, জানেন? আমাদের ব্রেইনে 'Reward Center' নামে একটা কেন্দ্র আছে। দেখে নেন, ১ নং জায়গাটার নাম VTA (Ventral Tegmental Area), ২ নং জায়গাটার নাম nucleus accumbens, আর ৩ নং জায়গাটা হলো ফ্রন্টাল কর্টেক্স যা আমাদের ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। এই তির-চিহ্নিত রাস্তার নাম 'Dopamin Pathway'। এই জায়গাগুলোতে যে নার্ভকোষ থাকে তারা 'ডোপামিন' নামক নিউরোহরমোন ক্ষরণ করে ৩ নং জায়গায় উত্তেজনা তৈরি করে। আর ২ নং জায়গাটা আসক্তি সৃষ্টির জায়গা (highly sensitive to rewards and is the seat of addictive behavior)। আমাদের মগজ সব ধরনের আনন্দের অনুভূতি এভাবে তৈরি করে, সেটা বেতন-বোনাস-লটারি জেতাই হোক, যৌনমিলন হোক, কিংবা হোক নান্নার কাচ্চি, অথবা নেশাদ্রব্য।[১২৭] তবে ড্রাগ এ এলাকায় ডোপামিনের বন্যা বইয়ে দেয়, ফলে এত আনন্দ হয় যেটা আসক্ত লোক আবার পেতে চায়। এভাবে নেশা বা আসক্তি হয়।[১২৮]

এই ১৪ টা ছেলের ব্রেন স্ক্যান করে পাওয়া গেল, সার্জারি করার পরের ছবি দেখে (এবং কোমর নিতম্বের অনুপাত ০.৭ এর কাছাকাছি) ওদের ব্রেনের সেই এলাকাগুলো উত্তেজিত হচ্ছে, যে এলাকাগুলো ড্রাগে উত্তেজিত হয়। এবং এই মাত্রার উত্তেজনা ব্রেন বারবার পেতে চায় **[ণ]**, ফলে সৃষ্টি হয় আসক্তির।

∴ পর্নোগ্রাফি একটা নেশা। (প্রমাণিত)

আমেরিকার Georgia রাজ্যে Gwinnett College-এর Neuroscientist Steven M. Platek সাহেবের এই গবেষণা প্রকাশিত হয় PLoS One জার্নালে ৫

---

[১২৭] Harvard Mental Health Letter, ***How addiction hijacks the brain***
https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/how-addiction-hijacks-the-brain

[১২৮] ***The Brain on Drugs: From Reward to Addiction,*** Nora D.Volkow ও Marisela Morales, National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892, USA প্রকাশিত হয় জার্নাল ***Cell*** (Volume 162, Issue 4, 13 August 2015, Pages 712-725)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867415009629

ফেব্রুয়ারি, ২০১০ সংখ্যায় *Optimal waist-to-hip ratios in women activate neural reward centers in men* শিরোনামে।[১২৯] তিনি *Livescience* ম্যাগাজিনকে বলেন, পর্নোআসক্তি এবং আসক্ত লোকের পর্নো ছাড়া যে erectile dysfunction (উত্থানরহিত) হয় তার একটা ক্লু হতে পারে এই গবেষণাটি।[১৩০]

আমরা দেখলাম, নারীর ফিগার দেখাটা নেশার মতো, শ্রেফ দেখাটাই **[ড+ণ]**। সেক্স উত্তেজিত করবে Reward Center-কে এটা তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু **শ্রেফ দেখাটাও** একজন পুরুষে ড্রাগের মতো অনুভূতি তৈরি করছে, বিষয়টা একটু লোমহর্ষক না? এবং কারও ফিগার মূল্যায়ন হয়ে এই অনুভূতি তৈরি হতে সময় নিচ্ছে **সেকেন্ডেরও কম সময় [১]**, এমন না যে একটানা তাকিয়ে দেখার পর এমন হচ্ছে। এবার এর সাথে আপনি মিলিয়ে নিন **[ট]** University of Arizona-র প্রফেসর Mary P. Koss-এর কথাটা, **ধর্ষণ ব্যাপারটা অনেকটা মাত্রা-নির্ভর (Dose).**[১৩১] তা হলে আমাদের এই ফিটিং ফ্যাশন, স্বচ্ছ ওড়না, ফিতাওয়ালা বোরকা, উরুর অবয়ব প্রকাশ করে দেওয়া লেগিংস কি এক ফোঁটাও দায়ী নয়? একটুও দায়ী নয়? এখন আপনিই হিসেব করুন, আপনি কতজনের কত নম্বর ডোজ হয়েছেন? আপনি কতজনের নেশাদ্রব্য হয়েছেন এ যাবৎ? আপনার Optimal waist-to-hip ratio কত অগণিত পুরুষের neural reward center-কে ডোপামিনে ভাসিয়েছে? ভিকটিমের পোশাক হয়তো সরাসরি দায়ী নয়, তবে আর যে হাজার হাজার নারী ধর্ষকটার সামনে দিয়ে হেঁটেছে বেসামালভাবে, তাদের ফিটিং স্বচ্ছ পোশাকের দায়, প্রকাশমান দেহাবয়বের দায় তো এড়ানো যাবে না। গবেষণাগুলোর ইঙ্গিত তো তাই বলছে, নাকি?

শুধু তাই নাকি? আরও আছে। দর্জিকে মাপ দিয়ে যেসব আপুরা দুষ্টু হাসি দিয়ে বলেন, 'মামা, ফিটিং'; সতর্ক হয়ে যান। যেসব মেয়েদের কোমর-নিতম্ব অনুপাত (waist-to-hip ratios) পারফেক্ট তাদেরকে... [১৩২]

- ছেলেরা বেশি আকর্ষণীয় মনে করে[১৩৩]

---

[১২৯] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20140088
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2918777/ ***(Curvaceous female bodies activate neural reward centers in men)***

[১৩০] https://www.livescience.com/9834-hourglass-figures-affect-men-brains-drug.html

[১৩১] https://www.nytimes.com/2017/10/30/health/men-rape-sexual-assault.html

[১৩২] Voice Pitch Influences Perceptions of Sexual Infidelity শিরোনামে Department of টিমের রিসার্চ পেপারের Introduction-এ যেখানে পূর্ববর্তী গবেষপণার আলোচনা হয় সেখানে এই কথাগুলো রয়েছে। পরে এই পেপারের ব্যাপারে আবার আলোচনা হবে। এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/147470491100900109

[১৩৩] Singh, 1993; Singh, Dixson, Jessop, Morgan, and Dixson, 2010

- তারা অন্য মেয়েদের হিংসার পাত্রী হয়[১৩৪]
- যৌন-চাহিদা তাদের বেশি বলে রেটিং দেওয়া হয়েছে[১৩৫] (score higher on assessments of sexual desire) মানে অন্যান্যরা মনে করে তাদের যৌনকামনা বেশি।
- তারা সঙ্গীর বাইরে অবৈধ সেক্সে (extra-pair sex) বেশি লিপ্ত হয়, বলে অন্যান্যরা মনে করছে[১৩৬]

তা হলে আপনার ফিটিং পোশাক আরেকটা পুরুষকে আপনার দিকে আকর্ষণ করছে, আপনার যৌন-চাহিদাটাও বেশি বলে তাকে মেসেজ দিচ্ছে, এবং আপনাকে extra-pair sex-এ টেনে আনা সম্ভব বলে তাকে মিসগাইড করছে। আর ছেলেটার মনে যদি আগে থেকেই কোনো 'রেপমিথ' জেঁকে বসে থাকে তা হলে তো কথাই নেই। রেপমিথ আর আপনার পোশাক থেকে আসা ভুল ইনফরমেশান, দুইয়ে দুইয়ে চার। 'আমার ইচ্ছেমতো আমি পোশাক পড়ব'—এই ফালতু তর্ক তো আপনার বিজ্ঞানই মেনে নিচ্ছে না।

নয়নের আলো

আমরা এই পর্যায়ে একটু জেনে নেব, আমরা কীভাবে দেখি। যেমন ধরেন, একটা লাল আপেল। ঘরটা অন্ধকার, আপেলের ওপর কোনো আলো পড়ছে না, তাই অন্ধকার ঘরে আপনি আপেলটা দেখতে পাচ্ছেন না। এবার লাইট জ্বালালেন। ঝলমল করে উঠল ঘর। আলোর কিছুটা আপেলের ওপরও পড়ল। আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন, সাদা আলো আসলে সাদা না, সাতরঙা আলোর মিশেল। বেনীআসহকলা—বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। এই ৭ রঙ মিলেমিশে হয় সাদা রঙের আলো। এই লাল আপেলে যখন আলোটা পড়ল, আপেলটা সবগুলো রঙকে শুষে নিল, শুধু লাল আলোটাকে ফিরিয়ে

---
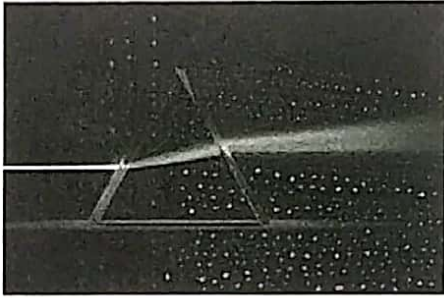
[১৩৪] Buunk and Dijkstra, 2005

[১৩৫] van Anders and Hampson, 2005

[১৩৬] Ratings of voice attractiveness predict sexual behavior and body configuration, জার্নালের নাম Evolution and Human Behavior : Volume 25, Issue 5, গবেষক Department of Psychology, State University of New York-এর Susan M. Hughes ও Gallup https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109051380400042X

দিলো, প্রতিফলন করে দিলো। এই ফিরিয়েদেওয়া লাল আলোটুকু আপনার চোখের মণির ভিতর দিয়ে চলে গেল চোখের পিছনে। সেখানে কিছু স্পেশাল কোষ আছে যারা আলো পড়লে বিদ্যুৎ তৈরি করে। লাল আলো গিয়ে ওদেরকে উত্তেজিত করল, তারা বিদ্যুৎ তৈরি করে মাথার পিছনে পাঠাল। আর আপনার আপেলাকারের লাল কিছু একটা দেখার অনুভূতি হলো। বি.দ্র. কালো কিন্তু কোনো আলো না, কোনো রঙের আলো না থাকলে কালো দেখা যায়। কালো জিনিস সব রঙকে শুষে নেয়। তাই কালো দেখায়।
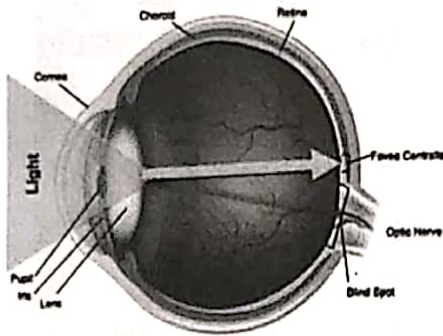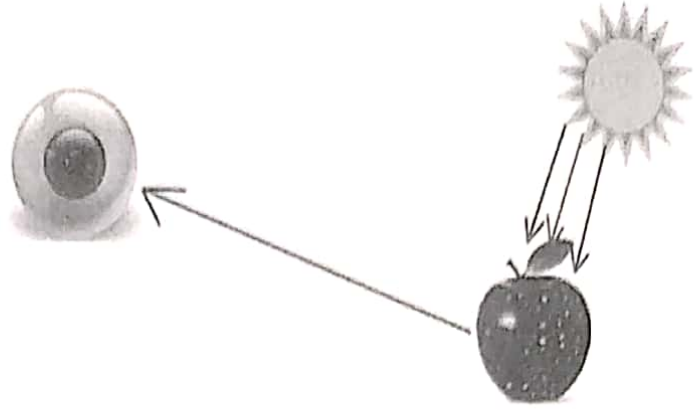
চোখের পিছনে যে জায়গায় আলো গিয়ে পড়ে, সেখানে একটা বিন্দু আছে যেখানে স্পেশাল কোষগুলো ঘনভাবে থাকে। জায়গাটার নাম 'ফোভিয়া সেন্ট্রালিস'। যখন কোনো বস্তুর আলো গিয়ে এখানে পড়ে তখন সেটা স্পষ্ট দেখা যায়। মানে বস্তুটা ফোকাস হয়।

আপনি আপেলটা দেখছেন, আপেলের পাশে জগ-গ্লাস-অন্যান্য জিনিসও আপনি দেখছেন, কিন্তু আপেলটাকে বাকিগুলোর চেয়ে একটু বেশি দেখছেন। মানে আপেলের আলোগুলো গিয়ে জায়গামতো পড়েছে, ওই বিন্দুতে।

আর সামনে তাকালে আপনি পাশের অনেক কিছুও দেখেন কিন্তু। ফোকাস ছাড়া বাকি যতদূর মাথা স্থির রেখে আপনার নজরে আসে, পুরোটাকে বলে দৃষ্টিক্ষেত্র বা

Visual Field. এই ফিল্ডে যা থাকবে, সব আপনার নজরে আছে, ফিল্ডের বাইরে আমরা দেখি না।
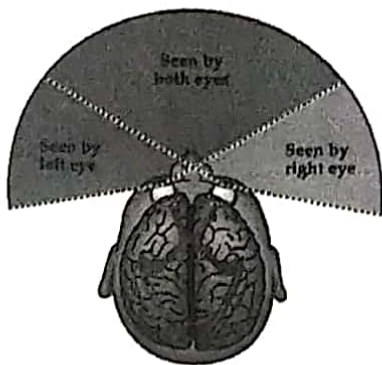
সাধারণত কোনো একটা জিনিস ফোকাস করলে আমরা আরেকটা ফোকাসে যাই যখন আমাদের ভিজুয়াল ফিল্ডে কোনো কিছু আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। যেমন ফিল্ডের মধ্যে কোনো কিছু **নড়ে উঠল [ত]**

বা **উজ্জ্বল হয়ে উঠল [থ]**, তখন আমরা আগের ফোকাস চেঞ্জ করে ওই আন্দোলিত বা উজ্জ্বল বস্তুকে ফোকাস করি। আর ফোকাস চেঞ্জ করি **গন্ধে [দ]** আর **শব্দে [ধ]**, উৎস খোঁজার চেষ্টা করি। নিজে নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন।

২.১ মোড়ক নয়তো মড়ক

রাস্তায় যে হাজারও পুরুষ ঘুরে বেড়ায়, তাদের প্রত্যেকের ইউনিক মনোজগতকে জানা এমনকি অনুমান করাও অসম্ভব। আলোচনার আগে আমি আপনাদের স্মরণ করার অনুরোধ করছি 'সিম্বোলিজম' অধ্যায়টা। কত কিছু আমাদের যৌন-উদ্দীপনার কেন্দ্র হতে পারে। প্রয়োজনে আরেকবার পড়ে নেওয়া যেতে পারে। একটা মেয়ের শরীরের প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদাভাবে ও সামষ্টিকভাবে সিম্বলিক হতে পারে। আপনার কলিগ বা সহপাঠীদের মাঝে এমন কেউ আছে কি না, যে আপনার হাতের সৌন্দর্য নিয়ে ফ্যান্টাসিতে আছে, তা আপনি আসলেই জানেন না। কেউ চুল নিয়ে, কেউ চোখ নিয়ে, বা কেউ পুরো আপনাকেই নিয়েই অন্ধকুঠুরিতে কোন পর্যায়ে আছে, তা জানার কোনো উপায়ই নেই। তাই আপনি যদি যে-কোনো মানসিকতার পুরুষের কাছে উদ্দীপক না হতে চান তা হলে সর্বপ্রথম **[ঢ]** পুরুষের আকর্ষণের কেন্দ্রীয় তিন অংশ আপনাকে ঢেকে ফেলতে হবে, 'বালিঘড়ি' শেপকে ও waist-to-hip ratio-কে অস্পষ্ট করে দিতে হবে। এমন একটা পোশাক গায়ে চড়াতে হবে যাতে কোনো উঁচুনিচু বোঝা না যায়।

১৪০০ বছর আগে কত পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশনা এসেছিল দেখেন :

> “ হে নবি! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন **তাদের চাদরের কিয়দংশ** (জালাবীব) **নিজেদের ওপর টেনে নেয়।** এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। **ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না**। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।
>
> [সূরা আল আহযাব, (৩৩) : ৫৯]

> “ বিশ্বাসী নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যা সাধারণত প্রকাশ তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। **তারা যেন তাদের মাথার কাপড়** (খুমুর) **দ্বারা বক্ষস্থল আবৃত রাখে**।...
>
> এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত দাসি, যৌন-কামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, **তাদের ব্যতীত কারও আছে তাদের সৌন্দর্য**

(শারীরিক ও অলংকার) প্রকাশ না করে,

তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে।

হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

[সূরা নূর, (২৪) : ৩১]

তা হলে কি এই আবরণ হিসেবে পোশাকটাই যথেষ্ট? নাকি পোশাকটাকেও ঢাকতে হবে অন্যকিছু দ্বারা। কুরআন তো বলছে চাদর দিয়ে বা মাথার কাপড়টা দিয়েই ঢাকতে। তা হলে ওড়না দিয়ে ঢেকেঢুকে নিলেই হয়ে যাবে? কুরআন-হাদীস নিজের মতো করে বুঝলে সেটা 'আমার' ইসলাম। আর কুরআন-হাদীস সাহাবিদের মতো করে বুঝলে সেটা সাহাবিদের ইসলাম, নবিজি আনীত ইসলাম। এখন কোন ইসলাম আমরা মানতে চাই, নিজেরাই ঠিক করে নিই। কুরআনের ওপরের ২ আয়াতে 'জালাবীব' আর 'খুমুর' মানে কী, সাহাবিরা কী বুঝতেন জেনে নিলেই সেই ইসলাম আমরা পেয়ে যাব। খুমুর বা খিমার মানে ওড়না ঠিক আছে, কিন্তু সেটা কেমন, আমাদের মত অর্ধস্বচ্ছ বা সরু?

❛ আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার মা আমাকে নিয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গমন করেন। তখন মা তার খিমার (ওড়নার) অর্ধেক আমাকে ইযার (লুঙ্গি) হিসেবে পরান, বাকি অর্ধেক চাদর হিসেবে গায়ে দিয়ে দেন।[১৩৭]

❛ আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার আম্মা উম্মে সুলাইম রদিয়াল্লাহু আনহা দ্রুত বেরিয়ে যান। তিনি তাঁর খিমার মাটিতে ময়লার মধ্যে দিয়ে টানতে টানতে নবিজির সাথে সাক্ষাৎ করেন।[১৩৮]

বোঝা যায়, তাদের ওড়না বা খিমার ছিল মোটা কাপড়ের যাতে বাচ্চার সতর ঢাকে, ছিল এত বড়ো যা একই সাথে চাদর ও লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করা যেত। এবং এত চওড়া যে মাথার ওপর দিয়ে জড়ানোর পরেও সাবধান না হলে মাটিতে ছেঁচড়াতো।[১৩৯]

আর 'জালাবীব' বা জিলবাব মানে হলো, এমন বড়ো চাদর যা দ্বারা আপাদমস্তক

---

[১৩৭] সহীহ মুসলিম : ৪/১৯২৯ সূত্রে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা, ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর পৃষ্ঠা : ২৯৯

[১৩৮] সহীহ মুসলিম : ৪/২০০৯ সূত্রে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা, পৃষ্ঠা : ২৯৯

[১৩৯] প্রাগুক্ত

আবৃত হয়ে যায়। ইফক বা অপবাদের ঘটনায় আমরা দেখি আম্মাজান আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, সাফওয়ান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর 'ইন্নালিল্লাহ' শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল এবং তিনি জিলবাব দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন [১৪০]। আম্মাজান থেকে আরও বর্ণিত, হাজ্জের সময় কাফেলাগুলো কাছাকাছি এলে তাঁরা জিলবাব মুখের ওপর ফেলে দিতেন, আবার ক্রস করে গেলে মুখমণ্ডল খুলে রাখতেন [১৪১]। ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ তাঁর *পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলেন,

> মুসলিম নারী **স্বাভাবিক 'আউরাত' বা সতর আবৃতকারী পোশাকের ওপরে জিলবাব পরিধান করবেন।** জিলবাব ছাড়া বাইরে বের হবেন না, ঘরে পরপুরুষ প্রবেশ করলেও তা পরিধান করবেন। নবিজির যুগে এবং পরবর্তী-যুগের মুসলিম নারীগণ এভাবেই জিলবাব ব্যবহার করতেন।

আর নবিজির যুগে 'বুরকা'-র প্রচলনও ছিল বলে জানা যায়, যদিও সাহাবি-তাবিয়িনদের যুগে বুরকা ব্যবহারে ব্যাপকতা বাড়ে, কেননা এটা ব্যবহার ও পরে কাজকর্ম করা বেশি সহজ।[১৪২]

নারীর পোশাক তার সৌন্দর্যের অংশ। পোশাক সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এটা অস্বীকারের সুযোগ নেই। নয়তো 'এটাতে আমাকে কেমন মানিয়েছে' বা 'এই ড্রেসে তোমাকে দারুণ লাগছে' এই বাক্যগুলো থাকত না। আরও কাহিনি আছে, Transvestophilia নামে একটা যৌন-বিকৃতি আছে। বিপরীত লিঙ্গের কাপড়চোপড়ের প্রতি যৌন-আকর্ষণ, আপনার পোশাকের প্রতি কেউ এমন উত্তেজনা ফিল করে তো? কে করছে তা জানার তো কায়দা নেই। Fetishism এর একটা প্রকার আছে, কাপড়ের প্রতি আকর্ষণ। আমাদের আলিমগণ তো পুরুষের চলাচলের রাস্তায় নারীর ভেজা পোশাক মেলে দিতেও নিষেধ করেন, কারণ এতদিন পরে একটু একটু বুঝে আসছে। ফিকহি-আলোচনা বাদ দিয়ে যদি আমাদের আলোচনা ধরে বলি, উদ্দীপক বা ডোজ না হতে চাইলে আপনাকে আলবত আপনার সুন্দর পোশাকটা ঢাকতে হবে। তা হলে আপনি কেমন আবরণ দ্বারা নিজেকে আবৃত করবেন? জিলবাব কেমন হলে তা আপনাকে উদ্দীপকের ভূমিকা নেওয়া থেকে সুরক্ষা দেবে। চলুন দেখি, বিজ্ঞানই আমাদের কোথায় কোথায় নিয়ে যায়।

---

[১৪০] বুখারি ও মুসলিম সূত্র : পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা, পৃষ্ঠা : ২৭২

[১৪১] আবূ দাউদ সূত্র : প্রাগুক্ত

[১৪২] আল মুনতাকা, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, কিতাবুল আসার ও ফতহুল বারী; সূত্র : পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা, পৃষ্ঠা : ৩০২

১.

বোরকা অনুজ্জ্বল রঙের হবে। কালো বেস্ট। কারণ কালো রঙ আলোর পুরোটুকু শুষে নেয়। তাই কালো বস্তু থেকে দর্শকের চোখে আলো আসে না। নজর কাড়ে না। কালো না হলেও কালো জাতীয় (নেভী ব্লু, ধূসর)। মোটকথা ম্যাদামারা রঙের হওয়া চাই। উজ্জ্বল রঙ হলুদ-লাল-নীল-গোলাপি রঙ ভিজুয়াল ফিল্ডে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এমন রঙের বোরকা 'বোরকার উদ্দেশ্য' পূরণ করে না। **[ত]**

২.

প্রচলিত বোরকার কাপড় একটা আছে সিল্কের মতো চকচকে। কালো হলেও চকচকে জিনিস আলো প্রতিফলন করে। তাই, ভিজুয়াল ফিল্ডে যে-কোনো চকচকে বস্তু নজর কাড়ে। এমন কাপড়ের বোরকায়ও উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। **[ত]**

৩.

হালে বোরকার কাপড় হিসেবে কিছু ফেব্রিক বেশ জনপ্রিয়। এই কাপড়ের সমস্যা হলো বেশি আন্দোলিত হয়। আর আমরা দেখেছি ভিজুয়াল ফিল্ডে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নড়াচড়ার দিকে দৃষ্টি চলে যায়। ফলে উদ্দীপকতা কমাতে বা নিজেকে দৃষ্টির অলক্ষে রাখতে এ জাতীয় বোরকাও অনুপযোগী। **[থ]**

৪.

বোরকার উদ্দেশ্য হলো, আপনার নিচের সুন্দর পোশাক, যেটা আপনার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিচ্ছে বহুগুণে—সেটা ঢাকা। যাতে আপনি কারও দৃষ্টি আকর্ষক না হন। যেহেতু কে আপনাকে দেখে কী ভাবছে, কী ডোজ নিচ্ছে, কী কল্পনা করছে আপনি জানেন না। ডিজাইনওয়ালা আর নানান ফ্যাশনেবল বোরকা তো সেই সৌন্দর্য্যবর্ধকই হয়ে গেল, লাউ আর কদু। তা হলে শুধু শুধু ডবল পোশাক পরে কী লাভ হলো? কেউ যদি আপনাকে বলে—বাহ্ এই বোরকায় তো তোমাকে দারুণ মানিয়েছে। বা, চমৎকার লাগছে তোমাকে। তা হলে সেই বোরকা পরা অনর্থক। কারণ আপনি তো সুন্দর লাগার জন্য বোরকা পরছেন না, বরং সৌন্দর্য্য ঢাকার জন্যই সেটা পরার কথা।

৫.

অর্ধস্বচ্ছ শিফন/জর্জেট-জাতীয় কাপড়ের বোরকা পরার চেয়ে না পরাই তো ভালো। শুধু শুধু গরমে দুই স্তর সিনথেটিক কাপড় পরার কী দরকার। পর্দার উদ্দেশ্যও পুরা হলো না, আবার গরমে কষ্টও হলো। আর মানুষের স্বভাব হলো কৌতূহল। যা স্পষ্ট

দেখা যায়, তার চেয়ে যা আবছা দেখা যায়, তার প্রতি কৌতূহল বেশি কাজ করে। ফলে অর্ধস্বচ্ছ বোরকা আপনাকে আরও বেশি নজর আহ্বানকারী করে তুলবে।

৬.

বোরকার কোমরের কাছে ফিতা যদি বেঁধে নেন, তবে বোরকা পরার উদ্দেশ্য ব্যাহত হলো। বোরকার উদ্দেশ্য ছিল আপনার দেহকাঠামোকে অস্পষ্ট করে দেওয়া। ফিতা বেঁধে কোমরের মাপকে **[ঢ]** প্রকাশ করে সেই গড়নকে আপনি স্পষ্ট করে দিলেন।

৭.

হাল আমলের বোরকার ফ্যাশন হলো ঘের অনেক বেশি রাখে গাউনের মতো। সেদিন এক ফেসবুক পেইজ দেখলাম যারা দাবি করেন যে, তারা শারঈ বোরকা বিক্রি করেন। দেখলাম লিখেছে, "ঘের অনেক বেশি... You will feel like a princess"। মানে হলো, রাজকন্যারা যেমন বেশি ঘেরওয়ালা গাউন পরে, সে রকম। বেশ, নিজেকে নিজে রাজকন্যা মনে হলে তো সমস্যা নেই। কিন্তু রাস্তার লোকে রাজকন্যা মনে করে চেয়ে থাকলে তো সমস্যা। পর্দার উদ্দেশ্য পুরা হলো না। আর অতিরিক্ত কাপড় থাকলে তা হাঁটার সময় আন্দোলিত হবে বেশি **[থ]**, ফলে ফোকাস টানবে বেশি।

৮.

আর একটা ফেব্রিক সম্পর্কে বলে আমাদের এই আলোচনা শেষ করব, যেটা এখন ব্যাপক জনপ্রিয়। 'লন' কাপড় পরতে আরামদায়ক হলেও শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে বেশি। ফলে বাইরে থেকে শরীরের অবয়ব স্পষ্ট ফুটে ওঠে। যদিও আপনার পোশাকটা ফিটিং না, বা স্বচ্ছ না। আপনি ভাবছেন সব তো ঢাকাই, আসলে কাপড় লেপ্টে থেকে সব অবয়ব বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'লিনেন'ও তাই। মাহরাম ব্যক্তিদের সামনেও তাই এসব কাপড়ের পোশাক পরহেজ করা দরকার, সুতি-ই ভালো।

> ❛ আবূ ইয়াযীদ মুযানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হযরত উমার রদিয়াল্লাহু আনহু মহিলাদেরকে কাবাতি (মিসরে প্রস্তুতকৃত এক ধরনের সাদা-কাপড়) পরতে নিষেধ করতেন। লোকেরা বলল, এই কাপড়ে তো ত্বক দেখা যায় না। তিনি বললেন, ত্বক দেখা না গেলেও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটে ওঠে।[১৪৩]

তাহলে কেমন বোরকা পরলে উদ্দীপক হিসেবে আমার ভূমিকা মিনিমাম হবে?

১. নিকাব-সহ কালো বা কালো-জাতীয় রঙের

---

[১৪৩] মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা, হাদীস : ২৫২৮৮ সূত্র : পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা

২. সুতি ধরনের কাপড় যা অতিরিক্ত দুলবে না, লেপ্টে থাকবে না। বরং কিছুটা ফুলে থাকবে, বডি শেপকে অস্পষ্ট করে দেবে। কাপড় সুতি হলে সিনথেটিক এসব কাপড়ের চেয়ে আরামও পাবেন বেশি। আরেকটা ব্যাপার আছে। সুতি কাপড় ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে পরিপাটিভাব থাকে না, ফলে আপনার দিকে কেউ লক্ষই করবে না, চোখ পড়লেও অনীহাভরে সরিয়ে নেবে। বোরকা পরার মূল উদ্দেশ্য সবচেয়ে সুন্দরভাবে পূরণ হবে।

পরের আলোচনাগুলোর আগে প্যারাফিলিয়ার ছকে * চিহ্নিত প্রকারগুলো আরেকবার দেখি এই ফাঁকে :

Nasophilia*	নাকের প্রতি কাম আকর্ষণ
Oculophilia*	চোখের প্রতি যৌন-আকর্ষণ
Olfactophilia	শরীরে গন্ধে কাম
Partialism*	যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্য অঙ্গের প্রতি যৌনাঙ্গের চেয়ে বেশি আগ্রহ
Podophilia*	পায়ের প্রতি যৌন-আকর্ষণ
Trichophilia*	চুলের প্রতি কাম
Transvestophilia	বিপরীত লিঙ্গের কাপড়চোপড় পরেছে এমন কাউকে দেখে

২.২ রূপ লাগি আঁখি ঝুরে

মুখ ঢাকা থাকবে কি না—এটা নিয়ে ইখতিলাফ থাকলেও 'ফিতনার আশঙ্কা থাকলে মুখ ঢেকে বের হওয়ার বিষয়ে' কোনোকালেই ইখতিলাফ ছিল না বলেই মনে হয়। আর এখনকার জামানাকে আপনি যদি ফিতনার জামানা না বলেন, তা হলে আর কোন জামানাকে বলবেন? এজন্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববর্তী ও প্রায় সব পরবর্তী আলিমগণ মুখ ঢাকাকে জরুরি বলেছেন। তবে আমরা সেদিকে যাব না। আমরা আমাদের আলোচনার সূত্র ধরেই এগোব। যদি আপনি রাস্তাঘাটে নজরের লক্ষবস্তু হতে না চান, হাজারও কিলবিলে মনোজগতের কোনো খোরাকই কাউকে যদি দিতে না চান, বাসা ও গন্তব্যের মাঝের রাস্তাটুকু সকলের অলক্ষে থেকে পার হয়ে যেতে চান, তবে আপনাকে চেহারা ঢাকতে হবে। আর যদি চান সবাই আপনাকে দেখুক, Partialism-তে আক্রান্ত যার সিম্বলিজম ঠোঁট, সে আপনার ঠোঁট নিয়ে ফ্যান্টাসি করুক, Nasophilia-তে আক্রান্ত

কেউ আপনার নাক নিয়ে কল্পনা করে উত্তেজনার শীর্ষে চলে যাক, আপনার টানা চোখে কারও চোখ আটকে যাক, আপনার চেহারার সৌন্দর্যে কারও ঘুম উবে যাক, তা হলে ভিন্ন কথা।

Department of Psychology, University of Oslo-র PhD গবেষক Olga Chelnokova-র PhD thesis নিয়ে ভার্সিটির ওয়েবসাইট আর্টিকেল করেছে।[১৪৪] সুন্দর চেহারা দেখেও আমাদের ব্রেনের 'রিওয়ার্ড সেন্টার' উদ্দীপিত হয় (our brain rewards us)। প্রথমে এমনি এমনি কিছু চেহারার ছবিকে মার্ক দিতে বলা হলো। এবার একটু মরফিন দিয়ে আবার মার্ক দিতে বলা হলো। যে ছবিগুলো বেশি আকর্ষণীয় লেগেছিল আগেরবার, এবার সেগুলোকে আরও বেশি মার্ক দিয়ে দিলো (rated the most attractive faces as even more attractive)। শুধু তাই নাকি? সময় পার হয়ে যাবার পরও আরও মার্ক দেওয়ার জন্য বাটন টিপতেই থাকল। ছবিগুলোর **চোখের দিকে** আরও বেশিক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিল তারা এবার। আর 'রিওয়ার্ড সিস্টেম ব্লক করে এমন ড্রাগ একটু দিয়ে দেখা গেল, সেই বেশি ভালো-লাগা ছবিগুলোকেই এবার বেশ কম মার্ক দিয়ে বসল।

তা হলে সুন্দর চেহারাও আসক্তি তৈরি করে **[২]**। আপনার চেহারার বড়শিতে মাছ গেঁথে গেলে কিন্তু গেঁথেই থাকবে, আসক্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা আসেন সহজ করি বিষয়টা। চেহারা কি সৌন্দর্যের অংশ, না বাইরে? হ্যাঁ, চেহারাই সৌন্দর্যের কেন্দ্র। মানুষ সুন্দর কি না, এটা তো বিচার করা হয় চেহারা দেখেই। আর কুরআনে ঢাকতে বলা হয়েছে 'যীনাত' মানে সৌন্দর্য, খালাস।

> ❝ হে নবি! আপনি **আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে** বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ **নিজেদের ওপর** টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। **ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না**। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৪৫]

কুরআনের ব্যাখ্যা নবিজি নিজেই করেছেন। সেটা বেশি গ্রহণযোগ্য। তেমন কিছু না পেলে সাহাবিদের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য। নয়তো তাদের ছাত্রদের ব্যাখ্যা। ইসলাম এটাকেই বলে, আমার মনের মতো ব্যাখ্যা ইসলাম না।

> ❛ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদেরকে আদেশ করেছেন যখন তারা কোনো প্রয়োজনে

ঘর থেকে বের হবে তখন যেন মাথার ওপর থেকে ওড়না/চাদর টেনে স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করে। আর (চলাফেরার সুবিধার্থে) শুধু এক চোখ খোলা রাখে।[১৪৬]

❛ ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি (বিখ্যাত তাবেয়ি) আবীদা (সালমানি)-কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কাপড় দ্বারা মাথা ও চেহারা আবৃত করবে এবং এক চোখ খোলা রাখবে।

অনেকে আবার বলেন, চেহারা ঢাকার বিধান আম্মাজানদের জন্য খাস ছিল। তা হলে এটা কী?

❛ আসমা বিনতে আবূ বাক্‌র রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখতাম।[১৪৭]

আসমা রদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন আম্মাজান আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর বোন। তার মানে আম্মাজানগণ ব্যতীত বাকি মহিলা সাহাবিরাও মুখ ঢেকেই রাখতেন। যে কুরআন-হাদীস সাহাবিদের মতো করে বুঝতে চায়, 'আন আমতা আলাইহিম'-এর পথে চলতে চায়, তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আর যে মনোমতো চলতে চায়, তার জন্য যুক্তিতর্ক, দলিল-পাল্টাদলিল।

২.৩ চৈত্রমাসে সর্বনাশ

সাহিত্যের সাথে যাদের বিন্দুমাত্রও ওঠাবসা আছে, তারা জানেন—যতদিন থেকে মানুষ সাহিত্য করতে শিখেছে, তখন থেকেই 'নারীর চোখ' সব যুগে সব ভাষায় সাহিত্যের বিষয় হয়েছে, মানুষের ভাবালুতা-ফ্যান্টাসির টপিক এই চোখ। প্রেয়সীর চোখে হারিয়ে পুরুষ কখনও লিখেছে :

'প্রহর শেষে আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস/তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ'

কখনও লিখেছে—

'নেশা লাগিল রে/বাঁকা দুই নয়নে নেশা লাগিল রে'

কখনও 'পাখির বাসার মতো চোখ' কখনও 'সন্ধ্যাভরা আঁখি' কখনও 'কালো হরিণচোখ' ভেবে কল্পনায় হাবুডুবু খেয়েছে কবিরা। অর্থাৎ নারীর চোখ পুরুষের

---

[১৪৬] ফাতহুল বারী : ৮/৫৪, ৭৬, ১১৪; সূত্র : পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা।
[১৪৭] মুসতাদরাক হাকিম : ১/৪৫৪; সূত্র : পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা।

আকর্ষণের একটা ভারকেন্দ্র চিরকাল ধরেই। এমনকি চোখ নিয়ে প্যারাফিলিয়ায়ও মানুষ পৌঁছে গেছে, Oculophilia-য় আক্রান্তদের চোখ দেখেই কাম জাগে। কুরআনে যে 'যীনাত' অর্থাৎ 'সৌন্দর্য' ঢাকতে বলা হয়েছে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে যা-কিছু পড়ে সবই হুকুমের আওতায় এসে যায়। ইখতিলাফ তো চাইলে করাই যায়। কিন্তু সাহাবিরা বুঝতেন সহজভাবে। তাঁরা কুরআন-হাদীসকে দিয়ে জীবন পরিবর্তন করতেন। আর আমরা জীবনকে ঠিক রেখে কুরআন-হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করে নিই।

তা হলে কি রাস্তাঘাটে চলব না? ওই-যে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বললেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদেরকে আদেশ করেছেন—যখন তারা কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে তখন যেন মাথার ওপর থেকে ওড়না/চাদর টেনে স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করে। **আর (চলাফেরার সুবিধার্থে) শুধু একচোখ খোলা রাখে।**[১৪৮]

কিংবা চোখের কাছে কাপড়ের স্তরটা পাতলা হলেও সব দেখতে পারেন। শুধু রাস্তাটুকুই তো। কত বোনেরা তো পারছে। আপনিও পারবেন ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করেন, ওরা তো পেরেছে, তুমি কেন পারোনি? কেন চেষ্টা করোনি? তখন?

২.৪ সোনার হাতে সোনার কাঁকন

ফিকহি আলাপ বাদ দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনার খেই ধরে এগোই। পর্নোজগতে টেরাবাইট কে টেরাবাইট ভিডিও আছে 'ফুট ফেটিশ'-এর। Foot Fetish মানে হলো, পা-কে ঘিরে তাদের যৌনতা (Podophilia) । পা নিয়ে তাদের উত্তেজনা শুরু, পা দিয়েই শেষ। এগুলো কেউ-না-কেউ তো দেখে। দেখে বলেই, চাহিদা আছে বলেই তো বানানো হয়। যেহেতু আপনি জানেন না রাস্তাঘাটে, অফিসে, স্কুলে হাজার হাজার পুরুষের মাঝে কে কে এই সিম্বলিজম লালন করে তার মনের গহীন কোঠরে। সুতরাং আপনি যদি কারোরই মনোযোগ বা কামনার কেন্দ্র হতে না চান, একজন পুরুষেরও না। তা হলে আপনি কী করবেন? হ্যাঁ, আপনি আপনার হাত-পাও ঢাকবেন। হয়তো আল্লাহ আপনাকে না-ও ধরতে পারেন এজন্য, গুনাহ না-ও হতে পারে, কেননা ফিকহি ইখতেলাফ আছে। কিন্তু আপনি যদি এই ফিতনার জামানায় সচেতন মুসলিম নারী হন, কোনো পুরুষের গোপন কুঠুরির কল্পনার সঙ্গী হতে না চান, আপনি পা ঢাকবেন।

---

[১৪৮] ফাতহুল বারী : ৮/৫৪, ৭৬, ১১৪; সূত্র : পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা।

> আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—ইহরাম গ্রহণকারী নারী যেন নেকাব ও হাতমোজা পরিধান না করে।[১৪৯]

অন্যান্য সময় মহিলা সাহাবিদের মাঝে হাতমোজা ও নিকাবের ব্যাপক প্রচলন ছিল বলেই নবিজিকে আলাদা করে ইহরামের সময় না পরার নির্দেশ জারি করতে হয়েছে। তার মানে অন্যান্য সময় তাঁরা নিকাব ও হাতমোজা পরতেন। আমাদের লক্ষ্য তো তাঁদেরই মতো হওয়া। এখানে আর যুক্তির প্রয়োজন নেই। মানার জন্য যুক্তি লাগে না, না-মানার জন্য যুক্তি লাগে।

> আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে রাখে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। তখন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে মহিলারা তাদের কাপড়ের ঝুল কীভাবে রাখবে? রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক বিঘত ঝুলিয়ে রাখবে। উম্মে সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, **এতে তো তাদের পা অনাবৃত থাকবে। তখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা হলে এক হাত ঝুলিয়ে রাখবে, এর বেশি নয়।**[১৫০]

দেখেন, এখানে পা অনাবৃত থাকবে শুনে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাত কাপড় ঝুলিয়ে দিতে বললেন। মানে নবিজি চাননি মেয়েদের পা দেখা যাক। তবে এতটা ঝুলানো হবে না যাতে 'রাজকন্যাদের মতো' লাগে, ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ময়লা হয়, এজন্য মাপ বলে দিলেন। অহংকার-অপচয় যাতে না হয়। যে পা-মোজা পরতে চায়, তার জন্য দলিল এতটুকুই যথেষ্ট।

২.৫ ঘ্রাণে অর্ধভোজন

যে সকল কারণে আমরা এক ফোকাস থেকে আরেক ফোকাসে যাই, তার মধ্যে অন্যতম হলো গন্ধ, সে ভালোই হোক আর খারাপই হোক। কোনো গন্ধ নাকে এলে তার উৎস খোঁজার চেষ্টা করা আমাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। পারফিউমের গন্ধ যত জনের নাকে যাবে সবাই উৎসের সন্ধানে আপনার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাবে **[দ]**।

---

[১৪৯] সহীহ বুখারি : ১৮৩৮, আবূ দাউদ : ১৮২৫-১৮২৬-১৮২৭ (ihadis)

[১৫০] রিয়াদুস সালেহীন : ৮০৫ (ihadis) নারীদের জন্য পায়ের গোছা থেকে ১ বিঘত কাপড় লম্বা করা মুস্তাহাব, এক হাত লম্বা করা জায়েয। এর বেশি করা অনুচিত। যায়দান ৩য় খণ্ড, সূত্র : শারঈ পর্দার বিধান, মাওলানা মিরাজ রহমান, আকিক পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা : ৭২।

আপনার অলক্ষে থাকার মিশন তো হলোই না, আরও কী হলো শোনেন,

Chicago's Smell and Taste Treatment and Research Foundation-এর ডিরেক্টর Alan R. Hirsch, M.D., F.A.C.P. সাহেব *Cosmopolitan* পত্রিকাকে বলছেন, **সুগন্ধী আসলেই ব্রেনের সেই জায়গাগুলোকে উত্তেজিত করে যেগুলো যৌনাকাঙ্ক্ষার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।** এবং এর ফলে পুরুষের মনে কামোদ্দীপক-চিন্তার (lusty thoughts) উদ্রেক হতে পারে। এমনকি কসমোপলিটনে কয়েকজন প্রেমিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে[১৫১], তারা সবাই বলছে তাদের গার্লফ্রেন্ডের সুগন্ধী তাদেরকে সহবাসের দিকে প্রলুব্ধ করে। সবচেয়ে ভয়াবহ কাহিনি শুনিয়েছে ১৮ বছর বয়স্ক এরিক। সে জানাচ্ছে, একবার এক **অপরিচিত মেয়ের** গায়ে 'Glow by J.Lo' পারফিউমের গন্ধে তার ইচ্ছে হয়েছে মেয়েটির সাথে কাছাকাছি হবার... সারাটা রাতের জন্য। চিন্তা করেছেন! অথচ আমরা একে কত সাধারণ কত স্বাভাবিক মনে করি।

Alan R. Hirsch সাহেবের এই রিসার্চ ছেপেছে American Academy of Neurological and Orthopaedic Surgeons-এর ওয়েবসাইট[১৫২] *Human Male Sexual Response to Olfactory Stimuli* শিরোনামে। ৩১ জন পুরুষ ভলান্টিয়ারের ওপর ৩০ পদের পারফিউমের প্রভাব দেখা হয়। brachial penile index অনুসারে তাদের লিঙ্গে রক্তের প্রবাহ মাপা হয় Floscope Ultra Pneumoplethymosgraph যন্ত্র দিয়ে। সব পারফিউমেই কম-বেশি বেড়েছে লিঙ্গের রক্তপ্রবাহ। রিসার্চ পেপারে আগের আবিষ্কারগুলো আলোচনায় তিনি বলেন, এনাটমিগতভাবে ব্রেইনের 'অলফ্যাক্টরি লোব' যেটা ঘ্রাণের অনুভূতি দেয়, সেটা আমাদের 'লিম্বিক সিস্টেমের'-ই একটা অংশ আর এই লিম্বিক সিস্টেমই আমাদের যৌনচিন্তা ও কামনার অনুভূতি তৈরি করে।[১৫৩] এমনকি ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে-যাওয়া ১৭% রোগীর যৌন-সমস্যা দেখা দিয়েছে। এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, যৌন-কামনা ও ঘ্রাণের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক তো আছেই। squirrel monkey নামক এক ধরনের বানরে ঘ্রাণের উত্তেজনা সরাসরি সেপ্টাল নিউক্লিয়াসে কাজ করে লিঙ্গে রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে লিঙ্গোত্থান ঘটায়।

Cosmopolitan বলছে, রিসার্চে পাওয়া গেল : ৩৬% বলেছে, আকর্ষণীয় সুগন্ধী প্রথম ডেটিংয়েই তাদেরকে পাগল করে দিয়েছে (drive them crazy on a

---

[১৫১] https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/advice/a2013/scents-that-seduce/

[১৫২] https://aanos.org/human-male-sexual-response-to-olfactory-stimuli/

[১৫৩] MacLean PD. Cerebral evolution of emotion. In: Lewis M, Haviland JM (eds). Handbook of Emotions. New York, Guilford, 1993, 66-67

first date)। ৮৪% বলেছে, তারা বিশ্বাস করে যে, পারফিউম তাদের কামনা জ্বালাতে ও নেভাতে পারে (turn them on or off)। ৮১% মনে করে, পারফিউম নারীর আকর্ষণকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় (boost)।

দেখলেন তো, পারফিউম সরাসরি পুরুষে যৌন-কামনা উদ্রেক করতে পারে, আপনি তার অপরিচিত হলেও। যে নারী পুরুষের যৌন-কামনা জাগানোর জন্য যৌন-আবেদনময়ী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে তাকে আর কীই-বা বলা যেতে পারে। ঠিক ধরেছেন, তাকে ব্যভিচারিণী-ই বলেছেন নবিজি।

> প্রতিটি চক্ষুই ব্যভিচারী। আর যে মহিলা সুগন্ধি দিয়ে পুরুষদের সভায় যায় সে এমন এমন (অর্থাৎ ব্যভিচারকারিণী)।[১৫৪]

> ওই মহিলার সালাত কবুল হবে না, যে সুগন্ধি মেখে মাসজিদে যায়, যতক্ষণ সে গোসল না করে নাপাকি থেকে গোসল করার ন্যায়।[১৫৫]

> তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর ঘরে (মাসজিদে) যেতে নিষেধ কোরো না। তবে তারা বের হওয়ার সময় যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।[১৫৬]

২.৬ নিটোল পায়ে রিনিক ঝিনিক

আমি আগেই বলে নিয়েছি, কেউ যদি নিজেকে উদ্দীপকের সামান্যতম ভূমিকায়ও দেখতে না চায়, তা হলে তার কী কী করণীয় সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি। এমন কোনো কিছু আপনার করা উচিত নয়, যাতে কেউ ঘাড় ঘুরিয়ে আপনার দিকে তাকায়। এমনই আরেকটা বিষয় হলো—নারীর অলংকারের শব্দ **[ধ]**। শব্দের কারণে মানুষ এক ফোকাস থেকে আরেক ফোকাসে যায়, সে শব্দের উৎস খুঁজতে চায়, প্রাকৃতিকভাবেই। পায়ের নূপুরের নিক্বণ, কিংবা চুড়ির রিনিঝিনি শুনে কেউ যদি 'দেখি তো কে যায়' মনে করে, তা হলে আমাদের আর অলক্ষে থাকা হলো না। আর পুরুষের কানে এই শব্দগুলোর একটা ভিন্ন আবেদন আছে। মনে দোলা দিয়ে যায়, এজন্য সাহিত্যের ভাবালুতার বিষয় হিসেবে এগুলো স্থান পায়। গান বাঁধা হয়— 'নিটোল পায়ে রিনিকঝিনিক পায়েলখানি বাজে' কিংবা 'এক পায়ে নূপুর তোমার অন্য পা খালি'। এগুলো পুরুষের ফ্যান্টাসির বিষয়। কেবল চুড়ির রিনিঝিনি শুনেই অদেখা সুন্দরীকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা করে নাতিপুতির স্বপ্ন দেখা পুরুষের অভাব নেই মোটেও।

---

[১৫৪] তিরমিযি : ২৭৮৬, আবূ দাউদ : ৪১৭৩; সূত্র : মিশকাতুল মাসাবিহ : ১০৬৫ (ihadis)

[১৫৫] আহমাদ : ৯৯৩৮, আবূ দাউদ : ৪১৭৪, সহীহ আল জামি : ৭৩৮৫ সূত্রে মিশকাতুল মাসাবিহ : ১০৬৪ (ihadis)

[১৫৬] আবূ দাউদ : ৫৬৫, মুসলিম : ৮৮২-৮৮৩-৮৮৪ (ihadis)

তাই, রাস্তায় বের হবার কালে শব্দ-উদ্রেককর-গহনা না পরা উচিত।

> "...তারা যেন তাদের **গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।**... [সূরা নূর, (২৪) : ৩১]

২.৭ বিড়াল-চলন

নিচের ছবিটা নারী ও পুরুষের পেলভিস বা নিতম্ব অস্থিচক্র বা শ্রোণীচক্র। দেখেন গর্ভধারণের জন্য নারীদের কানকোর মতো দুই হাড়ের মাঝে বেশ জায়গা। পুরুষের কিন্তু কম। এজন্যই নারীর উরুর হাড় সেট হয়েছে দূরে এবং হাঁটুর কাছে এসেছে অ্যাঙ্গেল হয়ে। এজন্যই মেয়েরা হাঁটে একরেখায়, দুই পা কাছাকাছি ফেলে। আর পুরুষ হাঁটে পা ফাঁক করে, দুই রেখায়। জানি না বোঝাতে পারলাম কি না। লজ্জা করে লাভ নেই, বলেই ফেলি। এই হাড়ের গঠনের কারণে পুরুষের চেয়ে নারীর নিতম্ব আন্দোলিত হয় বেশি (women display increased hip movement)। বলবেন আমার কাজ নাই, সারাদিন এগুলা দেখি। না ভাই, আমি না। Institute of Psychiatry, University of London-এর Consultant Psychiatrist জনাব Raj Persaud, M.D. এবং Royal College of Psychiatrist's Podcast Editor Team-এর সদস্য Peter Bruggen, M.D সাহেব লিখেছেন *Psychology Today* ম্যাগাজিনে।[১৫৭] এই আর্টিকেলে তাঁরা University of Portsmouth-এর একটা গবেষণার কথা উল্লেখ করেন। যেটা ছেপেছে তো শিরোনাম ছিল High heels as supernormal stimuli : How wearing high heels
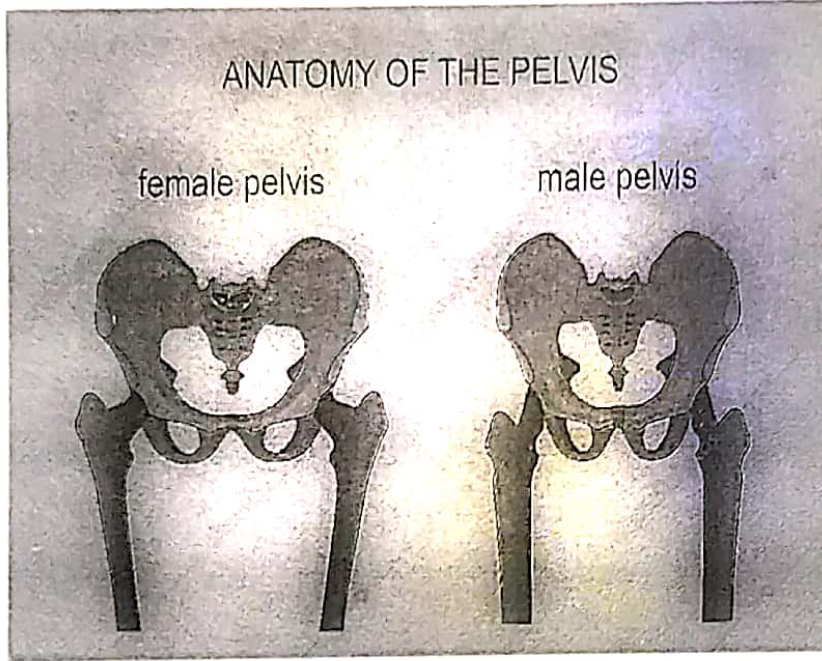
---

[১৫৭] Why high heels make women more attractive
https://www.psychologytoday.com/us/blog/slightly-blighty/201508/why-high-heels-make-women-more-attractive

affects judgements of female attractiveness.[১৫৮] তারা একই মহিলাকে চ্যাপ্টা সমতল (flat shoe) জুতো আর হাই হিল পরিয়ে হাঁটিয়ে point-light methodology অনুসারে দেখেছেন, হাই হিল পরে হাঁটলে পুরুষে যৌন-উত্তেজনা আসতে পারে (which could cause sexual arousal in males)। কীভাবে? হাই হিল পরে মেয়েদের মেয়েলি চলন আরও মেয়েলি হয় (increased femininity of gait)। সেটা কেমন? মেয়েদের হাঁটার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে (sex-specific aspects of the female walk) :

- তাদের নিতম্ব অস্থিচক্র পেলভিস বেশি ঘোরে (greater pelvic rotation),
- নিতম্ব ঊর্ধ্বমুখীভাবে আন্দোলিত হয় বেশি (increased vertical motion at the hip),
- পদক্ষেপ হয় ছোটো ছোটো (shorter strides),
- মিনিটে স্টেপ নেয় বেশি (higher number of steps per minute)।

তারা বলেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলোকেই হাই হিল আরও বাড়িয়ে তোলে এবং হাই হিল পরে হেঁটে-যাওয়া একটা মেয়ে পুরুষের জন্য হতে পারে 'অতিস্বাভাবিক উত্তেজক' (women walking in high heels could be regarded as a **supernormal stimulus**)। অবশ্যই রাস্তায় বের হবেন ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরে।

আর হাঁটা কেমন হবে। হাঁটার ভিতর নারীসুলভ কমনীয়তা কমিয়ে ফেলতে হবে। প্রথম দুটো পয়েন্ট কমাতে পারবেন না, এগুলো সৃষ্টিগত। পরের দুটো পয়েন্ট আপনার নিয়ন্ত্রণে, মাঝারি স্টেপ নিবেন, আর ধীরে হাঁটবেন, ঘন ঘন পা ফেলবেন না, আস্তে আস্তে হাঁটবেন, রিলাক্সে। আশ্চর্যের বিষয় হল, কুরআনে আল্লাহ এটাই বলেছেন,

> ❝ তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে **সজোরে পদক্ষেপ না করে**। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা নূর, (২৪) : ৩১]

অবশ্য আশ্চর্যের কী আছে। আল্লাহই তো বলবেন। আমরা কীভাবে ভালো থাকব, এটা উনি ছাড়া আর কে ভালো জানবেন।

আর মেয়েরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটবে না। এটা এজন্য না যে, তাদের অসম্মান করে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হলো। বরং পুরুষদের অনেক তাড়া থাকে, আর তারা

---

[১৫৮] *Evolution and Human Behavior*, Volume 34, Issue3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513812001225

লম্বা লম্বা স্টেপে জোরে হাঁটে সৃষ্টিগতভাবেই। তাই মাঝ দিয়ে ওরা হাঁটুক, আর মেয়েরা যেহেতু ধীরে হাঁটবে তাই একপাশ দিয়ে হাঁটুক। যে গাড়ি ৬০ স্পীডের ওপরে যাবে তারা এক লেন দিয়ে, যারা কম স্পীডে যাবে তারা আরেক লেন দিয়ে। আম্মাজান আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা মেয়েরা রাস্তার এত পাশ ঘেঁষে হাঁটতাম যে আমাদের কাপড়ে ঘরের দেয়ালের মাটি লেগে যেত। নবিজি যা বলেছেন তাই। কোনো 'কেন, কিন্তু, তবে, তা হলে' নেই। ঈমান এটারই নাম।

> ❛ পথে চলার সময় পথের মাঝে চলা নারীর জন্য বৈধ নয়।[১৫৯]

২.৮ হ্যাঙ আউট

অহেতুক ঘোরাঘুরি নিজেই বহু সমস্যার কারণ। ছেলে মেয়ে উভয়েরই। ইভটিজিং থেকে শুরু করে যৌন-হয়রানি পর্যন্ত অনেক অপরাধের অনুসন্ধানে আপনি পাবেন হয় ছেলেদের গ্রুপটা কিংবা মেয়েগুলো ঘুরতে বেরিয়েছে। বিনোদনের জন্য ঘুরতে যাওয়া একটা ভিন্ন বিষয়। তবে পরিবারের বড়োদের সাথে ঘুরতে যাওয়া এক জিনিস, আর কেবল বন্ধুরা বা বান্ধবীরা মিলে ঘুরতে যাওয়া ভিন্ন জিনিস। দুটোতে ঘুরার উদ্দেশ্য, ধরন, বিনোদনের কন্টেন্ট, নিরাপত্তা, ভিন্ন ভিন্ন। ইংরেজিতে একটা শব্দই হয়ে গেছে—উইন্ডো শপিং। মানে হলো, কেনাকাটা উদ্দেশ্য না, স্রেফ দেখার জন্য মার্কেটে ঘুরাঘুরি করা। শুধু পণ্য দেখতে মেয়েরা উইন্ডো শপিং করে। আর ছেলেরা পণ্য দেখতে কমই যায়, তারা দলবেঁধে যায় 'পণ্যের ক্রেতাদের' দেখে চোখের তৃষ্ণা মেটাতে। চোখের তৃষ্ণা মিটে গেলে মনের তৃষ্ণা শুরু হয়, মন চায় কিছু একটা বলি। সিনেমায় দেখেছি দুষ্টু দুষ্টু কথা থেকে প্রেম হয়ে যায়, 'সেক্সি/হট' বললে মেয়েরা খুশি হয়, কোনো মেয়ের প্রশংসা করলে বা 'প্রথম দেখেই পাগল হয়ে গেছি' বলে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করলে প্রেম হয়—দেখি চেষ্টা করে। কেউ আবার এতটা চায় না, শুধু হাতের তৃষ্ণা মিটিয়ে ক্ষান্ত দিতে চায়, জাস্ট ফান। কী আর হবে, এতগুলো ছেলে একসাথে রয়েছি, বেশি কিছু তো আর করছি না, আরে মেয়েরা তো এসবই চায়। মনে মনে খুশিই হবে।

এই খুঁটিনাটি জিনিসও বাদ যায়নি। আর কত নিখুঁত হলে আমাদের অন্তর শান্ত হয়ে মেনে নেবে যে, সমাধান এখানেই। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

---

[১৫৯] আস সহীহাহ : ৮৫৬

কথাগুলো দেখুন :

‘ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মসজিদ, আর **সর্বনিকৃষ্ট স্থান বাজার**।[১৬০]

‘ উকবা ইবনু আমের রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুক্তি পাওয়ার রাস্তা কী? তিনি ইরশাদ করলেন, নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রেখো। নিজ ঘরে থাকো (অনর্থক বাইরে ঘোরাফেরা কোরো না) আর নিজ গুনাহের ওপর ক্রন্দন করতে থাকো।[১৬১]

‘ শীঘ্রই অনেক ফিতনা দেখা দেবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। [১৬২]

‘ **রাস্তায় বসার ব্যাপারে তোমরা সাবধান হও**। সাহাবিগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তায় না বসে তো আমাদের উপায় নাই, তথায় আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা যখন অসম্মত হচ্ছ, তা হলে রাস্তার দাবি পূরণ করো। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ রাস্তার দাবি কী? তিনি বলেন, **চোখের দৃষ্টি সংযত রাখা**, কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ। [১৬৩]

‘ আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নারী হলো সতর তথা আবৃত থাকার বস্তু। নিশ্চয়ই সে যখন ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। আর সে যখন গৃহের ভেতরে অবস্থান করে তখন সে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি নিকটে থাকে। [১৬৪]

‘ নারীরা গুপ্ত জিনিস; সুতরাং যখন সে (বাড়ি হতে) বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় করে তোলে।[১৬৫]

“ কুরআনে আল্লাহ বলছেন :

তোমরা স্ব-স্ব গৃহে অবস্থান করো, জাহিলিয়াতের যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। [সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩৩]

---

[১৬০] মিশকাতুল মাসাবিহ : ৬৯৬ (ihadis)

[১৬১] তিরমিযি : ২৪০৬, আস-সহীহাহ : ৮৮৮ (ihadis)

[১৬২] বুখারি : ৭০৮১-৭০৮২ (ihadis)

[১৬৩] আদাবুল মুফরাদ : ১১৬০, ইবনু মাজাহ : ১৪৬০, বুখারি, মুসলিম। (ihadis)

[১৬৪] মিশকাত; সূত্র : শারঈ পর্দার বিধান, মাওলানা মিরাজ রহমান, পৃষ্ঠা : ২০।

[১৬৫] সহীহ তারগীব : ৩৪৪

২.৯ রহস্য ভাসে কিন্নরী ভাষে

শুধু কণ্ঠ এবং শুধু দৈহিক সৌন্দর্য আলাদা আলাদাভাবে সামনে এলে (when each dimension appears alone) কণ্ঠমাধুর্য বেশি আকর্ষণ তৈরি করে।[১৬৬] অর্থাৎ আপনি যদি শুধুমাত্র কারও কণ্ঠ শোনেন, তা হলে কণ্ঠের প্রতি আকর্ষণ আপনার ভিতরে বেশি কাজ করবে (vocal attractiveness will be more pronounced)। অর্থাৎ শুধু কণ্ঠ যতটুকু আকর্ষণ তৈরি করবে দেখা করে কথা বলা (both vocal and visual information simultaneously) ততটা করবে না।[১৬৭] তার মানে, পুরো বোরকা পরেও আপনি কণ্ঠের আলাদা ইফেক্ট এড়াতে পারছেন না।

এবং মানুষ কণ্ঠ শুনে তার শারীরিক সৌন্দর্য কেমন হবে তার একটা ধারণাও করে নেয় (more appealing voices as having more attractive faces)[১৬৮]। এই বরাতে Eastern Connecticut State University-র Social Psychology-র প্রফেসর Madeleine A Fugère Ph.D লেখেন, আকর্ষণীয় কণ্ঠ আমাদের আকর্ষণের অনুভূতিকে বাড়িয়ে তোলে। (Hearing an appealing voice can heighten our feelings of attraction)[১৬৯]

বিপরীত লিঙ্গের কণ্ঠের মাধুর্য থেকে শ্রোতা ধারণা করে নেয় (predicted) :

- তার প্রথম সেক্সের বয়স (reported age of first sexual intercourse)
- যৌনসঙ্গীর সংখ্যা (number of sexual partners)
- অবৈধ যৌনসঙ্গীর সংখ্যা (number of extra-pair copulation (EPC) partners)
- তারা আবার কতজনের অবৈধ সঙ্গী হয়েছে (number of partners that they

---

[১৬৬] Department of Psychology, University of Rochester, New York এর Zuckerman ও তাঁর সহযোগীবৃন্দের এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয় Journal of Personality and Social Psychology-তে ১৯৯১ সালে। Cross-channel effects of vocal and physical attractiveness and their implications for interpersonal perception
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2037966

[১৬৭] Zuckerman, M., Hodgins, H., & Miyake, K. (1990). The vocal attractiveness stereotype: Replication and elaboration. Journal of Nonverbal Behavior
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01670437

[১৬৮] Vocal and visual attractiveness are related in women নামে প্রকাশিত হয় Animal Behaviour
Volume 65, Issue 5-এ। পরিচালনা করেন Animal Behaviour and Ecology Group, School of Life and Environmental Sciences, University of Nottingham-এর Sarah A.Collins এবং তার টিম।
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347203921233

[১৬৯] https://www.psychologytoday.com/us/experts/madeleine-fug-re-phd

had intercourse with that were involved in another relationship)

মোটকথা *Evolution and Human Behavior* জার্নালের Volume 25, Issue 5-এর এই রিসার্চ পেপারে Department of Psychology, State University of New York-এর Susan M.Hughes ও তাঁর দল দাবি করছেন, কেবল কণ্ঠ শুনে কারও চরিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা করে ফেলা যায়।[১৭০] তা হলে সেটা কেমন ধারণা? ভালো না খারাপ?

কানাডার McMaster University-র Department of Psychology, Neuroscience and Behaviour-এর গবেষকেরা ৫৪ জন পুরুষ আর ৬১ জন নারীর ওপর গবেষণা চালান।[১৭১] *Voice Pitch Influences Perceptions of Sexual Infidelity* নামে সেটি প্রকাশিত হয় *Evolutionary Psychology* জার্নালে Volume 9(1) এ 2011 সালে। সেখানে তাঁরা ফলাফল পান, **যে মেয়েদের কণ্ঠ যত মেয়েলি, তাদের দ্বারা তত বিশ্বাসভঙ্গের সম্ভাবনা** বলে ছেলেরা মনে করে (men attributed high **infidelity** risk to feminized women's voices)। মানে দাঁড়াচ্ছে আপনি আপনার পুরুষ কলিগ বা দোস্তের সাথে যত হেসে হেসে গলে গলে কথা বলছেন, সে আপনাকে ততটাই 'পটানো সম্ভব' বা 'বিশ্বাসভঙ্গ করিয়ে পরকীয়ায় আনা সম্ভব' বলে ভাবছে। আর 'রেপমিথ' তো আছেই যা নাটক-সিনেমা-পর্ন দেখে দেখে তার বিশ্বাসে রূপ নিয়েছে। এমনকি যদি কেউ আপনাকে দেখতেও না পায়, কেবল আপনার কোমল ভয়েস শুনে বা কণ্ঠে রিনরিনে হাসির শব্দ শুনে, সেটুকুই তার মনে মনে মনকলা খাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এই আধুনিক গবেষণা আর পর্যবেক্ষণগুলো ১৪০০ বছর আগে এক মেষপালকের মুখ দিয়ে কীভাবে বেরোলো যদি তা ওয়াহী (আল্লাহর প্রত্যাদেশ) না হয়?

> "তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বোলো না। পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। আর তোমরা বোলো সঙ্গত কথা। [সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩২]

তাফসীর করছি না, আল্লাহর পানাহ। যেন বলা হচ্ছে, তোমরা কোমল মেয়েলি কণ্ঠে কথা বোলো না, যদি একান্ত প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে কথা বলতেও হয় তবে মোটা স্বরে পুরুষালি কণ্ঠে (masculinized voice) কথা বোলো। নয়তো অন্তরে যার

---

[১৭০] Ratings of voice attractiveness predict sexual behavior and body configuration https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109051380400042X

[১৭১] https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/147470491100900109

ব্যাধি, যে রেপমিথে বিশ্বাসী বা বিকৃত মেন্টাল সেট-আপ, সে লালায়িত হবে, মনে মনে ফ্যান্টাসি করবে তোমার কণ্ঠ শুনে। নারীর কী কী বিষয় পুরুষের জন্য উদ্দীপনা (উত্তেজনা নয়) তৈরি করে সেগুলো এখন বিজ্ঞানীরা খুঁজে পাচ্ছেন। বলেছিলাম না, সমস্যা না জেনেই সমাধানের জীবন কাটিয়েছে 'অন্ধ' মুমিনরা। প্রকৃত অন্ধ কারা তাও কুরআন বলছে :

> "আর সেদিন আমি জাহান্নামকে সেই কাফিরদের সামনে আনব, যারা আমার উপদেশের ব্যাপারে অন্ধ হয়েছিল এবং কিছু শুনতে প্রস্তুতই ছিল না। [সূরা আল কাহ্ফ, (১৮) : ১০০-১০১]

> "আর যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে থাকে সে আখিরাতেও অন্ধ হয়েই থাকবে বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে সে অন্ধের চেয়েও বেশি ব্যর্থ। [সূরা বানী ইসরাঈল, (১৭) :৭২]

এভাবেই আমরা দুনিয়াতেও সুখে থাকব, মৃত্যুর পরেও। আর তোমরা এ জীবনেও সমস্যার জীবন কাটাবে, আর মৃত্যুর পরে তো বলার অপেক্ষা নেই। অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।

৩. 'মেন্টাল সেট-আপ' সমস্যার সমাধান

প্রতিটা ধর্ষণের পর বিশেষ মহল থেকে একটাই দাবি ভেসে আসে—ছেলেদের নিজেদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। আমি কিন্তু ওনাদের এই দাবির সাথে সম্পূর্ণ একমত। অবশ্যই ছেলেদের নিজেদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু মানসিকতার পরিবর্তন তো ফিউজ হয়ে যাওয়া বাল্ব না, যে বাজার থেকে আরেকটা মানসিকতা কিনে এনে বদলে দিলাম, আর হয়ে গেল। এটাই আমাদের সমাধানের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী অংশ। যেগুলো অপেক্ষাকৃত দ্রুত করা সম্ভব এবং যেগুলোর মাধ্যমে বেশিরভাগ ধর্ষণ ও হয়রানি বন্ধ করা সম্ভব—দ্রুত এবং বেশি—সেগুলো আগে আলোচনা করলাম।

১ম ধাপে : অলরেডি আমরা স্থান নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ যৌন-নির্যাতন-বিরোধী সংগঠন RAINN-এর মতে ৭২% পূর্ব-পরিচিত ধর্ষককে **[ঠ]** সম্ভাব্য ভিকটিম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি—তাৎক্ষণিক ও দ্রুত পদক্ষেপ হিসেবে।

২য় ধাপে : বাকি ২৮% ধর্ষক অপরিচিত লোক। যারা ভিকটিমকে পায় মেইনলি রাস্তায় বা পাবলিক প্লেসে, একাকী নির্জনে। সেটাও আমরা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছি:

- সব সময় সাথে একজন অতি-নিকটাত্মীয় পুরুষ (স্বামী/বাবা/ভাই/ছেলে/চাচা/মামা) রেখে। এবং,
- যে সময়টা পাবলিক প্লেস ও রাস্তাঘাট নির্জন হয়ে যায়, যেমন : বেশি ভোরে, বা বেশি রাতে, সে সময়টা পাবলিক প্লেস থেকে নিজেকে দূরে রেখে।

৩য় ধাপে : এরপরও যারা একা বের হবে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলো উদ্দীপক নিয়ন্ত্রণ করে, সব নারীই মুখঢাকা-বোরকা ব্যবহার শুরু করলে সম্ভাব্য ধর্ষক বা হয়রানিকারীর মনে একটা ভয় থাকবে যে, এই মহিলা তো আমার নিকটাত্মীয়ও হতে পারে।

৪র্থ ধাপে : ধর্ষণ তো বন্ধ হলোই; একই কারণে ৬৬% পাবলিক প্লেস হ্যারাসমেন্ট (অশ্লীল মন্তব্য/হাতড়ানো) বন্ধ হবে। কার গায়ে হাত দিবে? এই 'প্যাকেট করা' (যদি আলোচিত শর্তগুলো মেনে বোরকা পরা হয়) মহিলা যে আমার

ঘরের মহিলা না, তার গ্যারান্টি কে দিবে?

এখানে একটা চমৎকার সাইকোলজি কাজ করে। সিরিয়াল কিলার বা অপহরণকারীদের সহানুভূতি পাবার জন্য মনোবিদগণ এটার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সেটা হলো, নিজেকে মানুষ হিসেবে তুলে ধরা। আমি কেবল একটা মাংসপিণ্ড নই, আমি একজন সামাজিক মানুষ; আমার সুখ-দুঃখ, পরিবার, মানবীয় অনুভূতি আছে। আপনি যে একজন সুখে-দুঃখে রক্তমাংসের তারই মতো মানুষ—এটা বারবার মনে করিয়ে দেওয়া তার জন্য ট্রিগার টানাকে কঠিন করে দেবে। যেমন এক গ্লাস পানি চাওয়া, বাথরুমে যেতে চাওয়া, কোনো সাহায্য চাওয়া, নিজের পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে তার সাথে কথা বলা। অনেক কিছু নিয়ে কথা বললে কোনো একটা কথা তার মনকে দুর্বল করে দেবে। সিরিয়াল খুনি Edmund Kemper জানিয়েছে, সে এক ভিকটিমকে ছেড়ে দিয়েছিল; কারণ হলো—গাড়িতে রাখা এক বোতল ট্যাবলেট দেখে ভিকটিম বলেছিল তার বাবাও একই ট্যাবলেট খায়। ফলে সহানুভূতি জেগে উঠেছিল খুনির মনে। আরেক সিরিয়াল কিলার Ted Bundy ছেড়ে দিয়েছিল এক মেয়েকে, মেয়েটি গাড়ির ভেতর নার্ভাস হয়ে প্রচুর কথা বলছিল, এক পর্যায়ে খুনি তাকে ছেড়ে দিয়েছিল।[১৭২]

সম্ভাব্য ভিকটিমকে প্রথম নজরেই নিজ মা-বোনের সাদৃশ্যে দেখে মনের অজান্তেই এই নারীর সাথে ঘরের নারীর ইমেজ সংযোগ ঘটে যাবে, যা একটা মানসিক প্রতিরোধ তৈরি করবে। সবাই রাস্তাঘাটে আমাদের ওপরের প্রস্তাবনা অনুযায়ী বোরকা পরে বের হলে এই সাইকোলজি থেকে প্রায় সব ধরনের যৌন-হয়রানি বন্ধ হবে।

পাঠকের মনে হতে পারে, এত ধাপ কেন? আমরা এতক্ষণের আলোচনা থেকে দেখলাম, ধর্ষণ বা যৌন-হেনস্থা একটা মাল্টিফ্যাক্টর সমস্যা। অনেকগুলো কারণ, সুযোগ ও মানসিকতার মিথস্ক্রিয়া এখানে কাজ করে। সুতরাং একটা-দুটো পদক্ষেপ নিয়ে এত জটিল ও ব্যাপক একটা সমস্যার সমাধান আশা করাটা বোকামি। মাল্টিফ্যাক্টর সমস্যার সমাধানও হবে মাল্টিফ্যাক্টর।

হ্যাঁ, এরপরও যে ধর্ষণ শতভাগ দূর হবে, তা নয়। এতগুলো ধাপ হয়তো সবাই সব সময় মেইনটেইন করবে না, ফলে দুর্ঘটনা এর মধ্যেও ঘটে যেতে পারে। আপাতত তাৎক্ষণিক যেগুলো করা সম্ভব সেগুলো আলোচনা শেষ। মানসিকতা পরিবর্তন একটা দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ। পুরো একটা প্রজন্মের মনস্তত্ত্ব আপনাকে পরিবর্তন করে দিতে

হবে। সেই নতুন প্রজন্ম আসার আগে যারা অলরেডি নষ্ট চিন্তা লালন করেছে ও করছে তাদের **মানসিকতা 'নিয়ন্ত্রণ' করাটা** জরুরি দরকার। আবার পড়ুন, মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ। এবং মেন্টাল সেট-আপ নিয়ন্ত্রণের এই অংশটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া নয়, মানসিকতা পরিবর্তনটা দীর্ঘমেয়াদী, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ এখনই করা সম্ভব।

৩.১ মেন্টাল সেট-আপ নিয়ন্ত্রণ

এজন্য আমাদের ৫ম ধাপ মানসিকতার পরিবর্তন নয়, বরং মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ। পরিবর্তনের থিয়োরির চেয়ে 'নিয়ন্ত্রণ' বেশি প্র্যাকটিকাল। সব চোর একসাথে চুরি করা ছেড়ে দেবে, এটা শুনতে খুব সুন্দর শোনালেও একদম ফাঁকা বায়বীয় কথা। তবে এমনটা করা যেতে পারে, তার মনের ভিতর এমন একটা ভয়ের অনুভূতি তৈরি করা যায়, যার ভয়ে সে নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নেবে। যারা অলরেডি নষ্ট চিন্তা লালন করে তাদের সহসা পরিবর্তন আশা করাটাই অলীক কল্পনা। বরং যে যে ধরনের ধর্ষকই হোক না কেন, সবার যেন অপকর্মের আগে একবার হলেও মনে ভয় জাগে (Deterrence)। এই ভয়টুকুর কারণে একটা বড়ো অংশ ভিকটিমকে পেয়েও রেপ করবে না। আমাদের আগের ৪ টা ধাপ পেরিয়ে যে ভিকটিম নাগালে এসে পড়েছে, শেষ মুহূর্তেও সে রক্ষা পাবে। আপনার মাথায় নিশ্চয়ই 'শাস্তি' শব্দটা ঘুরপাক খাচ্ছে।
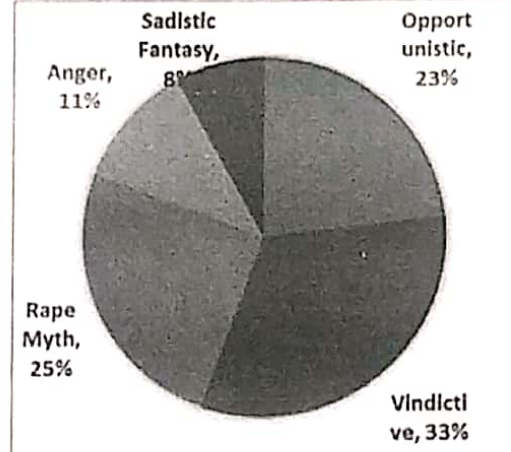
Deterrence আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অপরাধবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের একটা পরিভাষা। এর অর্থ শাস্তি দিয়ে বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে সম্ভাব্য অপরাধীকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখা[১৭৩] (preventive effect upon potential offenders)। আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ভয় দেখিয়ে বড়ো ক্ষতি এড়ানো (block or reduce

[১৭৩] The Deterrence Concept In Criminology And Law , John C. Ball, Journal Of Criminal Law And Criminology
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4387&context=jclc

the inflicting of serious harm)।[১৭৪] আইনশাস্ত্রে এটা একটা বহু পুরোনো প্রায়োগিক মতবাদ। যদিও অধুনা আইনজ্ঞরা এর পক্ষে, আর অপরাধবিদরা এর বিপক্ষে সমালোচনা করছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে একটা আলোচনার কথা উল্লেখ করছি University of Florida-র অধীনে College of Liberal Arts and Sciences এর Professor Emeritus of criminology and law খ্যাতিমান অপরাধবিদ Ronald L. Akers এর আর্টিকেল থেকে।[১৭৫] তিনি এখানে যেটা বলতে চেয়েছেন, অপরাধ কমাতে শুধু Deterrence Doctrine (শাস্তি) এবং Rational Choice Theory (পুরস্কার-শাস্তির মধ্যে বেছে নেওয়া) আলাদা আলাদাভাবে যথেষ্ট নয়। বরং এই দুটোর সমন্বয়ে তিনি Social Learning Theory-র কথা বলেছেন। তিনি বলেন, social learning theory মতে পুরো আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় এই বিষয়গুলো দিয়ে।

- শাস্তির ভয় (negative punishment)
- পুরস্কার হারানোর ভয় (negative reinforcement)
- শাস্তি থেকে বাঁচা (positive punishment)
- পুরস্কার পেয়ে যাওয়া (positive reinforcement)

তিনি বলেন, **সমাজ-মানস গড়ে ওঠে শাস্তি বা পুরস্কারের মাধ্যমে আচরণ শেখানোর দ্বারা** (Instrumental বা Operant Conditioning)। কি? মিল পান কিছুতে?

মে, ২০১৬-তে আমেরিকার National Institute of Justice আরও বিজ্ঞানভিত্তিক দণ্ডবিধি প্রণয়নের জন্য বিখ্যাত অপরাধবিদ ও National Research Council's Committee on Deterrence and the Death Penalty-এর চেয়ারম্যান Professor of Public Policy and Statistics জনাব Daniel S. Nagin-এর একটি গবেষণাকে কেন্দ্র করে তাদের সাইটে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করে।[১৭৬] মূল গবেষণাকে বিশ্লেষণ করে সেখানে ৫টি দফা উল্লেখ কর হয়। আগ্রহীরা মূল রিসার্চ পেপারও দেখে নিতে পারেন।[১৭৭] আমরা আগে এই ৫টি দফা আলোচনা করে নেব একটু।

---

[১৭৪]http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-572

[১৭৫] "Rational Choice, Deterrence, and Social Learning Theory in Criminology: The Path Not Taken", Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 81
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6670&context=jclc

[১৭৬] https://nij.gov/five-things/pages/deterrence.aspx

[১৭৭] "Deterrence in the Twenty-First Century," Crime and Justice জার্নালের Volume 42, Number 1 | 2013 https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/670398

১.

সাজার কঠোরতার চেয়ে 'সাজার নিশ্চয়তা' অনেক বেশি অপরাধ ঠেকায় (The certainty of being caught is a vastly more powerful deterrent than the punishment)। আমাদের 'ফ্যাক্টর ২ : নির্জন' অধ্যায়টার সাথে তারা একমত। শাস্তি যত কঠোরই হোক, পার পেয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলে সে শাস্তিকে অপরাধী থোড়াই কেয়ার করে। ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদির অপশন থাকলে অপরাধ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা অসম্ভবপ্রায়। আর ৩য় বিশ্বের গণতান্ত্রিক ফরমেটে এগুলো থাকেই।

২.

কারাদণ্ড অপরাধ কমানোর জন্য কার্যকর নয় (Sending an individual convicted of a crime to prison isn't a very effective way to deter crime)। তাঁরা বলেন, অপরাধ ক্যারিয়ারের শুরুতে কারাদণ্ড হলে তাতে কাজ হয়, কিন্তু বাস্তবে এত আগে তাদেরকে ধরা যায় না। নবীন অপরাধীদের অল্প সময়ের কারাদণ্ডে ভালো সংশোধন হয়। কিন্তু লম্বা সময়ের জন্য কারাদণ্ডে কাজ হয় না বললেই চলে (long prison sentences do little)। সহমত ভাই। কয়েকজন অপরাধীর সাথেও আমি নিজে কথা বলেছি। কারাগারকে তারা কিছুই মনে করে না। ডিশ লাইন আছে, সিগারেট সেখানে মুদ্রা, তিনবেলা খাবার, কাজে ব্যস্ততা আছে, সময় খারাপ কাটে না। আর এক কয়েদি জানিয়েছে, কাকে যেন প্রতিদিন এক হাজার করে দিলে ভিতরে আর কিছুরই অভাব হয় না, রাজার হালে থাকা যায়।

৩.

অপরাধ কমানোর পিছনে পুলিশের ভূমিকা হলো এই ধারণা তৈরি করে দেওয়া যে, ধরা তোমাকে পড়তেই হবে এবং শাস্তি হবেই (Police deter crime by increasing the perception that criminals will be caught and punished)। তার মানে ধারণা তৈরি করে দেওয়ার একটা ভূমিকা আছে, জনমানস নিয়ন্ত্রণে। **আপনি যদি একটা ধারণা তৈরি করে দিতে পারেন, তা হলে ওই ধারণাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।**

৪.

শাস্তির কঠোরতা বৃদ্ধি খুব বেশি অপরাধ ঠেকায় না (Increasing the **severity** of punishment does little to deter crime)। কেউ কেউ এই দফা দেখে আনন্দিত হতে পারেন। তাদের আনন্দে পানি ঢেলে দিচ্ছি। এই দফায় উল্লেখিত Severity-র অর্থ ওনারা করেছেন 'লম্বা কারাদণ্ড' (Severity refers to the length of a sentence)।

লম্বা কারাদণ্ড যে অপরাধ কমায় না, এটা তো আমরা আগেই দেখেছি।

আর্টিকেলে আছে, 'লম্বা কারাদণ্ড (severity of punishment) যে অপরাধ কমায় না' এটা বুঝতে আমাদের আরও কিছু জিনিস বুঝতে হবে :

- কারাদণ্ডে 'সংশোধন' (chastening) প্রক্রিয়ার অভাব। বছরের-পর-বছর জেলে পড়ে আছে, ভিতরে কোনো শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, আত্মিক শোধনের ব্যবস্থা নেই।
- কারাদণ্ডে পুনরায় অপরাধের প্রবণতা বাড়তে পারে (may exacerbate recidivism)। জাঁদরেল সব দাগি আসামিদের সঙ্গদোষে আরও বেশি পাকা হয়ে আসার সম্ভাবনাও ফেলে দেওয়া যায় না।
- লম্বা কারাদণ্ডে অপরাধ যেটুকু কমতে দেখা যায়, তা আসলে দণ্ডের কারণে কমে না, কমে বয়স বাড়ার কারণে (grow out of criminal activity as they age)।

তারা বলেন, হ্যান্ডকাফ-ওয়াকিটকি হাতে একজন পুলিশ অপরাধীর মনে যে প্রভাব ফেলে, পত্রিকায় 'কঠোর আইনের খবর' তার মনে ওই পরিমাণ প্রভাব ফেলে না, অপরাধ করার ক্ষেত্রে। আমি একমত।

কাকরাইলে বৃহস্পতিবারে সাপ্তাহিক জমায়েত হয় তাবলীগের। সেখানে আগত মেহমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য 'পাহারার আমল' করা হয়। সেখানে বলে দেওয়া হয়, ভাই, চোর-ধরা আমাদের উদ্দেশ্য না। আমাদের উদ্দেশ্য আমরা এতটা সতর্ক থাকব, যাতে কোনো মুসলমান গুনাহ না করতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য মুসলমানকে গুনাহ করতে না দেওয়া। এদিকে সেদিকে তাকানো, একটু পর পর হাঁক দেওয়া 'দেখতেছি কিন্তু, সব দেখতেছি', হাঁটাচলা করা—যাতে কারও মনে বদ খেয়াল এলেও সে যেন আমার হাঁটাহাঁটি আর তাকানোর কারণে খেয়াল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৫.

মৃত্যুদণ্ড যে অপরাধকে কমায়, এমন কোনো প্রমাণ নেই (There is no proof that the death penalty deters criminals)। বিষয়টা এত সহজে বলে দেওয়া যায় না। অপরাধবিদদের মধ্যে এই টপিকে ইখতিলাফ (মতবিরোধ আছে)। পক্ষ-বিপক্ষ আছে। উভয় পক্ষে পরিসংখ্যান ও গবেষণা আছে। *Does the Death Penalty Deter Crime?* নামক এই তুলনামূলক আর্টিকেলে কিছুটা আভাস পাবেন।[১৭৮] তবে আমি যেটা বুঝলাম সেটা হলো, যারা বিপক্ষে তারা শর্ট টার্ম ফলাফল চাচ্ছেন, এই বছর এতগুলো

---

[১৭৮] https://deathpenalty.procon.org/view.answers.php?questionID=000983

মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, তারপরও ওই একই বছর এতগুলো খুন হয়েছে, তার মানে আসলে মৃত্যুদণ্ডের কোনো প্রভাব নেই। John J. Donohue III, JD, PhD, Professor of Law at Stanford University বলছেন, গত বছর ১৪০০০ খুন হয়েছে, ৩৫ টা মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, কমলো না তো। আরে ভাই, একই বছরে কীভাবে কমবে? সুইচ নাকি? পরের ২-৫ বছর দেখেন না? Michael L. Radelet, PhD, Sociology Professor and Department Chair at the University of Colorado-Boulder আবার প্রমাণ এনেছেন, টপ অপরাধবিদদের মধ্যে মতামত নিয়ে দেখা গেছে ৮৮.২% ভোট দিয়েছে মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে, আর ৯.২% বলছেন এর পক্ষে।

আর মৃত্যুদণ্ডের পক্ষের বিজ্ঞানীদের একজন Michael Summers, PhD, MBA, Professor of Management Science at Pepperdine University বলেছেন, আমরা গবেষণায় দেখেছি প্রতিটা মৃতুদণ্ড পরের বছরে ৭৪টি করে খুন কমার সাথে সম্পর্কিত (each execution carried out is correlated with about 74 fewer murders the following year)। ২০০৪-১৯৭৯ এই ২৬ বছরের ডাটা FBI source থেকে নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যখন মৃত্যুদণ্ড বেড়েছে, খুন কমেছে; আবার যখন মৃত্যুদণ্ড কমেছে, খুন বেড়েছে। উনি দেখিয়েছেন, ৮০ এর দশকের শুরুতে যখন আমেরিকার দণ্ডবিধিতে মৃত্যুদণ্ড ফিরিয়ে আনা হলো, তখন খুনের সংখ্যা কমে গেছে। আবার ৮০-র দশকের মাঝ থেকে শেষ পর্যন্ত যখন প্রতিবছর মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা ২০ এ থেমে ছিল, তখন খুনের সংখ্যা বেড়েছে। পুরো ৯০ এর দশক জুড়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সংখ্যা বেড়েছে, এবং খুনের সংখ্যা হঠাৎ করে পড়ে গেছে (plummeted)। ২০০১ থেকে আবার মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা কমেছে, খুনের সংখ্যা বেড়েছে।[১৭৯] আপনাদের কাছে কী মনে হচ্ছে জানি না, আমার কাছে এই দীর্ঘমেয়াদী পরিসংখ্যানটাই বেশি যৌক্তিক মনে হচ্ছে। কেননা, মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ তো চট করে হবে না, দীর্ঘ সময়ের পরিসংখ্যান সামনে নিয়েই দেখতে হবে কমলো কি না।

কুরআন এটাই আমাদের জানিয়েছে ১৪০০ বছর আগে। নিশ্চয়ই আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ আমাদের থেকে গাফিল নন, উদাসীন নন। অপরাধবিজ্ঞানের মূলনীতিও বলে দিয়েছেন দুনিয়ার জীবনকে সুখময় করার জন্য:

> “ হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর ‘কিসাস’ ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ

[১৭৯] Pro 2 https://deathpenalty.procon.org/view.answers.php?questionID=000983

> ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। **আর হে বিবেকসম্পন্নগণ! কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন,** আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে। [সূরা আল-বাকারা, (২) : ১৭৮-১৭৯][১৮০]

অর্থাৎ, মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য হলে, এর মধ্যেই আছে আরও জীবন রক্ষা, রয়েছে অপরাধ হ্রাস পাওয়া। সামনের আলোচনায় আরও স্পষ্ট হবে এই আয়াতের মর্ম।

চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল

University of Iowa-র psychology and neuroscience-এর Associate professor মিসেস Amy Poremba এবং তাঁর টিমের গবেষণায় ১০০ আন্ডারগ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীকে কিছু শোনানো হয়, কিছু জিনিস দেখানো হয় এবং কিছু জিনিস ধরতে দেওয়া হয়। এরপর ১ ঘণ্টা, ১ দিন, ১ সপ্তাহ পরে তাদেরকে ওইসব জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখা যায় **সবার শেষে মনে পড়েছে শোনা কথাটা**। দেখা ও ছোঁয়ার অভিজ্ঞতাগুলো মনে পড়েছে কাছাকাছি সময়ে, আর শোনা কথাটা মনে পড়েছে অনেক পরে। **সময় যত গড়িয়েছে, শোনা কথা তত বিস্মৃতির দিকে চলে গেছে [A]** (the greater the gap became, with auditory memory lagging farther)। খবর National Geographic-এর।[১৮১]

University of California-র Department of Psychology-র Professor জনাব Timothy F. Brady সাহেবের অনেকগুলো রিসার্চ রয়েছে Visual memory বা 'দেখে মনে রাখা'-র ওপর। সবগুলো তো আর আপনাদের সামনে পেশ করা সম্ভব না। দুই এক লাইনে তুলে আনছি সারকথাগুলো। আগ্রহীদের জন্য সোর্স উল্লেখ

---

[১৮০] কিসাস শব্দের আভিধানিক অর্থ— সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ যতটুকু পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ তার পক্ষে জায়েয, এর বেশি জায়েয নয়। শরীয়তের পরিভাষায় কিসাস বলা হয় হত্যা ও আঘাতের সেই শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভিকটিম বা ভিকটিমের পরিবার প্রতিশোধ নিতে পারে, আবার ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থও নিতে পারে (দিয়াত)। বা একদম ক্ষমাও করতে পারে।

এই আয়াতের তাফসীর থেকে আলোচ্য আয়াতে 'স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী'– অংশটুকু আয়াত নাযিলের একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি বলা হয়েছে। শরঈ বিধান হলো, স্বাধীন লোক হত্যার বদলে স্বাধীন লোককে যেমন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, ক্রীতদাস হত্যার বদলেও স্বাধীন ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড পাবে। নারীকে হত্যা করলে পুরুষ এবং পুরুষকে হত্যা করলে নারী মৃত্যুদণ্ড পাবে। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন)

[১৮১]https://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140312-auditory-memory-visual-learning-brain-research-science/

করে দেবো যাচাই করার সুবিধার্থে।[১৮২] ভলান্টিয়ারদের ২৫০০ ছবি দেখানো হলো। এরপর প্রথম দেখানো বস্তুর সাথে ভিন্নগোত্রীয় বস্তুর যৌথ-ছবি দেখানো হলো, দেখানো বস্তুর সাথে তার সমগোত্রীয় আরেকটা বস্তুর যৌথ-ছবি দেখানো হলো, আর দেখানো বস্তুটারই ভিন্ন অ্যাঙ্গেলের ছবি দেখানো হলো। চেনার accuracy যথাক্রমে ৮৮%, ৯২% এবং ৮৭% পাওয়া গেল। তাঁরা বললেন, **দেখার স্মৃতির ব্যাপক সংরক্ষণ ক্ষমতা আছে এবং দেখা জিনিসের স্মৃতি বিস্তারিতভাবে সংরক্ষিত থাকে [B]** (Visual long-term memory has a massive storage capacity for object details)।[১৮৩]

আরেকটি গবেষণায়[১৮৪] Timothy F. Brady বলেন,

> Standing (১৯৭৩) সাহেবের যুগান্তকারী গবেষণাটিতে যেখানে তিনি ১০,০০০ ছবি মাত্র একবার দেখিয়ে দর্শকদের স্মরণের ৮৩% Accuracy পেয়েছেন, এবং পরবর্তী আরও কিছু গবেষণা থেকে এটা স্পষ্ট যে, **চোখে-দেখা তথ্যের দীর্ঘদিন মনে থাকার (long-term store) এক ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে**। তবে যে-কোনো তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কত বেশি জিনিস মনে রাখা গেছে সেটা এক জিনিস (quantity), আর প্রতিটি জিনিসের কতটুকু মনে রাখা গেছে সেটা ভিন্ন জিনিস (fidelity)। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস দেখানো হলে দর্শক সহজেই দেখা জিনিসটি চিনে নিতে পারে, সেটা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু মনে না রেখেই। কেবল সারাংশ (gist-like representation) বা কী ধরনের (category) জিনিস, এরকম কিছু তথ্য গেঁথে নিলেই সেই বস্তু পরে চেনা সম্ভব। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে[১৮৫] দেখা গেছে, **দেখা জিনিসের স্মৃতি যথেষ্ট বিস্তারিতও হয়ে থাকে** (significant amount of detail)।

Vogt and Magnussen (২০০৭) সাহেব দেখান, ৪০০ দরজার ছবি দেখানোর পরও ৪০০ দরজা আগের যে দরজার ছবিটি দেখানো হয়েছিল সেটি ৮৫% সঠিকভাবে দর্শকেরা বলতে পারছে। তার মানে **একই ধরনের বহু তথ্যের ভিতর থেকেও প্রতিটি তথ্য বিস্তারিত মনে থাকে [C] দেখা জিনিসের ক্ষেত্রে**। দেখা জিনিসের স্মৃতি বেশিদিন এবং বেশি ভালোভাবে মনে থাকে, এর কারণ হিসেবে তিনি এখানে বলেন, দেখা জিনিসে একটা বিস্তারিতকরণ (more distinct conceptual traces) থাকে, যেমন একটা গাড়ি দেখানো হলে এবং স্রেফ 'গাড়ি' শব্দটা শোনানো হলো। দেখার ভিতর অনেক তথ্য চলে আসে— কী রঙ, কোন পদের, কোন ব্র্যান্ড, কোন মডেল ইত্যাদি;

---

[১৮২]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brady%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18787113

[১৮৩] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2533687/

[১৮৪] Conceptual Distinctiveness Supports Detailed Visual Long-Term Memory for Real-World Objects https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3398125/

[১৮৫] (Brady, Konkle, Alvarez, & Oliva, 2008; Hollingworth, 2004; Vogt & Magnussen, 2007)

অনেক বিস্তারিত দেখে ফেলা যায়, **যার কোনো একটা মনে থেকেই যায়।** কিন্তু 'গাড়ি' শব্দটা শুধুই একটা যানবাহন ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করে না।

Brigham and Women's Hospital এর Michael A. Cohen এবং Harvard Medical School-এর Todd S. Horowitz মিলে ৪টা এক্সপেরিমেন্ট চালান।[১৮৬] এমনকি শোনা-জিনিসকে মনে করানোর জন্য বারবার অতিরিক্ত ক্লুও দেওয়া হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই শোনার স্মৃতির মান দেখার স্মৃতির চেয়ে কম (proved to be systematically inferior) প্রমাণিত হয়। **হয় শোনা-জিনিস দেখা-জিনিসের মতো আমাদের মগজে সাড়া (stimulate) ফেলে না। নাহয় খুব সম্ভব, শোনা ও দেখার যে অনুভূতি তৈরিতে (processing) বড়ো কোনো পার্থক্য আছে [D]।**

আপনি আমাকে যতবারই যতভাবেই শোনান, পেপারে-রেডিওতে-টিভিতে-বইপত্রে-সিনেমায় যতভাবেই আমাকে এই বাক্যগুলো জানান—'৩০২ ধারায় খুনের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড'; 'এরশাদ শিকদারের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে'; 'সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রেখে ধর্ষণের আইন পাশ' ইত্যাদি ইত্যাদি। সেটা সময়ের সাথে সাথে আমার কাছে গুরুত্বহীন বা বিস্মৃত হয়ে যাবে **[A]** । কিন্তু যদি আমাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারেন—একবার। তা হলে সেটা বিস্তারিতভাবে দীর্ঘদিন আমার মনে থাকবে **[B],** বহু তথ্যের মিশ্রণেও মিশে যাবে না **[C],** সেটা স্মৃতি আমার মগজে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যাবে যা শাস্তির খবর শোনার চেয়ে বহুগুণে স্থায়ী ও তাজা **[D]** । কেবল তখনই আপনি মৃত্যুদণ্ডের ফলাফল হিসেবে অপরাধের হার তাৎক্ষণিকভাবে কমতে দেখবেন। কারাগারে কনডেম সেলের অন্ধকার ঘরে ইনজেকশান পুশ করে বা ফাঁসি দিয়ে অপরাধ কমার আশা করাটাই তো অবৈজ্ঞানিক। কেবল অপরাধীই মরল, পজেটিভ কিছু তো হলো না সমাজে।

Vasterman (২০০৫) গবেষণার সূত্রে *Psychology Today* আমাদের জানাচ্ছে, **বারবার** নৃশংস-সংবাদ দেখা দর্শকদের মনে ভয় ও উদ্‌বিগ্নতা বাড়াতে পারে, এমনকি এমন সংবাদ **বেশি দেখা** স্বাস্থ্য-সমস্যাও করতে পারে।[১৮৭] আমরা তো এই ভয়টুকুই চাচ্ছি, বারবার দেখার দরকার নেই তো, একবার দেখলেই চলছে।

ডেনমার্কের আলবর্গ শহরের এক হাইস্কুলে ২০০৬ সালের ৩ মার্চ এক সাবেক বয়ফ্রেন্ড তার গার্লফ্রেন্ডকে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে, স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানের

---

[১৮৬] Auditory recognition memory is inferior to visual recognition memory https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2667065/

[১৮৭]https://www.psychologytoday.com/intl/blog/here-there-and-everywhere/201710/watching-violent-news-video-can-be-hazardous-your-health

ভরা মজলিসে। ঘটনার ৭ মাস পরে ৪১৫ জন প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রছাত্রীর ওপর গবেষণা করা হলো।[১৮৮] National Centre for Psychotraumatology-র বিজ্ঞানী Ask Elklit-এর নেতৃত্বে। যে-কোনো মানসিক আঘাত পাবার পর একটা অসুখ হয়, যাকে বলে PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)। বাংলা করলে দাঁড়ায় 'আঘাত-পরবর্তী মানসিক চাপ জটিলতা'। রোগ-নির্ণয়ের ৮ টা শর্ত (criterion) ঠিক করে দিয়েছে American Psychiatric Association যাকে বলে DSM-5 criteria বা symptom-cluster criteria. ৮টার ৮টাই থাকলে রোগ হয়েছে বলে চিকিৎসা শুরু হবে।[১৮৯] তো ডেনমার্কের গবেষণায় পাওয়া গেল ৯.৫% এর ৩ শর্ত পূরণ হয়েছে, ২৫% এর ২ শর্ত পুরা হয়েছে। মানে অসুখ হয়নি, চাপ পড়েছে মনের ওপর। ফলাফলে বলা আছে, **কোনো হত্যার দর্শক হওয়া অত্যন্ত মানসিকভাবে আহতকারী অভিজ্ঞতা হতে পারে** (being a witness to a killing can be a very traumatic experience)।

আমরা পেলাম, একটা মৃত্যুদণ্ড দেখার অভিজ্ঞতা ভোলার নয়, স্বাভাবিক আর দশটা অভিজ্ঞতার মতো নয়। পর্নোর মতো সুখকর অনুভূতি নয় যে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, কিংবা ঘৃণার অনুভূতিও নয় যা ধীরে ধীরে নর্মাল হয়ে যাবে। একটা বীভৎস হত্যাদৃশ্য মনে একটা ব্যাপক প্রভাব ফেলে যায়। এমন প্রভাব যা বারবার পড়লে অসুস্থ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং মৃত্যুদণ্ড হতে হবে সকলের সামনে। একটা প্রাণকে তো মারতেই হচ্ছে, তাকে মেরে যদি আরও ১০টা প্রাণ বাঁচাতেই না পারলেন, তা হলে মেরে লাভ কী? শুধু সেই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া? শাস্তি দিয়ে অর্জনটা কী হলো? বরং একটা প্রাণ নিয়ে ১০ প্রাণ বাঁচাতে পারলেই না অর্জন। একটা মৃত্যুদণ্ড লাইভ টেলিকাস্ট করা হোক, লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখুক, ইউটিউবে লক্ষ লক্ষ বার শেয়ার হোক। যে সেই দৃশ্য দেখবে, অপরাধের আগে একবার মনে পড়বেই সেই দৃশ্য।

প্রথমে আইনের উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে। আইনের উদ্দেশ্য কি অপরাধীর সাজা? নাকি অপরাধ আর হতে না দেওয়া? অপরাধীর সাজা দিয়ে তো ক্ষতি উঠে আসবে না। খুনিকে ফাঁসি দিয়ে তো নিহতকে বাঁচানো যাবে না। বরং ফাঁসি যেহেতু কাউকে দিতেই হচ্ছে, এমনভাবে দেওয়া চাই, যাতে আরও দশটা সম্ভাব্য খুনি সতর্ক হয়। অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হলো উদ্দেশ্য, অপরাধী নিয়ন্ত্রণ নয়। আইন হতে হবে কঠোর। শুনতে যেন কঠোর শোনা যায়, কিছুটা অমানবিকও (!) হওয়া চাই শুনতে। কেননা শাস্তিটা মানবের হচ্ছে না, হচ্ছে অপরাধী এক পশুর। তাই আইন কখনও মানবিক হবে না, আইন হবে পাশবিক। শুনলে যেন ভয় লাগে, ওরে বাবা। শুনতেই যদি জানের পানি

---

[১৮৮] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3542399/

[১৮৯] **DSM-5 Criteria for PTSD, National Center for PTSD, U.S. Department of Veterans Affairs** https://www.brainline.org/article/dsm-5-criteria-ptsd

না শুকায়, তা হলে করতেও পানতাভাত মনে হবে। আর শুনতেই যদি ভয়ঙ্কর লাগে, তা হলে প্রয়োগও করা লাগবে কমকমই। আর আইন যদি হয় দু-পাঁচ বছর জেলে বসে বসে খাওয়া, তা হলে তো... খারাপ কী। বোঝার ব্যাপার হলো, আইনের সম্পর্ক মজলুমের অধিকারের সাথে, জালিমের শাস্তির সাথে না। জালিমের সাপেক্ষে পাশবিক হলেও মজলুমের সাপেক্ষে সেটাই মানবিক, যদি তা আল্লাহর বিধান মোতাবেক হয়।

এজন্য ধর্ষণের শাস্তি অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড তো বটেই। তা সর্বসমক্ষে হতে হবে। এবং কিছুটা ভয়প্রদত্ত হওয়া দরকার। অপরাধ একটা সামাজিক সমস্যা। তাই সমাজমানস গঠন হওয়া প্রয়োজন। ইসলামের প্রতিটা শাস্তির বিধানে আমরা এটা পাই, জনসমক্ষে। সেই সাথে অপরাধ (গুনাহ) থেকে বেঁচে থাকলে পারলৌকিক চিরস্থায়ী পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিও পাই। আজকের Social Learning Theory ইসলাম প্রয়োগ করছে ১৪০০ বছর ধরে।

> ❝ ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে এক শ করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। **মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।**[১৯০]

যাতে সমাজে একটা ধারণা তৈরি হয়, অপরাধ ঠেকানোর সব সতর্কতার দেয়াল যদি অপরাধী পার হয়েও যায়, শেষ বাধাটা আসবে তার স্মৃতি থেকে, এই ধারণাই তাকে বাধা দেবে [National Institute of Justice এর ৩ নং দফা মোতাবেক], **এই দীর্ঘদিন স্মৃতিতে থাকা দগদগে ধারণাই কমাবে অপরাধ।**

৩.২ মেন্টাল সেট-আপ পরিবর্তন :

তাৎক্ষণিক সব ব্যবস্থা শেষে এবার আমরা দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপে যাব, মানসিকতা পরিবর্তন। এর মধ্যেও যেগুলো দ্রুত নেওয়া সম্ভব সেগুলো আগে আলোচনায় আসবে। তার আগে আমরা ধর্ষণের অনুকূলে মেন্টাল সেট-আপ গঠনের কী কী ফ্যাক্টর পেয়েছিলাম, তা আরেকটু সামনে আনি :

মেন্টাল সেট-আপের জন্য প্রাপ্ত ফ্যাক্টর—

[ক] বয়স হবার আগেই যৌন-পরিপক্কতা-এসে-পড়া

[খ] যৌন বিষয়গুলো নিয়ে বেশি বেশি কল্পনা করা, ফ্যান্টাসিতে ভোগা

[গ] সেক্স বোঝার বয়স এবং স্বাভাবিক সেক্সে অভ্যস্ত হবার মধ্যবর্তী সময় যত দীর্ঘ হবে তত সে সেক্স নিয়ে জল্পনাকল্পনা বা ফ্যান্টাসি করার সময় বেশি পাবে। তত তার মেন্টাল সেট-আপ বিচ্যুতি বা বিকৃতির সম্ভাবনা বাড়বে

[ঘ] পর্নোগ্রাফি

[ঙ] হলিউড বলিউড মুভিগুলো এই রেপ মিথের পিছনে দায়ী

[চ] 'নারীর স্বাভাবিক আচরণের কারণে রাগ' সাধারণ একটা ছেলেকেও ধর্ষকের মতো করে চিন্তা করার দিকে ঠেলে দিচ্ছে

[ছ] অ্যালকোহল পানের কারণেও ধর্ষকসুলভ উত্তেজিত হয়

[জ] মেয়েটির উপস্থাপনে তার মনে হয় যে, মেয়েটি সেক্স-ই চাচ্ছে

[ঝ] কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল যারা মেয়েদেরকে অশ্লীলভাবে বর্ণনা করে

[ঞ] স্বাভাবিক যৌন-সম্পর্কে প্রবেশের অনিশ্চয়তা

৩.২.১ নীল সাগরে সমাধি

খুব ভালো করে ফ্যাক্টরগুলোর দিকে লক্ষ করুন। বয়সের আগেই (precocity) যৌন-পরিপক্কতা এসে পড়ার কারণ কী? কেন আমাদের সন্তানেরা ইঁচড়ে পাকা হয়ে বেড়ে উঠছে? খুব অল্প বয়সেই নারী-পুরুষ রসায়ন ধরে ফেলছে। এমনও খবর

আমরা পেয়েছি, '১ম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ৩য় শ্রেণীর ছাত্র গ্রেফতার'।[১৯১] এবং '১১ ও ১২ বছরের ৩ শিশু কর্তৃক ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টা!'।[১৯২] অথচ এমন সময়ে আমাদের নাক দিয়ে সর্দি পড়ত। কেন এমন হয়েছে, চিন্তা করুন তো? ৯ বছরের একটা ছেলে কীভাবে নারী-পুরুষ প্রেম-সেক্স এগুলোর স্বাভাবিক প্যাটার্নটা জানছে। জি, পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা এবং সিনেমা। **[ক]**

একই সাথে আমরা দেখেছি, পর্নোভিডিওতে নারীকে খুবই সস্তা ও যৌনকাতর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যেন প্রতিটা মেয়েই সব সময় এজন্য উন্মত্ত-উন্মুখ-উদগ্রীব হয়ে থাকে, কেবল বারুদে আগুন ধরিয়ে দিতে পারলেই হয়ে যাবে, অপরিচিত হলেও। হলিউডের মুভিগুলোতেও অপরিচিত মেয়েকে ডিনার করিয়ে বিছানায় নেওয়া যেন ওয়ান-টুর ব্যাপার। 'রেপ মিথ' তৈরির মূল কারণ হিসেবে এই পর্ন আর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ছাড়া আর কিছুকেই দায়ী করা যাচ্ছে না। **[ঙ]** বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে পরে আসছি।

এবং যৌন-বিষয়গুলো নিয়ে ফ্যান্টাসির ক্ষেত্রেও মূল ক্যাটালিস্ট এই পর্ন। স্বাভাবিক যোনিপথে মিলনের (vaginal sex) যার বোঝা হয়ে গেছে, সে আরও নতুন কিছুর দিকে ধাবিত হবে। বিবাহিত মানুষ স্ত্রী-সহবাস করে প্রয়োজন মেটাতে, সেটা তার ফ্যান্টাসি না। আর এইসব অবিবাহিত ইঁচড়ে পাকারা, যারা বোঝে কিন্তু পায় না, তারা এগুলো নিয়ে ফ্যান্টাসি করে। কল্পনায় ভেসে যায়, তাই এক জিনিস কল্পনায় আর ভালো লাগে না। এজন্য **বিবাহিত লোকের স্ত্রীমিলন আর ফ্যান্টাসির দিকে যায় না, বা গেলেও বিচ্যুতির পর্যায়ে যাবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু অপরিণত বয়সে সেক্স বুঝে ফেলা তাকে নিত্যনতুন ফ্যান্টাসির জন্য যথেষ্ট একাকী সময় করে দেয়।** লজ্জা করে লাভ নেই। বলে ফেলি, কেউ যদি সতর্ক হয়। মুখমৈথুন-পায়ুমৈথুন-স্তনমৈথুন-হস্তমৈথুন-পদমৈথুন-শিশুকাম-পশুকাম-সমকাম-বৃদ্ধকাম-কুমারীমৈথুন-হিজড়ামৈথুন-অজাচার-টিনেজ- ঘুমন্ত/মাতাল অবস্থায় ধর্ষণ-স্বামীর সাথে প্রতারণা করে মিলন-বাস্তব অপেশাদার ভিডিও-আর্মি/পাদরি/কাজের মেয়ে/নার্স/টিচার সেজে সেক্স-বড়ো স্পর্শকাতর অঙ্গবিশিষ্ট-কষ্টদায়ক মিলন-ভিনজাতির নারীর সাথে পর্ন-অফিসে/কিচেনে/বাসে/টয়লেটে পর্ন-প্রদর্শন কাম-বন্ধনকাম-অত্যাচার করে

---

[১৯১] কুষ্টিয়ার মিরপুরে ধর্ষণের অভিযাগে ৩য় শ্রেণীর ছাত্র জীবনকে (১০) আটক করেছে পুলিশ। জীবন উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামের জামাত আলির ছেলে এবং বহলবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর ছাত্র। সূত্র জানায় একই বিদ্যালয়র শিশু শ্রেণীর ছাত্রীকে (৬) ১০ অক্টোবর জীবন জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। [খবর *পূর্বপশ্চিম নিউজ*-র ১৪ নভেম্বর ২০১৭] http://www.pbd.news/whole-country/24213/১ম-শ্রেণীর-ছাত্রীকে-ধর্ষণের-অভিযোগে-৩য়-শ্রেনীর-ছাত্র-গ্রেফতার

[১৯২] খোকন হাওলাদার, গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি : প্রতিদিনের কাগজ, ১০ জুন ২০১৮ http://dailyprotidinerkagoj.com/news/1443

মিলন-ধর্ষণদৃশ্য ইত্যাদি শত শত ফ্যান্টাসি ক্যাটাগরির হাজার হাজার পর্ন ভিডিও তাদের ফ্যান্টাসির জন্য নিত্যনতুন কাঁচামাল যোগায় **[খ]**। এ এক আজিব দুনিয়া। এই দুনিয়ায় কেউ আনাগোনা করলে তার মনে হবে পুরো দুনিয়ায় যেন শুধু একটাই বিষয়—সেক্স। সব সময় সবখানে সবাই শুধু এই ধান্ধায়ই ঘোরে বলে তার মনে হবে। বয়ঃসন্ধির আগেই যৌন-বিষয়াদি বোঝা ও সেগুলো নিয়ে ফ্যান্টাসির স্রোতে ভেসে যাওয়ার একমাত্র এবং একমাত্র কারণ ও উপকরণই এই পর্নোগ্রাফি। সেই সাথে পর্নোগ্রাফি নিজেও একটা ফ্যাক্টর **[ঘ]**

সুতরাং, আমাদের দীর্ঘমেয়াদী 'মানসিকতা পরিবর্তন প্রকল্পের' প্রথম তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ—পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধকরণ **[ক, খ, ঘ, ঙ]**। সমাজের বা রাষ্ট্রের স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছু নেই, দুঃখিত। পৃথিবীর বহু দেশ পর্নো নিষিদ্ধ করেও উন্নতি করছে। শুধু হার্ডকপি পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করলে হবে না, পর্ন সাইটগুলো নিষিদ্ধ করতে হবে। নিষিদ্ধ সাইটে ঢোকার উপায়ও আছে—VPN software ব্যবহার করে নিষিদ্ধ সাইটে অন্য দেশের সার্ভার ব্যবহার করে ঢোকা যায়, এটাও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এরকম একটি VPN software নির্মাতা প্রতিষ্ঠান Le VPN জানাচ্ছে, টপ টেন কঠোর ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণকারী দেশের নাম সিরিয়ালি—উত্তর কোরিয়া-চীন-ইরিত্রিয়া-ইথিওপিয়া-সৌদি আরব-ইরান-সিরিয়া-তিউনিসিয়া-ভিয়েতনাম- মায়ানমার। এগুলো ছাড়াও মূল্যবোধগত কারণে ওমান-সিঙ্গাপুর-সুদান-বাহরাইন-পাকিস্তান-থাইল্যান্ড-আরব আমিরাত ও উযবেকিস্তানেও ইন্টারনেট সেন্সর করা হয়। বাংলাদেশেও শুরু হয়েছিল, প্রগতিবাদীদের প্রগতির জন্য পর্ন দরকার হওয়ায় সরকার আবার উঠিয়ে নিয়েছে।
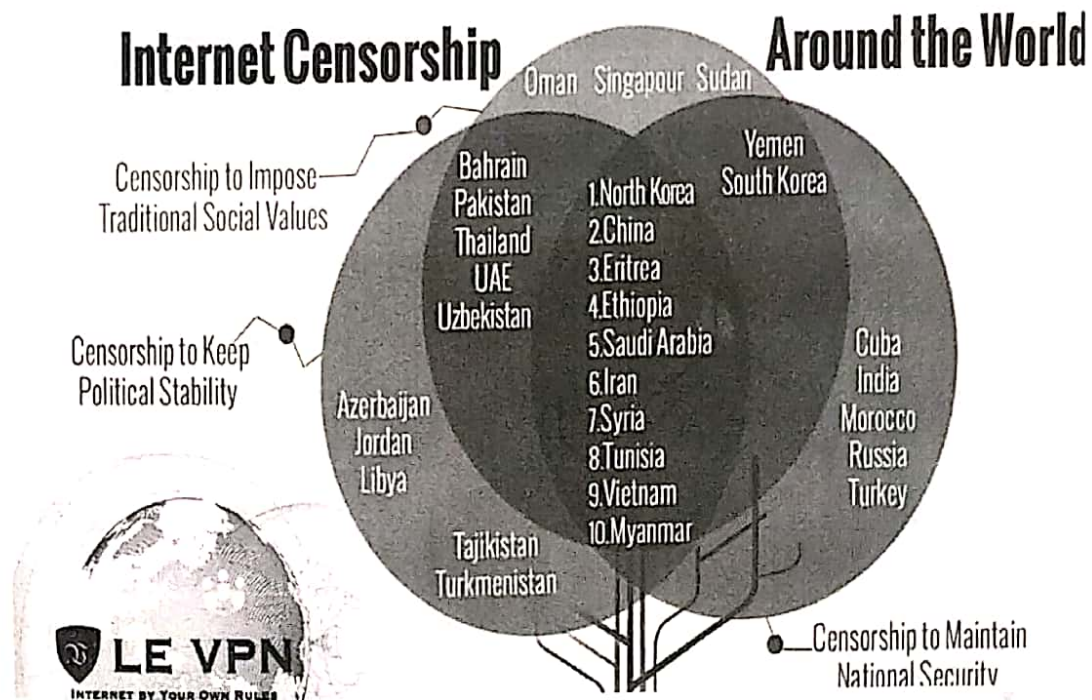
৩.২.২ পূর্ণদৈর্ঘ্য বিনোদন

২০১২ সালে ইন্ডিয়ার দুনিয়া কাঁপানো 'নির্ভয়া' গণধর্ষণ গণমাধ্যমে বেশ সাড়া ফেলে। ২০১৪ সালে BBC-র এক আর্টিকেল থেকে কিছু কথা হুবহু তুলে দিচ্ছি।[১৯৩] সাংবাদিক Tom Brook বলিউডের বেশ কয়েকজন রুইকাতলার সাক্ষাৎকার দিয়ে আর্টিকেলটি সাজিয়েছেন *Does Bollywood incite sexual violence in India?* শিরোনামে। ভারতের National Crime Records Bureau-এর তথ্যমতে সে দেশে প্রতি ২২ মিনিটে একটি করে ধর্ষণ সংঘটিত হচ্ছে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মীরা নায়ার জানান, 'আমাদের প্রচুর ছবিতে এই স্টেরিওটাইপ দেখানো হয় যা আসলে খুবই অপমানকর (demeaning); এক যৌন-উত্তেজক মেয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে সমস্ত লালসা আর উত্তেজনার কেন্দ্র হয়ে; আমি এটাকে অশ্লীলতাই মনে করি'। একটা খুব আলোচনার বিষয় হলো 'আইটেম নাম্বার' বা 'আইটেম গান' গুলো; এগুলো খুবই জনপ্রিয়, নৃত্যছন্দময় ও যৌন-উদ্দীপক পারফর্মেন্স যা কমবেশি সব বলিউড ফিল্মেই থাকে। অনেকের কাছে এগুলো শুধুই বিনোদন, কিন্তু মীরা নায়ার বলেন, এসব সিনেমায় প্রচণ্ড উত্তেজক সব আইটেম নাম্বারে latest Bollywood queen বহু পুরুষের মাঝে নেচে সব ধরনের লালসার উদ্রেক করে। আমি অবশ্যই আপত্তি করি, আমি মনে করি না এটা নারী-পুরুষের মাঝে কোনো সম্মানজনক মেলামেশাকে উপস্থাপন করে'।

বলিউড সিনেমাগুলোতে আরেকটা ন্যারেটিভ খুব দেখানো হয় যে, ভারতীয় নারীরা যখন যৌন-বিষয়ে 'না' বলে তখন সেটা আসলে 'না' বোঝায় না, তাদের মনে মনে ঠিকই সায় থাকে **[রেপমিথ, ৬]**। সাংবাদিক Tom Brook বিখ্যাত সিনেমা 'শোলে' (re-release in 3D) দেখে মন্তব্য করেন, সেখানে একটা সিকোয়েন্সে দেখায়, একজন মেয়ে খুব শক্তভাবে একটা পুরুষকে বাধা দিলো, তারপরি সে গোঙ্গানির মতো করে এমন একটা এক্সপ্রেশান দিলো যে, এতক্ষণ সে যে প্রতিরোধ করেছে তা আসলে প্রতিরোধ নয়, আসলে সায় ছিল (although she was saying 'no' what she meant was 'yes')। এবং বলিউড মুভিতে নারীকে হয়রানি বা ধর্ষণদৃশ্য খুবই স্বাভাবিক। অভিনেতা আমির খান বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক, কেননা একেকটা সিনেমায় আমাদের চিন্তাচেতনারই তো প্রতিফলন ঘটে। আর এমন প্রতিফলন তো দুঃখজনক। এটা তো অবশ্যই ঠিক যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নিজের দিকে তাকানো উচিত যে

---

[১৯৩] http://www.bbc.com/culture/story/20140205-does-bollywood-incite-sex-crimes

আমরা নারীকে কীভাবে উপস্থাপন করছি। তবে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো আমাদের আইনশৃঙ্খলা-ব্যবস্থায়'। *Harvard Political Review* ম্যাগাজিনে ১৯৯১ সালের এক সিনেমার আইটেম সং-এর কথা বলা হয়েছে, এক দল মদ্যপ লোকের সামনে একটা মেয়ে আসে, এসে চুম্বন ছুড়ে দেয়, তার ওপর পানি ফেলা হয়, মেয়েটি উত্তেজক ভঙ্গিতে নাচতে থাকে, সবাই তৃষ্ণার্ত ভঙ্গিতে গিলতে থাকে, এক লোক তার কাছে চুম্বন-প্রার্থনা করে, মেয়েটি বারবার না বললেও শেষে দেয়।[১৯৪] ১৯৯১ সালের পর কত জল গড়িয়েছে, প্রতিটি সিনেমায়ই এমন দৃশ্য আমরা দেখেছি। 'মেয়েরা প্রথমে না না করলেও শেষ পর্যন্ত সায় দেবেই', কিংবা 'মেয়েরা কখনও সরাসরি হ্যাঁ বলে না, ওদের না মানেই হ্যাঁ' এরকম মেসেজ প্রতিটি হিন্দি-বাংলা সিনেমায় কোনো-না-কোনোভাবে এসেছে **[ঙ]**।

এবার *Times of India* থেকে আপনাদের শোনাচ্ছি।[১৯৫] অস্ট্রেলিয়াতে একজন ভারতীয় সিকিউরিটি গার্ডকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়, এক নারীর পিছনে লেগে থাকার জন্য (stalking)। সে যুক্তি দেখায়, বলিউড মুভিতে নায়কেরা নায়িকাদের পিছনে লেগে থাকে, এতে প্রমাণিত হয় এটা সামাজিকভাবে অনুমোদিত আচরণ (pursuing women was acceptable)। তাসমানিয়া কোর্ট যুক্তি গ্রহণ করে তাকে অব্যাহতি দেয়। SNDT university-র অর্থনীতি বিভাগের প্রধান Vibhuti Patel জানান, 'অশ্লীলভাবে-তাকিয়ে-থাকা, ওড়না-টান-দেওয়া, গা-ঘেঁষে-দাঁড়ানো প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গি বলিউড সিনেমায় বেড়ে গেছে। একটা জিনিস বারবার দেখালে তা একসময় স্বাভাবিক হয়ে যায় (normalised)'। তিনি বলেন, স্বাভাবিক যৌনশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না থাকায়, এসব সিনেমা আমাদের কিশোরদের যৌনশিক্ষার মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Geena Davis Institute on Gender Media পরিচালিত ২০১৪ সালের এক স্টাডিতে উঠে এসেছে, নারীর যৌন-চিত্রায়নে (sexualization of women) বিশ্ব সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ইন্ডিয়ার অবস্থান খুবই ওপরে। বলিউডের ৩৫% নারী শিল্পীকে স্বল্পতম বস্ত্রে পর্দায় উপস্থাপন করা হয়।[১৯৬]

যেসব হিন্দি সিনেমা ১০০ মিলিয়নের ব্যাবসা করবে বলে আশা করা হয়,

---

[১৯৪] *The Trouble with Bollywood*
http://harvardpolitics.com/world/trouble-bollywood/

[১৯৫]https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/love-sex/Its-not-about-money-honey/articleshow/50929624.cms

[১৯৬] http://harvardpolitics.com/world/trouble-bollywood/
আগ্রহীরা পুরো স্টাডি পড়তে পারেন এখানে https://seeJane.org/wp-content/uploads/cinema-and-society-investigation-of-the-impact-on-gender-representation-in-indian-films.pdf

তার প্রায় সবগুলোতেই অপ্রাসঙ্গিকভাবে মূল প্লটের বাইরে একটা অতি যৌন-সুড়সুড়িমূলক নৃত্য ও গান (hypersexualized off-plot song and dance) থাকেই। একে বলে 'আইটেম নাম্বার' বা 'আইটেম সং'। এক ঘরভর্তি পুরুষের সামনে একটা স্বল্পবসনা নারী (scantily clad actress) নাচে, এবং গানের কথায় নারীটিকে এক অতি আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু দুর্লভ উদ্দীপক হিসেবে প্রেজেন্ট করা হয় (unattainable tease), যাকে আপনি দেখে কামনার আগুনে জ্বলবেন কিন্তু কখনও পাবেন না। যেমন একটি গানের কথা মোটামুটি এমন—'আমার নাম শীলা, শীলার যৌবন, তোমার জন্য এতটাই সেক্সি আমি যে তুমি আমাকে কখনও পাবে না'। 'চিকনি চামেলি' গানে মেয়েটি নিজের চিকন কোমরকে হাইলাইট করতে থাকে পুরুষদের লালসামাখা চোখের সামনে (boasts about her slender waist in front of a ogling crowd of men), কিংবা 'মুন্নীর বদনাম হয়েছে' গানে মূল চরিত্র মদ পান করতে করতে বলে সে কীভাবে একটি মেয়ের বদনামের কারণ হয়েছে (the main character boasts about how he has "defamed" a girl)।[১৯৭] আমি দুঃখিত, আমি একটি গানের পুরো লিরিক্স আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই যাতে আপনারা বুঝতে পারেন বাকিগুলোর কী অবস্থা। উদ্দাম স্বল্পবসনা নাচের সাথে গানের কথাগুলোর রূপক প্রচ্ছন্ন আহবান খেয়াল করুন।

আমার চোখ যেন বিচ্ছু, চোখ টিপলে তাতে বড়ো বিষ
শালা! এই চিকন কোমর এক ঝটকায় লাখো লোকের প্রাণ নেয়
হাজারের নোটের বদলা দিতে এসেছি
রূপের আগুনে বিড়ি জ্বালাতে এসেছি।
চিকনি (স্লিম/তন্বী) চামেলি লুকিয়ে এসে গেছে একেলা মাতাল হয়ে (৪ বার)

জঙ্গলে আজ মঙ্গল করব
ক্ষুধার্ত সিংহদের সাথে আজ খেলব আমি
মাখনের মতো নরম হাতে কয়লা নেব আজ
গভীর জলের মাছ আমি
নদীর ঘাট ঘাট আমার ঘোরা আছে
তোর চোখের স্রোতের সাথে হেরেই আমি ডুবেছি।

ওহ্! এই ঝলক প্রাণ কেড়ে নেয়
কিন্তু দেখতে সহজ সরল

---

[১৯৭] *The Trouble with Bollywood*
http://harvardpolitics.com/world/trouble-bollywood/

প্রেমের পরশ দেবো, খেয়ে নাও একটু
এ তো কেবল ট্রেইলার, পুরো সিনেমা দেখাতে এসেছি
রূপের আগুনে বিড়ি জ্বালাতে এসেছি।
চিকনি (স্লিম/তন্বী) চামেলি লুকিয়ে এসে গেছে একেলা মাতাল হয়ে (৪ বার)

নিঃশব্দ বসতিতে আজ ফুর্তির আমেজ
এমন নোনতা চেহারা তোর
তোর গাঢ় রঙ আমার মন থেকে মোছে না
ও রাজা! আমার যৌবন তো পাগল
সব পর্দা আমি কেটে দেবো
আমার সন্ধ্যাগুলো একাকী কাটে,
তোর সাথে ভাগ করে নেব।

হায়, আমার কথার মধ্যেই আছে ইশারা
যার মধ্যেই আছে সব খেল
স্রেফ সিন্দুক ভাঙো আর লুটে নাও
চুমু দিয়ে জখমে মলম লাগাতে এসেছি
রূপের আগুনে বিড়ি জ্বালাতে এসেছি।
চিকনি (স্লিম/তন্বী) চামেলি লুকিয়ে এসে গেছে একেলা মাতাল হয়ে (৪ বার)

আমার আপনার কাছে হাস্যকর মনে হলেও হিন্দিভাষীদের কাছে এর আবেদন তীব্র উত্তেজক। হিন্দি থেকে বাংলা করে একটু হাস্যকর শোনাচ্ছে যদিও। বাংলা সিনেমাতেও এই 'আইটেম নাম্বার' সংস্কৃতি শুরু হয়ে গেছে। কলকাতাই না শুধু ঢালিউডেও।

এসব গানের পুরো উদ্দেশ্যই থাকে দর্শকে যৌন-উত্তেজিত করা (titillate), সিনেমার স্টোরিলাইন বা কাহিনির সাথে এর কোনো সম্পর্কই থাকে না। যে মেয়েটি 'আইটেম নাম্বার'-এ নাচে, তাকে বলা হয় 'আইটেম গার্ল', সাধারণত কোনো হাল আমলের সুপারস্টার যে কিনা মূল চরিত্রে থাকে না, তাকে দিয়ে এই অংশটুকু করানো হয়। এই অংশের নাম, গানের কথা ও নৃত্যভঙ্গি সবকিছুতেই নারীকে পণ্যের মতো প্রেজেন্ট করা হয়।

Forbes ম্যাগাজিনে আন্তর্জাতিক সাংবাদিক Ruchika Tulshyan লেখেন, ভারতীয়দের মনমানসিকতা ও আচরণ গঠনে বলিউডের খুব শক্তিশালী ভূমিকা আছে। মেয়েদের 'যৌনবস্তু' হিসেবে উপস্থাপনের একটা গভীর প্রভাব আছে—ইভটিজিং ও

মেয়েদের পিছনে পড়াকে স্বাভাবিক বানানোর ক্ষেত্রে, ধর্ষণ ও খুনকে মহিমা দেওয়ার ক্ষেত্রে (Portraying women as sex objects has far-reaching ramifications from normalizing eve-teasing and stalking, to glorifying rape and murder)। যাই হোক, নারী স্বাধীনতাকে প্রোমোট করে আবার একই সাথে নারীকে অতি সুড়সুড়িমূলকভাবে (over-sexualizing women on screen) দেখিয়ে, তারা নারী প্রগতির অর্জনকেই আত্মাহুতি দিচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।[১৯৮]

সুতরাং এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমাদের 'দীর্ঘমেয়াদী মানসিকতা পরিবর্তন প্রকল্পের' পরবর্তী স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ হলো : প্রচলিত সিনেমা শিল্প বন্ধ করা **[ক, খ, ঙ]**। নারী-পুরুষের ভিডিও ধারণ-প্রচার, শিল্পের নামে প্রেম, যৌন-রসায়নের উপস্থাপন পুরোপুরি নির্মূল করতে হবে। এইসব বিনোদন এবং তাদের সম্মিলিত ব্যবসার চেয়ে বেশি মূল্য রাখে একজন মা-বোনের সম্মান। হলিউড ও বলিউড-এর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখে না দিয়ে মেন্টাল সেট-আপ পরিবর্তন অসম্ভব।

৩.২.৩ শয়তানের তির

[জ] নং রিস্ক ফ্যাক্টর যা একজন স্বাভাবিক চিন্তাধারার পুরুষকেও ধর্ষণে উদ্‌বুদ্ধ করছে তা হলো : মেয়েটির উপস্থাপন দেখে যদি মনে হয় যে, মেয়েটি সেক্স-ই চাচ্ছে। এখানে ৩ টি বিষয় ঘটেছে :

১. মনে হওয়া (রেপমিথ) : স্বল্পবসনা বা কোমল কণ্ঠে কথা বলা মানেই সে মনে করছে যে মেয়েটি কামপ্রার্থী, সহজেই তাকে ভোগ করা যাবে। যদিও সে শুরুতে না না করতে পারে, তবে একটু সাহস করে জোর করলেই সম্মতি আদায় করা যাবে। আমরা দেখেছি এমন মানসিকতা তৈরিতে পর্নোগ্রাফি ও হলিউড-বলিউড মুভিগুলো কীভাবে কাজ করে।

২. নারীর উপস্থাপন : আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি উদ্দীপক সম্পর্কিত আলোচনায়। আমাদের আলোচিত পন্থায় যদি কেউ রাস্তাঘাটে বের হয়, তবে বিগড়ানো-মানসিকতার ছেলেও কখনোই মনে করবে না যে, মেয়েটি কামপ্রার্থী। আপাদমস্তক কালো বোরকা পরিহিতাকে দেখে নিতান্ত পারভার্টেরও মনে হবে না, মেয়েটি সেক্স চায় বলে বোরকা

---

[১৯৮] **How Bollywood Is Failing The Women Of India**
https://www.forbes.com/sites/ruchikatulshyan/2014/04/19/how-bollywood-is-failing-the-women-of-india/#228f64f83345

পরে বেরিয়েছে। এই দুটো স্টেপ নেওয়া সম্ভব তাৎক্ষণিক।

৩. নারীর উপস্থাপন দেখা :

আমরা এরই মধ্যে দেখেছি,

দেখা-জিনিসের স্মৃতি বিস্তারিতভাবে [C] সংরক্ষিত থাকে বহুদিন [B]।

দেখা-বস্তুর মূল্যায়নে মগজের সাড়াদান ব্যাপক [D]।

নারীর ফিগার দেখাটা নেশার মতো, স্রেফ দেখাটাই [ড+ণ] সুন্দর চেহারাও আসক্তি তৈরি করে [২]

কারও ফিগার মূল্যায়ন হয়ে এই অনুভূতি তৈরি হতে সময় নিচ্ছে **সেকেন্ডেরও কম সময়** [১]

এই দৃষ্টি হচ্ছে শুরু, এরপর ফ্যান্টাসি, এরপর পিছে লাগা, এরপর যোগাযোগ, প্রেম। তারপর সম্মতি পেলে ব্যভিচার, সম্মতি না পেলে ধর্ষণ। আমরা দেখেছি :

- ৩১৮৭ জন কলেজপড়ুয়া মেয়েদের এক জরিপে দেখা যায় তাদের ১৫% ধর্ষিতা হয়েছে। ধর্ষিতাদের ৫৬% জানিয়েছে যে, ডেটিং-এ গিয়ে তারা রেপড হয়েছে। সেই ১৯৮৭ সালে। এখন তা হলে কী অবস্থা?
- *ক্যাম্পাস সেফটি ম্যাগাজিন* ২০১৮ সালে জানাচ্ছে প্রতি ৫ জনে ১ জন হাইস্কুলের ছাত্রী তাদের প্রেমিকের দ্বারা (dating partner) যৌন-নিগ্রহের (sexually abused) শিকার। ধর্ষণের (completed rapes) ১২.৮% এবং ধর্ষণচেষ্টার (attempted rapes) ৩৫% ঘটে ডেটিং-এ গিয়ে। (সূত্র : National College Women Sexual Victimization)
- ২০১৬ সালে ভারতে ৩৮৯৪৭ টি ধর্ষণ মামলার ২৫.৮% ঘটেছে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রেমিকের দ্বারা।

এগুলোর শুরু কোথায়? শুরু হচ্ছে 'নয়নে নয়ন'। দেখেন, মেন্টাল সেট-আপের সবগুলো রিস্ক ফ্যাক্টরের মূল গিয়ে ঠেকেছে ওই একখানে। অকালপক্কতা [ক], ফ্যান্টাসি তথা জল্পনাকল্পনা [খ], পর্নোগ্রাফি [ঘ], হলিউড-বলিউড ও রেপমিথ [ঙ], সহপাঠী-সহকর্মী-সম্পর্কিত

রেপমিথ [জ], বাস্তবজীবনের নারীদের নিয়ে অশ্লীল আলোচনা [ঝ] এই সবগুলো গিয়ে কুদৃষ্টিতে মিলেছে। যদি কারও কুদৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে এনে দিতে পারেন যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে তা হলে ধর্ষণের অনুকূল মনস্তত্ত্বের অনেকটাই কাবুতে এসে গেল।

আচ্ছা, কেমন হয় যদি মেন্টাল সেট-আপে এমন একটা পরিবর্তন আনা যায় যে, কোনো ছেলে কোনো মেয়ের দিকে এক পলকও তাকাবে না। পুরুষের চোখকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে চোখ নিয়ন্ত্রণ করা হবে দীর্ঘমেয়াদে। নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে যারা জুলজুল করে নারীর দিকে তাকিয়ে থাকাকে, এমনকি এক পলক ইচ্ছাকৃত তাকানোকেও, সেটা বোরকা পরা হোক, বোরকা ছাড়া হোক, বিলবোর্ড হোক, আর সিনেমা হোক, আর পর্নো তো দূরের কথা, সব নারীর দিকে **একনাগাড়ে চেয়ে থাকাকে এবং তাকানোকে** নিষিদ্ধ মনে করবে। অসম্ভব মনে করছেন তো?

খুব আশ্চর্যজনকভাবে এটা সম্ভব করেছে ১৪০০ বছর আগের একটা সমাজ। আবালবৃদ্ধবনিতা সবার মানসিক সেট-আপকেই বদলে দিয়েছে। সম্পূর্ণ সামাজিকভাবে সমাধান করেছে সমাজমানসের। নারী পুরুষ সবার জন্য একই নিয়ম, কেউ কারও দিকে চেয়ে থাকবে না। সেই সমাজের শিক্ষাগুলো দেখে নিন এক পলকে।

> ❝ মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের **দৃষ্টি নত রাখে** এবং তাদের যৌনাঙ্গেরর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।
>
> ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের **দৃষ্টিকে নত রাখে** এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে।... [১৯৯]

> ❛ দৃষ্টি হলো ইবলীসের বিষাক্ত তিরসমূহের অন্যতম। [২০০]

> ❛ বুরাইদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আলি! বারবার (অননুমোদিত জিনিসের প্রতি) তাকাবে না। তোমার প্রথম দৃষ্টি জায়িজ (ও ক্ষমাযোগ্য) হলেও পরের দৃষ্টি (ক্ষমাযোগ্য) নয়।[২০১]

> ❛ হযরত জারীর ইবনু আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে করণীয় কী, জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন।[২০২]

---

[১৯৯] সুরা নূর ৩০-৩১

[২০০] আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃষ্ঠা : ২০৪ সূত্রে ***কুদৃষ্টি***, মূল : মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী হাফিজাহুল্লাহ http://quranerjyoti.com/pdf/ কুদৃষ্টি/

[২০১] তিরমিযি : ২৭৭৭, আবূ দাউদ : ১৮৬৫ (ihadis)

[২০২] আবূ দাউদ : ২১৪৮, তিরমিযি : ২৭৭৬, মুসলিম : ২১৫৯ (ihadis)

> দৃষ্টি হচ্ছে চোখের যেনা, প্রেমালাপ হচ্ছে জিহ্বার যেনা এবং অন্তরের যেনা হচ্ছে তা ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা, আর গুপ্তস্থান তা সত্য কিংবা মিথ্যায় পরিণত করে।[২০৩]

> দুই চোখের ব্যভিচার হলো হারাম দৃষ্টি দেওয়া, দুই কানের ব্যভিচার হলো পরনারীর কণ্ঠস্বর শোনা, জবানের ব্যভিচার হলো অশোভন উক্তি, হাতের ব্যভিচার হলো পরনারী স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার হলো গুনাহের কাজের দিকে পা বাড়ানো, অন্তরের ব্যভিচার হলো কামনা-বাসনা আর গুপ্তাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যায় পরিণত করে। [২০৪]

> আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল ফযল ইব্‌ন আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে আরোহী ছিলেন, এমন সময় খাসআম গোত্রের এক নারী মাসআলা জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তখন ফযল রদিয়াল্লাহু আনহুমা ওই নারীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন, আর ওই নারীও তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। [২০৫]

> উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রদিয়াল্লাহু আনহা-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম রদিয়াল্লাহু আনহুমা উপস্থিত হলেন। এটি ছিল পর্দা বিধানের পরের ঘটনা। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তার সামনে থেকে সরে যাও। আমরা বললাম, তিনি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখছেন না! তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না?[২০৬]

> কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো নারীর সৌন্দর্যের দিকে তাকাল, এরপর সে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ইবাদাতের এমন স্বাদ দান করবেন, যা সে অনুভব করবে।[২০৭]

ইসলাম ১৪০০ বছর আগে পুরো একটা সমাজকে দৃষ্টির ওপর এমন নিয়ন্ত্রণ শিখিয়েছে। আমাদের প্রস্তাবনা—শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এমন একটা প্রজন্ম তৈরি করা

---

[২০৩] আবূ দাউদ : ২১৫২ (ihadis)

[২০৪] মুসলিম : ৬৬৪৬-৬৬৪৭ (ihadis)

[২০৫] নাসাঈ : ৫৩৯১ (ihadis)

[২০৬] আবূ দাউদ : ৪১১২; তিরমিযি : ২৭৭৯; মুসনাদে আহমাদ : ৬/২৯

[২০৭] মুসনাদে আহমাদ ও তারগীবের সূত্রে কুদৃষ্টি, মূল : মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী হাফিজাহুল্লাহ http://quranerjyoti.com/pdf/ কুদৃষ্টি/

যারা নিজেদের চোখের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

৩.২.৪ মনের জানালায় উঁকি

The Cleveland Clinic Foundation-এর Department of Biomedical Engineering, Department of Physical Medicine & Rehabilitation এবং Orthopedic Research Center-এর বিজ্ঞানীরা একটি রিসার্চ করেন ৩০ জন পুরুষের ওপর। গবেষণাটি প্রকাশিত হয় Neuropsychologia জার্নালে ২০০৪ সালে।[২০৮] শিরোনাম *From mental power to muscle power-gaining strength by using the mind.* তারা ৮ জনাকে বলেন মনে মনে কনিষ্ঠাঙুলিটাকে বাকি আঙুল থেকে দূরে সরানোর প্র্যাকটিস করতে (mental contractions of little finger abduction)। আর ৮ জনাকে বলা হলো, মনে মনে কনুই বাঁকিয়ে কবজি টেনে কাছে আনতে (mental contractions of elbow flexion)। আর ৮ জনাকে কিছুই করানো হলো না, তুলনা করার জন্য রেখে দেওয়া হলো (control group)। আর ৬ জনকে শারীরিকভাবেই কনিষ্ঠাঙুলিটাকে বাকি আঙুল থেকে দূরে সরানোর অনুশীলন করানো হলো। প্রতিদিন ১৫ মিনিট করে ১২ সপ্তাহ এই কসরত চলল। শেষে যা পাওয়া গেল :

১ম গ্রুপের কনিষ্ঠাঙুলি বাঁকানোর শক্তি ৩৫% বেড়েছে।

২য় গ্রুপের কনুই বাঁকানোর শক্তি বেড়েছে ১৩.৫%।

৩য় গ্রুপের কিছুই বাড়ে-কমেনি।

আর ৪র্থ গ্রুপের আঙুল বাঁকানোর শক্তি বেড়েছে ৫৩%।

সিদ্ধান্ত হলো, মানসিক ট্রেনিং মস্তিষ্কের 'পেশি নিয়ন্ত্রণকারী' অংশের সিগন্যাল (cortical output signal) বাড়ায়। যার ফলে পেশিগুলোর কার্যকারিতা লেভেল বাড়ে ও শক্তিও বাড়ে।

তার মানে কল্পনার একটা শারীরিক (নিউরাল ও নিউরোহরমোনাল) ইফেক্ট আছে। যেহেতু কল্পনা, ব্যক্তিত্ব, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি এক জায়গা থেকেই আসে (মূলত মগজের সেরেব্রাল কর্টেক্সের ফ্রন্টাল লোব), সুতরাং একে অন্যকে প্রভাবিত করবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। একটা বিষয় কল্পনা করতে করতে মানুষ নিজেই তার দাস হয়ে যায়। ফ্যান্টাসিই তাকে ও তার সিদ্ধান্তকে পরিচালনা করে।

---

[২০৮] পুরো রিসার্চ এখানে পাবেন
https://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/articles_pdf/Gaining_strength.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14998709

যদি কোনো কারণে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণহারা হয়েও যায়, তবে পরবর্তী ধাপ হলো সেই বিষয় থেকে উদ্ভূত কল্পনা থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া। সেই কল্পনার মধ্যে যদিও স্বাদ আছে, মজা লাগে; তবুও সেই কল্পনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাই সমাধান। ফ্যান্টাসির লাগাম শুরুতেই টেনে ধরা যত সহজ, ডালপালা মেলে দিলে কঠিন হয়ে যায়। কোনো জিনিস নিয়ে ফ্যান্টাসি করতে করতে তাড়না জন্ম নেয়। আর তাড়না আমাদেরকে কর্মে লিপ্ত করে। চিন্তাজগতের স্বাদকে বাস্তবে চেখে দেখতে চায়।

এজন্য শুরুতেই কল্পনার চারাকে পিষে ফেলতে হবে। নাজায়েয কিছুকে নিয়ে কল্পনায় মজা নেওয়াও নাজায়েয। হযরত আশরাফ আলি থানভি রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ সমস্যার সমাধান হলো ভ্রুক্ষেপহীনতা। মন্দ চিন্তা যদি আসে তবে আসুক। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। এই চিন্তাই করবেন না যে, কী চিন্তা আসছে আর কী যাচ্ছে।[২০৯] আমাদের প্রস্তাবনা—সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় 'মন-নিয়ন্ত্রণ' সম্পর্কে জানানো ও অনুশীলন করানো।

৩.২.৫ অলস মস্তিষ্ক

অলসতা ও একাকীত্ব হলো এইসব অনাহূত চিন্তার উর্বরভূমি। একাকীত্ব অপরাধ বাড়ায়, বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে চুরি ও ধ্বংসাত্মক অপরাধের প্রবণতা।[২১০] এ ছাড়াও ধর্ষকদের মধ্যে একাকীত্বের অনুভূতি জন্ম দেয় রাগ, হীনম্মন্যতা এবং প্রত্যাখ্যাত হবার অনুভূতি[২১১] (টাইপ-৪)। একা ব্যক্তি তার আশপাশের মানুষ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগে। একাকীত্ব আরও বহু অসুখবিসুখের কারণ। যেজন্য এখন পশ্চিমে একাকীত্বকে পরবর্তী মহামারি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে আজকাল। University of Chicago-র Psychologist ও Social Neuroscience সাবজেক্টের প্রতিষ্ঠাতা জনাব John Cacioppo সাহেব 'একাকীত্ব' নিয়ে গবেষণা করেছেন। কম বয়সে হৃদরোগ-উচ্চরক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা, আত্মহত্যা, হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, ডিপ্রেশান তৈরি করে আরও বহু কিছু।[২১২] আর ডিপ্রেশান থেকে আরও কত ধরনের মনোরোগ

---

[২০৯] বিস্তারিত দেখুন 'অনাহূত ভাবনা ও তার প্রতিকার', হযরত মাওলানা মুফতি তকী উছমানী, মাসিক আল-কাউসার ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সংখ্যা।
https://www.alkawsar.com/bn/article/1408/

[২১০] Brennan and Auslaner, 1979

[২১১] McKibben, Proulx and Lusignan, 1994 সূত্রে European Proceedings of Social & Behavioural Sciences এর আর্টিকেল An Evaluation of Loneliness, লেখক ব্রিটেনের Keele University, School of Psychology এর Deniz Coşan. https://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/ep13.pdf

[২১২] দেখে নিতে পারেন এখানে https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3874845/

হতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। এসব আলোচনা করে আর কলেবর বাড়াতে চাই না। ইসলাম কত চমৎকারভাবে একাকী থাকাকে নিরুৎসাহিত করেছে। যে যেই বিষয়ে এক্সপার্ট, সে সেই বিষয়ে ইসলামের বিধানগুলো নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করলে সে আল্লাহকে চিনবে, সে বুঝে যাবে এই নিখুঁত বিধান ১৪০০ বছর আগে কোনো মানুষ মেষপালকের বানানো না, বরং সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং এর রচয়িতা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসগুলো গভীরভাবে খেয়াল করে দেখুন, সামাজিক মেলামেশার শিক্ষাটা ইসলাম কত সুচারুভাবে দিয়েছে।

- মাসজিদে জামাআতে সালাত আদায়কে আবশ্যিক করেছে।[২১৩] বিনা কারণে একাকী সালাত পড়াকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে।[২১৪]
- বিশেষ করে জুমুআর সময় আগে আগে মাসজিদে যাওয়া,[২১৫] ঈদের সালাত [২১৬] দ্বারা সামাজিকতাকে পালনীয় করেছে।
- দাওয়াত কেউ দিলে তা কবুল করাকে সওয়াবের কাজ বলেছে।[২১৭]
- বিবাহ-শাদিতে সামাজিক জমায়েত করতে উৎসাহিত করেছে।[২১৮]
- একাকী থাকাকে নিরুৎসাহিত করেছে।[২১৯]

---

[২১৩] জামাআতে সালাতে প্রতিদান ২৭গুণ বেশি [মুসলিম], জামাতে নামায পড়াকে জরুরি মনে করো, একলা বকরিকে বাঘে খেয়ে ফেলে, আর মানুষের বাঘ হলো শয়তান [আবূ দাঊদ]

হানাফিদের মতে জামআতে সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, বিনা কারণে জামাত ত্যাগ করা গুনাহ, অন্যান্য মাযহাবে ওয়াজিব।

[২১৪] আমার মন চায়, কিছু যুবককে লাকড়ি যোগাড় করতে বলি, আর যারা বিনা ওজরে যারা ঘরে নামায পড়ে নেয়, তাদের ঘরগুলোকে জ্বালিয়ে দিই। [আবূ দাঊদ]

[২১৫] বিগত জুমুআ পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফ [বুখারি], সকাল সকাল গেলে উট সদকার সওয়াব [বুখারি]

[২১৬] দুই ঈদের নামায ঈদগাহে গিয়ে আদায় করা ওয়াজিব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাস্তা দিয়ে দিয়ে গিয়ে আরেক রাস্তায় ফিরে আসতেন যাতে বেশি লোকের সাথে দেখা হয়।

[২১৭] এক মুসলিমের কাছে আরেক মুসলিমের ৫ টি হক : সালামের জবাব দেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, জানাযার সাথে যাওয়া, দাওয়াত দিলে কবুল করা এবং হাঁচিদাতার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা। [বুখারি : ১২৪০, রিয়াদুস সলেহীন : ৯০০]

[২১৮] বিবাহের পর ওয়ালিমা করো, চাহে তা একটা ছাগল দিয়েই হোক [বুখারি : ৬০৮২]

[২১৯] জামাআতের-সাথে-মিলে-থাকা রহমত, আর পৃথক হওয়া আযাব [মুসনাদে আহমাদ, তাবারানি, রাবীগণ ছিকাহ] একাকী সফর ক্ষতিকর [বুখারি],

একজন থেকে দুইজন উত্তম, দুইজন থেকে তিনজন, তিনজন থেকে চার জন, অতএব তোমাদের জন্য জামাআতের সাথে জুড়ে থাকা জরুরি। আল্লাহ আমার উম্মতকে হিদায়াতের ওপরই একত্র করবেন, যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে জুড়ে থাকবে, গোমরাহি থেকে নিরাপদ থাকবে [মুসনাদে আহমাদ]

আল্লাহ তাআলার হাত (বিশেষ সাহায্য) থাকে জামাআতের ওপর [নাসাঈ]

যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ জীবন থেকে এক বিঘত পরিমাণও পৃথক হলো (এবং তওবা ছাড়া) ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। [মুসলিম]

- অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ও মৃতের জানাযায় শরীক হওয়াকে উৎসাহিত করেছে।[২২০]
- একাকী থাকার চেয়ে সামাজিক মেলামেশাকে বেশি সওয়াবের কাজ বলেছে।[২২১]

ইসলামি সমাজব্যবস্থা বিভিন্নভাবে একাকী থাকাকে অসম্ভব করে দিয়েছে। এবং সমাজে মেলামেশাকে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংক্রিয় করে দিয়েছে। একাকীত্বজনিত শারীরিক, মানসিক ও যৌন-বিষয়ক সমস্যাগুলো প্রতিরোধ ও প্রতিকার করে চলেছে ১৪০০ বছর ধরে, আপনি মানেন আর না মানেন।

৩.২.৬ চিয়ার্স...

[চ] ফ্যাক্টর নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ওঠাবসা চলাফেরায় নারীর স্বাভাবিক আচরণে রাগান্বিত পুরুষ কেবল রাগ থেকে ধর্ষণ করে থাকে, এবং এই ধরনের ধর্ষকই ৩২%। স্থান বিষয়ক আলোচনায় এগুলো বিস্তারিত উঠে এসেছে। আর **[জ]** অ্যালকোহল নিয়ে আলোচনা করে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। অ্যালকোহল যে কত কিছুর জন্য দায়ী, তার আলোচনা কয়েক ভল্যুমেও শেষ হবার নয়। *ক্যাম্পাস সেফটি* ম্যাগাজিন-এর প্রধান সম্পাদক Robin Hattersley-Gray এর আর্টিকেল (The Sexual Assault Statistics Everyone Should Know) থেকেই এ-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তুলে এনে আলোচনা শেষ করাকে যথার্থ মনে করছি।[২২২]

- প্রতি ৩ জনে ১ জন অপরাধী অপরাধ সংঘটনের সময় মাতাল অবস্থায় থাকে (সূত্র : U.S. Department of Justice)
- ৪৩% ভিকটিম এবং ৬৯% ধর্ষক এ সময় মদ্যপ অবস্থায় থাকে (সূত্র : National College Women Sexual Victimization)
- কলেজ-ছাত্রীদের যৌন-নির্যাতন ৫০% ঘটনা অ্যালকোহল পানের সাথে সম্পর্কিত। (সূত্র : High-Risk Drinking in College: What We Know and What We Need to Learn)
- পরিচিত জনের দ্বারা ধর্ষণের ৯০% ঘটনাই অ্যালকোহল রিলেটেড (সূত্র : National Collegiate Date and Acquaintance Rape Statistics)

---

[২২০] ৫টি আমল একই দিনে করলে তার নাম আল্লাহ জান্নাতবাসীদের মধ্যে লিখে দেন : রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, সাওম রাখা, জুমুআর সালাতে যাওয়া ও গোলাম মুক্ত করা। [ইবনু হিব্বান, সনদ শক্তিশালী]

[২২১] যে মুমিন মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দ্বারা যে কষ্ট হয় তার ওপর সবর করে, সে ওই মুমিন থেকে শ্রেষ্ঠ যে মেলামেশাও করে না, সবরও করে না। [ইবনু মাজাহ]

[২২২] https://www.campussafetymagazine.com/safety/sexual-assault-statistics-and-myths/

নারী-পুরুষ একসাথে মদ্যপান আর ধর্ষণ যেন একই-সূত্রে-গাঁথা। বেশ তো। ১৪০০ বছর ধরে পুরো একটা কমিউনিটি এই জিনিস থেকে দূরে। এটা অ্যালকোহল গবেষকদের কাছে আশ্চর্য লাগা উচিত।

> ‘ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,
> আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মদ হলো যাবতীয় অশ্লীলতার প্রধান এবং সবচেয়ে বড়ো পাপ। যে ব্যক্তি তা পান করল, সে যেন নিজ মা, খালা ও ফুফুর সাথে ব্যভিচার করল![২২৩]

অধুনা তো আবার গবেষণা এসেছে, আগে তো সামান্য পরিমানে পান করাকে স্বাস্থ্যপ্রদ বিবেচনা করা হত। এখন আবার বলছে, যে-কোনো পরিমাণে মদপানই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অতএব আমাদের সমাজে মদ রিলেটেড ধর্ষণের ঘটনাও নেই। ও জিনিস আমরা খাইও না, আমাদের মাথাব্যথাও নেই। তোমরা খাও, তোমরাই ঠেলা সামলাও।

৩.২.৭ আর্লি ম্যারেজ

মেন্টাল সেট-আপের পিছনে দায়ী ফ্যাক্টরগুলো ধরে ধরে আমরা সমাধান আলোচনা করেছি। আর বাকি আছে ২টা।

[গ] সেক্স বোঝার বয়স এবং স্বাভাবিক সেক্সে অভ্যস্ত হবার **মধ্যবর্তী-সময় যত দীর্ঘ হবে** তত সে সেক্স নিয়ে জল্পনাকল্পনা বা ফ্যান্টাসি করার সময় বেশি পাবে। তত তার মেন্টাল সেট-আপ বিচ্যুতি বা বিকৃতির সম্ভাবনা বাড়বে।

[ঞ] স্বাভাবিক যৌন-সম্পর্কে প্রবেশের অনিশ্চয়তা থেকে কিছু ধর্ষক সুযোগ পেলেই হামলে পড়ছে। (টাইপ-৪, ২০০৮)

বর্তমানে আমাদের সমাজে বিয়ে ব্যাপারটা খুব কঠিন। একটা ছেলে ৩০-৩৫ এর আগে এবং একটা মেয়ে ২৬-২৮ এর আগে বিয়ের কথা চিন্তাই করতে পারে না। আমি ধরে নিচ্ছি, আমাদের যুগের মতো এখনও ছেলেমেয়েরা ১৩-১৪ তেই সব বুঝতে শুরু করে, যদিও এখন ক্লাস থ্রি-র ছেলে ধর্ষণ করে ক্লাস ওয়ানের মেয়েকে, যুগ এগিয়েছে। তো আমার প্রশ্ন, এই মাঝখানের ১০-২০ বছর তারা করেটা কী? ‘ছুটির ঘণ্টা’ সিনেমার কথা মনে আছে না? আমার আবছা মনে আছে। ২ মাসের জন্য

---

[২২৩] সহীহুল জামে : ৩৩৪৫ (ihadis)

একটা বাচ্চা আটকা পড়ে স্কুলের টয়লেটে। বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ছিড়ে খায়, ট্যাপের পানি শেষ হয়ে যাবার পর কমোডের পানিটুকুও খায়, শেষমেশ বোধ হয় মারা যায়। তো যৌনতা এমন একটা বিষয় যেটা ক্ষুধা-পিপাসার মতো; যখন প্রয়োজন হবে, সেটা আপনি যে-কোনো কিছু দিয়ে আপনাকে মেটাতে হবে। অনেকে হয়তো একমত হবেন না, যৌনতাকে এতটা জরুরি মনে করতে আপনি নারাজ। আপনার কোনো দোষ নেই, আমার আপনার মনমগজ যে-ছাঁচে-গড়া, সেই ছাঁচটাই এমন।

বিষয়টা নিয়ে আগেই একবার আলোচনা করে ফেলেছি। যৌনতার স্বাভাবিক নারী-পুরুষ প্যাটার্নটা বুঝে ফেলার বয়স আর স্বাভাবিক যৌনতায় অভ্যস্ত হবার বয়স—এই দুই বয়সের মধ্যে গ্যাপ এখন ১০-২০ বছর; মেয়েদের মিনিমাম ১০, আর ছেলেদের মিনিমাম ১৫-২০ বছর। ফলে এই মধ্যবর্তী-সময়টা একটা ছেলের কেমন যায় আমি জানি, আর মেয়েদের যৌনতার প্যাটার্ন ভিন্ন হলেও তারও একটা লিমিট তো আছে। আর পর্নোগ্রাফির এই সয়লাবের মাঝে কার কেমন যায়, তা আঁচ করা দুষ্কর নয়। এই মাঝের সময়টা ফ্যান্টাসির সময়, বিপরীত লিঙ্গ সম্পর্কে আজব আজব সব মিথ চর্চা করার সময়। মিথ্যে বলব না, নারীর মনোজগৎ সম্পর্কে এমন অবাস্তব সব কথা এ সময় ছেলেমহলে চর্চা হতো, যার সাথে বাস্তবতার কোনো মিলই নেই। এগুলোর পিছনে নাটক-সিনেমাগুলো মেইনলি দায়ী। নারীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির, যাদের মানসিকতা ভিন্ন, চিন্তাপ্রবাহ আমাদের মতো না, নির্দয় কঠোর, যা বলে তা বোঝায় না, যা বোঝায় তা বলে না। আর তার মধ্যে ঘি ঢালল পর্নোগ্রাফি, ভিন প্রজাতির (?) প্রাণীটাকে স্রেফ 'যৌন-পণ্য' বানিয়ে দিলো। যাকে নিয়ে ইচ্ছেমতো ফ্যান্টাসি করা যাবে, যা ইচ্ছে তাই করানো যাবে, তার নিজের কোনো ইচ্ছে নেই, যা বলা হবে তাই করবে, যেমন চাইব তেমন করবে, যেভাবে চাইব সেভাবে করবে।

আর এটা কাটাতেই পশ্চিমা সভ্যতা সমাধান পেল 'সহশিক্ষা'। যাতে সমাধান কতখানি হয়েছে, সে আলোচনা করে এসেছি আমরা। বরং আগুনে আরও ঘি ঢেলেছে ২ টো বড়ো বড়ো রিস্ক ফ্যাক্টর বাড়িয়ে। আর নিম্ন আয়ের লোকেরা কবে বৈধ যৌনসঙ্গী পাবে ঠিক নেই, যা পাওয়া গেছে তাই সই—জাতীয় চিন্তা থেকে সুযোগ কাজে লাগায়। কেননা বিয়ে আজ আমাদের সমাজে অতি কঠিন। 'বিয়ে করে বউকে খাওয়াবি কী?'—প্রশ্নের জবাব খুঁজতেই বয়স হয়ে যায় ৩৫, এত খায় মেয়েরা? সব শ্রেণীতেই একই অবস্থা।

উচ্চবিত্তরা বিয়ে করে লাইফ বরবাদ করতে চায় না, কিছুদিন এনজয় করতে চায়।

মধ্যবিত্ত সাধ আর সাধ্য মেইনটেইন করতে গিয়ে হিমশিম খায়। বিয়েকে 'লৌকিকতা' দিয়ে এত কঠিন করে ফেলেছে। লৌকিকতার যোগান দিতেই যৌবন পার করে দেয়।

আর নিম্নবিত্ত বউয়ের সাগরসমান ক্ষুধা নিয়ে পেরেশান থাকে, কী খাওয়াবে?

আমাদের পরবর্তী স্টেপ—Early Marriage, Easy Marriage. অর্থাৎ ছেলেমেয়ে প্রেম-ভালোবাসা-যৌনতার স্বাভাবিক নিয়ম অর্থাৎ নর-নারী রহস্য বুঝে ফেললে যতটা দ্রুত সম্ভব তাদেরকে স্বাভাবিক সেই ছকে ফেলে দেওয়া, যাতে রহস্য নিয়ে ফ্যান্টাসি করার মতো বেশি সময় না পায়। যতটা দ্রুত সম্ভব বলতে বিয়ের দায়িত্ব নেবার মতো সামর্থ্য ও উপযুক্ততা, আর্থিক ও মানসিক। এজন্য বালেগ হবার পর থেকেই উত্তম স্বামী স্ত্রী হবার শিক্ষাটুকু দিয়ে দিলে এ বিষয়ে ম্যাচুরিটি এসে যাবে। এটা বয়সের সাথে সম্পর্কিত না, শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। আমাদের সেক্যুলার দুনিয়া ১২-১৩ বছরের বাচ্চাদের যৌনশিক্ষা দিতে আগ্রহী, কিন্তু কীভাবে ভালো স্বামী বা ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, সেই শিক্ষা দিতে মোটেও আগ্রহী না। যৌনতার বয়স হয়েছে, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব বুঝে নেবার বয়স হয়নি, কী ডাবল স্ট্যান্ডার্ড।

আর বিয়ে হতে হবে সহজ। যাতে কেউ এই অনিশ্চয়তায় না ভোগে, কবে আমার বিয়ে হবে আর কবে সেই রহস্যের স্বাদ পাব, আপাতত যা পেয়েছি তাই সই। লৌকিকতা সামাজিকতার খরচ মেটাতে গিয়ে যেন বিয়েই অনিশ্চিত না হয়ে যায়। ১৪০০ বছর আগে ইসলাম খুব সুন্দরভাবে ইনসাফের সাথে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেছে।

> ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
>
> তিনি বলেন, কোনো একসময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আমরা বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক। (বিয়ের খরচ বহনের) আমাদের **আর্থিক সামর্থ্য** ছিল না [১]। তিনি বললেন, **হে যুব-সমাজ!** [২] তোমাদের বিয়ে করা উচিত। কেননা, এটা দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। আর তোমাদের **যে লোকের বিয়ের সামর্থ্য নেই** [৩] সে লোক যেন সাওম আদায় করে। কেননা, তার যৌনশক্তিকে সাওম নিয়ন্ত্রণে রাখবে।[২২৪]

> “**তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও** [৪] এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা **যদি নিঃস্ব হয়** [৫], **তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন।** আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। **যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে** [৩] যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।

> ‘তোমাদের মাঝে যার কোনো (পুত্র বা কন্যা) সন্তান জন্ম হয় সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব কায়দা শিক্ষা দেয়; যখন সে **বালেগ অর্থাৎ সাবালক/সাবালিকা হয়** [৬], তখন যেন তার বিয়ে দেয়; যদি সে বালেগ হয় এবং

[২২৪] ইবনু মাজাহ : ১৮৪৫, তিরমিযি : ১০৮১, নাসাঈ : ২২৩৯-২২৪২ (ihadis)

তার বিয়ে না দেয় তা হলে, সে কোনো পাপ করলে উক্ত পাপের দায়ভার তার পিতার ওপর বর্তাবে [৭][২২৫]

ইসলাম হলো ফিতরাতের বিধান, যা মানবসত্তার জন্য যথোপযুক্ত এবং মানা সম্ভব, সেটাই বিধান করে দিয়েছে ইসলাম। এজন্য বিয়ের ব্যাপারে স্পষ্ট বয়স উল্লেখ না করে কয়েকটা শর্ত দিয়ে দিয়েছে। এবং সেই শর্তগুলো অর্জন করার জন্য আশপাশের লোকদের দায়িত্ব দিয়েছে, একা বিবাহযোগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়নি। আমরা ওপরের ৩টা হাদীস দেখি :

[১] সামর্থ্যবান যুবকের বিয়ে করে ফেলা উচিত।

[২] যুব-সমাজ বলতে এখানে কাদের বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে ইমাম নাবাবি রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, আমাদের লোকদের মতে যুবক-যুবতী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা বালেগ[২২৬] হয়েছে এবং ত্রিশ বছর বয়স পার হয়ে যায়নি।[২২৭] রাফলি ১৩/১৪/১৫ থেকে নিয়ে ৩০ এর মধ্যে অবিবাহিত থাকাকে পছন্দ করেননি।

[৩] যার সামর্থ্য একেবারেই নেই, তার সাওম রাখা দরকার; সামর্থ্য একটা শর্ত।

[৪] অবিবাহিতদের বিয়ে-দেওয়া সমাজের দায়িত্ব, সুতরাং, সামর্থ্যহীনকে বিয়ের শর্ত 'সামর্থ্য'-এর ব্যবস্থা করে দেওয়াও মানে শর্ত পূরণের ব্যবস্থা করাও সমাজের দায়িত্ব।

[৫] ন্যূনতম সামর্থ্য হলেই বিয়ে দিয়ে দেবে সমাজ। বাকিটুকু আল্লাহ দেখবেন।

[৬] বালেগ হলে (ছেলেদের স্বপ্নদোষ, মেয়েদের মাসিক ও দৈহিক পরিবর্তন, কোনো কিছু প্রকাশ না পেলে ১৫ বছর বয়স) পিতার দায়িত্ব বিয়ে-দেওয়া, যদি পিতার সামর্থ্য থাকে সন্তানকে সামর্থ্যবান করে দেওয়ার। বালেগ হলে তাকে দ্রুত সামর্থ্যবান হবার শর্ত পূরণ করতে সাহায্য করবে পিতা, এবং শর্ত পূরণ করে বিয়ে দেবে।

---

[২২৫] বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান : ৪০১/৬ সূত্রে মুন্তাখাব হাদীস, পৃষ্ঠা : ৫৯১

[২২৬] মাসিক আল-কাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর পর্বের সূত্রে।
ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের বালেগ হওয়ার বয়সসীমা ও আলামত শারীআতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে। কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে বালেগ হওয়ার নির্দিষ্ট আলামত পাওয়া গেলে বা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় পৌঁছলেই তাকে বালেগ গণ্য করা হবে এবং তখন থেকেই শরীয়তের হুকুম-আহকাম তার ওপর প্রযোজ্য হবে। ছেলেদের বালেগ হওয়ার আলামত হলো : ক) স্বপ্নদোষ হওয়া। খ) বীর্যপাত হওয়া। আর মেয়েদের বালেগ হওয়ার আলামত হলো : ক) স্বপ্নদোষ হওয়া। খ) হায়েয (ঋতুস্রাব) আসা। গ) গর্ভধারণ করা। বালেগ হওয়ার উপরিউক্ত নির্দিষ্ট আলামত যদি কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে উভয়ের বয়স যখন হিজরি বর্ষ হিসাবে পনেরো বছর পূর্ণ হবে তখন প্রত্যেককে বালেগ গণ্য করা হবে এবং পনেরো বছর পূর্ণ হওয়ার পর কোনো আলামত পাওয়া না গেলেও সে বালেগ বলেই বিবেচিত হবে।
প্রকাশ থাকে যে, কোনো ছেলে বা মেয়ের সাথে শরয়ী পর্দা করার হুকুম প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকে। বরং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যখন কোনো ছেলের নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিষয়ে বোঝার বয়স হয়ে যায় তখন থেকেই তার সাথে পর্দা করতে হবে। আর মেয়েদের পর্দার বয়স শুরু হয় তার শরীরে মেয়েলী-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হওয়ার সময় থেকেই। যখন তাকে দেখলে কোনো পুরুষ আকর্ষণ অনুভব করে। পিতা-মাতার কর্তব্য হলো এমন বয়সী ছেলেমেয়েদের পর্দার ব্যাপারে সচেতন থাকা।
-আল ইনায়া শারহুল হেদায়া ৮/২০১; আদ্দুররুল মুখতার ৬/১৫৩; তাফসীরে কুরতুবী ১২/১৫১

[২২৭] http://www.ihadis.com/books/bukhari/chapter/67 তে ৫০৬৬ নং হাদিসের ব্যাখ্যা।

[৭] দেরি করলে সন্তানের গুনাহের দায়ভার পিতার ওপর বর্তাবে।

সবগুলো সামনে নিলে আমরা পাই, ইসলাম দ্রুত বিয়েকে বাধ্য করেনি যেমনটা অনেকে বলে থাকেন। তবে বালেগ হবার পর দ্রুত সামর্থ্য অর্জন করে দ্রুত বিয়ে করতে উৎসাহিত করেছে, এবং সেজন্য সমাজ ও পরিবারকেও দায়িত্ব দিয়েছে। যত দ্রুত সামর্থ্য অর্জন সম্ভব ও সামর্থ্য অর্জনের পর যত দ্রুত সম্ভব। ইসলাম নির্দিষ্ট না করে একটা রেঞ্জ বলে দিয়েছে, এর মধ্যে অবিবাহিত থেকো না। একই সাথে ইসলাম এই দুই শর্ত পুরা না হলে বিয়ে দেওয়া যাবে না তাও বলেনি। বালেগ/বালেগা (তথা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে/প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে) হবার আগেও বিয়ে সম্পাদিত হতে পারে এবং শারীআতের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য। কেননা পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার কারণে ক্ষেত্রবিশেষে আগে দেওয়া লাগতেও পারে, যেমন—

- মুমূর্ষু পিতা নাবালিকা মেয়েকে কারও দায়িত্বে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দুনিয়া থেকে যেতে চান।
- দরিদ্র পিতা সমাজের প্রভাবশালীদের কুদৃষ্টি থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে চান। বিয়ে দিয়ে অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।
- দারিদ্র্যের কারণে আর কন্যার ভরণপোষণ দিতে না পারা। যেটা আমাদের দেশে মূল কারণ।
- সন্তান বিগড়ে যাবার ভয়ে ইত্যাদি

প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তারা একসাথে না থাকতে চাইলে তারও রাস্তা আছে (খিয়ারে বুলুগ-এর বিধান)।[২২৮] বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে **পরিস্থিতি অনুযায়ী যেটা দ্রুত** ইসলাম সেটা নির্দেশ করেছে। এজন্যই পরিস্থিতি সাপেক্ষে বিয়ে কারও জন্য ফরজ, কারও জন্য সুন্নাহ, কারও জন্য মুস্তাহাব, কারও জন্য মুবাহ, এমনকি কারও জন্য হারাম। —ব্যক্তির অবস্থা-সাপেক্ষে। ঢালাওভাবে বাল্যবিবাহ অবৈধ করাটা যেমন সমাধান নয়, বিশেষত আমাদের মতো গরিব অধ্যুষিত নারীর জন্য অনিরাপদ দেশে। আবার ১৫, ১৬, ১৭ বছর বয়েসী কিংবা পর্নোগ্রাফি এবং বলিউডি-সংস্কৃতির মাঝে বড়ো হয়ে সব বুঝে ফেলে যৌন-চাহিদা তৈরি হয়েছে যাদের, তাদেরকে জোর করে নাদান শিশুর কাতারে ঢুকিয়ে দেওয়াও বাস্তবসম্মত নয়। সেই সাথে গণহারে নাবালেগ বা সদ্য বালেগদের বিয়ে দিতে জোরাজুরি করাও সমাধান নয়। সমাধান দিয়েছে ইসলামই, পরিস্থিতি সাপেক্ষে যেটা প্রযোজ্য, আলিমদের পরামর্শে সেটা করা। বিস্তারিত জানতে

---

[২২৮] (নাবালেগ/নাবালেগা বয়সে বিয়ের পর) যখন ছেলে এবং মেয়ে বালেগ/বালেগা হয়ে যাবে, তখন তারা যদি মুখে একথা বলে দেয় যে, 'আমরা এ বিয়েতে সম্মত নই' তা হলেই (নাবালেগ বয়সে তাদের কৃত) ওই বিয়ে (শারঈ দৃষ্টিতে) ছিন্ন হয়ে যাবে। *বাল্যবিবাহ ও বিয়ের বয়স : ইসলামি শারীআত বনাম আইয়ুব খানের আইন*, জাস্টিস তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ

জাস্টিস তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ রচিত *'বাল্যবিবাহ ও বিয়ের বয়স : ইসলামি শারীআত বনাম আইয়ুব খানের আইন'* আর্টিকেলটি পড়া যেতে পারে।[২২৯]

এবং ইসলাম বিয়েকে করেছে সহজ। যে সমাজে বিয়ে কঠিন হয়, সেই সমাজে ব্যভিচার সহজ হয়ে যায়।

> রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে যেটা সহজে সম্পন্ন হয়।[২৩০]

ছেলেপক্ষ	মেয়েপক্ষ
সামর্থ্যের মধ্যে মোহর [১]	যৌতুক নেই
লৌকিকতা-বর্জিত ওয়ালীমা।[২] ওয়ালীমা ছেলেপক্ষের, মেয়েপক্ষের দায় নেই।	বরযাত্রী নেই। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে গিয়ে ফাতিমা রদিয়াল্লাহু আনহা-কে আলি রদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে দিয়ে এসেছেন।
বাগদান, পানচিনি, গায়ে হলুদের মতো অপচয় বিবর্জিত।	মেয়ের পিতার কোনো খরচ নেই।

এই চার্টের ফুটনোটগুলো

১. ইমাম শাফিয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, বিয়ের জন্য কোনো লোকের নিকটে যদি মোহর আদায়ের মতো কিছু না থাকে এবং যদি সে লোক কোনো নারীকে কুরআনের কোনো সূরার বিনিময়ে বিয়ে করে, তবে তা জায়িয হবে। তার কর্তব্য হবে ওই মহিলাকে সে সূরাটি শিখিয়ে দেওয়া। হানাফী মতে এবং আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, বিয়ে জায়িয হবে ঠিকই, কিন্তু তাকে 'মোহরে মিসাল' পরিশোধ করতে হবে। মোহরে মিসাল হলো বংশের বাকি মহিলাদের মোহরের অনুরূপ মোহর। [আল-হিদায়া, ২/৪২]

উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মোহরানা উচ্চহারে বাড়িয়ে দিয়ো না। [ইবনু মাজাহ : ১৮৮৭]

২. "যে বিবাহে খরচ কম, সেটাই বেশি বরকতপূর্ণ হয়।" (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৬৫৬৬)

নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সর্বোত্তম মোহরানা হচ্ছে সহজসাধ্য মোহরানা।" (বাইহাকি : ১৪৭২১)

কতটা সহজ করা হয়েছে তা বোঝাতে মাসিক *আল-কাউসার*-এ প্রকাশিত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধের কিছু অংশ আপনাদের খিদমতে তুলে দিচ্ছি[২৩১] :

> সুতরাং এর জন্য খুব বেশি আচারবিচার, উদ্যোগ-আয়োজন ও জাঁকজমকের দরকার হয় না। নেই কঠিন কোনো শর্ত ও বিশাল ব্যয়ের ঝক্কি। খরচ বলতে কেবল স্ত্রীর মোহর। আর আচার-অনুষ্ঠান বলতে কেবল সাক্ষীদের সামনে বর-কনের পক্ষ হতে ইজাব-কবূল। ব্যস এতটুকুতেই বিবাহ হয়ে যায়। অতপর ওলীমা করা সুন্নত ও পুণ্যের কাজ বটে, কিন্তু বিবাহ আইনসিদ্ধ হওয়ার জন্য তা শর্ত নয়। এ ছাড়া প্রচলিত কিছু কাজ কেবলই জায়েয পর্যায়ের। তা করা না করা সমান। করলেও কোনো অসুবিধা নেই, না করলেও দোষ নেই। কেননা বিবাহ শুদ্ধ হওয়া না-হওয়া কিংবা উত্তম-অনুত্তম হওয়ার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

উভয়-পক্ষের জন্য এতটাই সহজ করা হয়েছে যাতে সমাজ ও বাবার জন্য এসব দ্রুত পাত্রকে সামর্থবান করা এবং পাত্রের নিজেকে সামর্থবান মনে করা সহজ হয়।

৩.২.৮ স্রষ্টানুভূতি :

কিন্তু এই চোখ নিয়ন্ত্রণ, চিন্তাকে আটকে দেওয়া, সুযোগ পেয়েও যৌনাঙ্গের হেফাজত- এগুলো কীভাবে সম্ভব? কী সব বকওয়াস। যেখানে আইন পৌঁছে না, সেখানে পৌঁছানো

---

[২৩১] ইসলামে মধ্যপন্থা ও পরিমিতিবোধের গুরুত্ব, মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, আল-কাউসার, নভেম্বর ২০১৩ https://www.alkawsar.com/bn/article/1005/

সম্ভব কীভাবে? হ্যাঁ সম্ভব, ১৪০০ বছর আগে ইসলাম এই কাজটা খুব সফল ও টেকসইভাবে করেছে। এখনও যারা ইসলামকে বাস্তবিক অর্থে মেনে চলে, কেবল ফর্ম ফিলআপে 'ধর্ম : ইসলাম (সুন্নি)' এরকম না, বরং ২৪ ঘণ্টা পুরো জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা ও লালন করতে চায়, তাদের মনোজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে এই বিধানগুলো।

আজও ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তি এবং ফলে পুরো সমাজ-মানসকে নিয়ন্ত্রণ করছে একটা বিষয় দিয়ে—তাওহীদ। এই নিখুঁত সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, আইন, নীতিশাস্ত্র, বাজারনীতি, যুদ্ধকৌশল, স্বাস্থ্যনীতি, পারিবারিক ও ব্যক্তিদর্শন উঠতে-বসতে অনর্গল মুখ দিয়ে বলে গেছেন একজন মানুষ। কোনো গবেষণালব্ধ রিপোর্ট নয়, সুবিন্যস্ত লেকচার নয়, কোনো বিতর্ক নয়; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাধান বলে গেছেন বিশুদ্ধ উচ্চমার্গের ভাষায়, কাব্যের অহমিকাগ্রস্ত আরবরা হয়রান হয়ে গেছে শুনে, এটা কোনো মানুষের রচনা নয়। এবং সেই ব্যক্তি এই মহাশাস্ত্রের কোনো ক্রেডিট না নিয়ে পুরো কৃতিত্ব দিয়ে দিলেন এক অদৃশ্য সত্তাকে। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বলে দিলেন এই পুরো শাস্ত্র এসেছে এমন সত্তা থেকে যাঁর নাম (proper noun)— আল্লাহ। যেখানে কোনো চোখ পৌঁছে না, সেখানে তিনি দেখেন। যেখানে কোনো কান পৌঁছে না, সেখানে তিনি শোনেন। যেখানে অপরাধের 'সুযোগ আর সুযোগ', সেখানটাও তাঁর সামনে খোলা-বইয়ের-মতো-মেলে-রাখা। এমনকি কল্পনায় যা এখনও এসে পৌঁছয়নি, তাও তিনি জেনে ফেলেছেন। তাঁর কাছ থেকে লুকোনো পালানো, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। এবং এই দুনিয়ার মানুষের প্রতিটি কাজ, কথা, মুভমেন্টের কৈফিয়ত তিনি চাইবেন মৃত্যুর পর। এখন কাউকে থামাবেন না, কাউকে প্রশ্ন করবেন না। সব মৃত্যুর পর হবে; হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে পইপই করে। যার হিসেব মনঃপূত হলো, তার জীবন কাটবে অসীম আনন্দে। যার হিসেব মিলল না, তার জীবন কাটবে ভাষাতীত কষ্টে আর যন্ত্রণায়। সে জীবনের শেষ নেই।

এটাই ইসলামের কেন্দ্রীয় কনসেপ্ট, এটা না মেনে কেউ ইসলামে থাকতে পারে না। মহাশক্তিধর, সর্বজ্ঞানের আধার, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা একক সৃষ্টিকর্তার পরিচয়। এবং প্রতি মুহূর্তে সেই সত্তার উপস্থিতির অনুভূতি (তাকওয়া/স্রষ্টানুভূতি) প্রত্যেক মুসলিমের দুনিয়ার জীবনের টার্গেট।

> “ হে বিশ্বাস-স্থাপনকারীগণ! আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া), যেমনভাবে করা উচিত। এবং 'মুসলিম' না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।[২৩২]

---

[২৩২] সূরা আ ল ইমরান, (০৩) : ১০২

কেবল বিশ্বাস-স্থাপনই নয়, আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাকওয়া অর্জনের দ্বারা 'মুসলিম' হওয়া, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। মৃত্যুর আগে এটাই আমাদের প্রধান ব্যস্ততা হবার দাবিদার। এজন্য মক্কার জীবনে আমরা নবিজিকে দাওয়াত দিতে দেখি— 'কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তুফলিহুন' (বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো সার্বভৌম সত্তা নাই, সফলতা পেয়ে যাবে)[২৩৩]

বিভিন্ন দেবদেবীর দাসত্ব থেকে ফিরে যে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব মেনে নেবে, কেবল সে-ই পারবে আল্লাহর-কাছ-থেকে-আসা সব বিধান বাস্তবায়ন করতে। এটা হলো শুরু, ক্রমান্বয়ে অন্যান্য দাসত্ব থেকেও মানব-জাতিকে বের করে এনে পুরোপুরি আল্লাহমুখী করে তোলাই ইসলামের লক্ষ্য। বস্তুবাদ যখন জুলুম-পেরেশানির কারণ, তখন বস্তুর গোলামি থেকে বের করে আনা; মানবরচিত অপূর্ণাঙ্গ আইন যখন জুলুম-বেইনসাফীর কারণ, তখন সেখান থেকে বের করে আনা। এভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য প্রতিটি জিনিসের গোলামি থেকে বের করে আনার মধ্যেই সমাধান। পুঁজিবাদ যখন শোষণের কারণ, তখন অর্থের গোলামি থেকে বের করে আনা। স্লোগান এটাই— ব্যক্তি-সমাজ-জাতি-পৃথিবী পরিবর্তনের। এজন্যই স্রষ্টানুভূতি প্রবল হওয়া শর্ত, নাহলে সে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে পারবে না, আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পরিহার করে চলতে পারবে না।

এই স্রষ্টানুভূতি তৈরির জন্য সাহাবিরা স্বতন্ত্র একটা আমল করতেন।

- আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আপন ঈমানকে তাজা/ নবায়ন করতে থাকো'। কেউ আরজ করল, 'আমরা আপন-ঈমানকে কীভাবে তাজা/নবায়ন করব'। তিনি বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ **বেশি বেশি বলো**' (আকছিরু মিন কওলি)।[২৩৪]

- আবূ যার রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, **উমার** রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গীদের মধ্য হতে এক-দুইজনের হাত ধরে বলতেন, চলো, আমরা ঈমান বর্ধন করি। অতঃপর তাঁরা **আল্লাহর কথা আলোচনা** করতেন।[২৩৫]

- আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গীকে (একজন মুসলমানকে) বললেন, এসো, আমরা কিছু সময় ঈমান আনি। সে বলল, আমরা কি মুমিন নই। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই, বরং **আল্লাহর কথা আলোচনা** করব, এতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

---

[২৩৩] তাবারানি ও ইসাবাহ, সূত্র : হায়াতুস সাহাবাহ, ১/৮০-১৬০

[২৩৪] আহমাদ : ২/৪১৫, তাবারানি, তারগীব

[২৩৫] হায়াতুস সাহাবাহ : ১/ ২৮১

- আবূ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, **আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা** রদিয়াল্লাহু আনহু আমার হাত ধরে বলতেন, এসো, কিছু সময় **ঈমানের আলোচনা** করি। আমরা বসে আলোচনা করলাম। তারপর তিনি বললেন, এটাই ঈমানের মজলিস। কেননা অন্তর ফুটন্ত পাতিল অপেক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল।[২৩৬]

- **মুআয বিন জাবাল** রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এসো, আমাদের সঙ্গে বস, কিছুক্ষণ **ঈমানের আলোচনা** করি।[২৩৭]

- আসওয়াদ ইবনু হিলাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা **হযরত মুআয** রদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে হাঁটছিলাম। তিনি বললেন, বসো, আমরা **কিছু সময় ঈমান আনয়ন** করি।[২৩৮]

- আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, **আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা** রদিয়াল্লাহু আনহু কোনো সাহাবির সাথে দেখা হলে বলতেন, এসো, কিছু সময় আমরা **আমাদের রবের প্রতি ঈমান** তাজা করি। একবার এক ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আবদুল্লাহর ওপর রহমত বর্ষণ করুন, সে এমন মজলিস পছন্দ করছে, যার ওপর ফেরেশতাগণ গর্ববোধ করেন।[২৩৯]

স্রষ্টানুভূতি তৈরির বা বাড়ানোর স্বতন্ত্র আমলটি হলো, বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার শক্তি, ক্ষমতা আর বড়ত্বের কথা আলোচনা করা। এটাই সেই আমল যার দ্বারা সাহাবিরা 'সাহাবি' হয়েছেন, পাহাড়ের মতো ঈমানওয়ালা হয়েছেন, আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে সবকিছুকে পরিত্যাগ করেছেন।

ধর্ষণ প্রতিরোধে আমাদের সর্বশেষে আলোচিত কিন্তু 'সর্বপ্রথম' পদক্ষেপ—মূল শিক্ষায় 'তাওহীদ' অর্থাৎ 'আল্লাহর একত্ববাদ' খুলে খুলে শেখানো। সৃষ্টি, পালন, রিযিক, আইন, বিচার—প্রতিটি সিফাতে আল্লাহ কীভাবে একক ও অদ্বিতীয় তা শৈশব থেকেই শেখানো। যাতে করে সামনে-আসা প্রত্যেক সুযোগে, সে নিজের খায়েশ-খুশির চেয়ে আল্লাহর হুকুমকে বেশি জরুরি মনে করে। সব বেড়া অতিক্রম করে কোনো সুবর্ণ-মওকা মিলে গেলেও সেখানে স্রষ্টানুভূতি তাকে ওই অপরাধ করতে বাধা দিবে।

---

[২৩৬] হায়াতুস সাহাবাহ : ১/ ২৮১

[২৩৭] বুখারি : ১/১৬

[২৩৮] হায়াতুস সাহাবাহ : ১/২৮১

[২৩৯] হায়াতুস সাহাবাহ : ১/২৮০

সামাজিক-সমস্যার সামাজিক-সমাধান

আচ্ছা, এই পুরো বই লেখার মানে কী? এই সমাধানগুলো তো কখনও বাস্তবায়ন হবে না। এটা কোনো নাস্তিকের জন্য লেখা নয় যে, সে এটা পড়ে মুসলিম হয়ে যাবে। কোনো সেক্যুলার নেতা এসে স্টেপগুলো নিয়ে আমাদের সমাধান করে দিয়ে যাবে, এজন্যও লেখা নয়। তা হলে এই বই কী কাজে লাগবে? এই পুরো বই লেখা আপনার জন্য। প্রথমত আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে, ইসলামেই সবকিছুর সমাধান। সব সমস্যার সমাধান এই এক বাক্য থেকে শুরু—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কেবল মেনে নিলাম, তা নয়। আপনার প্রতিটি কোষ বিশ্বাস করতে হবে। বিনা প্রশ্নে বিনা অস্বস্তিতে আগে আপনাকে ইসলামের প্রতিটি আইন, প্রতিটি নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে :

- মায়ের কোল থেকে কেড়ে কেবলমাত্র দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রতি বছর ২০ লক্ষ শিশু পাচার[২৪০] ঠেকাতে ইসলাম দরকার,
- ইউরোপে লক্ষ লক্ষ পতিতা অনিচ্ছায় ওই চার-দেয়ালে গুমরে মরছে, তাদের বাঁচাতে ইসলাম দরকার।
- সারা দুনিয়ায় মাদকের থাবায় ৩১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ ধুঁকছে,[২৪১] তাদের বাঁচানোর জন্য ইসলাম দরকার।

---

[২৪০] Child Sex Trafficking In Latin America, United Nations Human Rights Council http://www.edumun.com/workshops/committees/unhrc.pdf

[২৪১] United Nations Office on Drugs and Crime এর ২০১৫ সালের হিসাব, WORLD DRUG REPORT 2017-তে পাবেন https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_1_EXSUM.pdf

- সারা পৃথিবীতে সাড়ে ৮১ কোটি মানুষ না খেয়ে আছে,[২৪২] তাদের পেট পুরে একবেলা খাওয়াতে ইসলাম দরকার।
- ভারতে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৬ লাখ মেয়েশিশু দুনিয়ার আলো না দেখেই চলে যায়,[২৪৩] এই হাজারও ভ্রূণকে আলো দেখাতে ইসলাম দরকার।
- অস্ত্র-ব্যাবসায়ীদের মুনাফা পৌঁছতে পৃথিবীর কোনায় কোনায় গৃহযুদ্ধ হচ্ছে, ৬ কোটি ৯০ লাখ শরণার্থীকে[২৪৪] নিজ ঘরে ফেরাতে ইসলামই একমাত্র দরকার।
- পৃথিবীতে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে ১ জন, বছরে ৮ লাখ মানুষ মানুষ হতাশায় আত্মহত্যা করে,[২৪৫] এদের হতাশা থেকে উদ্ধার করতে ইসলাম দরকার।
- তাজা থাকতে ছিলা সহজ বলে চীনে 'কুকুর-খাওয়া-উৎসবে' ১০-১৫ হাজার কুকুর জীবন্ত ছিলে ফেলা হয়, রোস্ট করা হয় জ্যান্ত,[২৪৬] আপনার আমার নামে শেষ অভিযোগটা করে ওরা মরে যায়—ইয়া আল্লাহ! আজ এরা ইসলাম নিয়ে এলে আমাদের এভাবে মরতে হতো না।

প্রথমত এবং শেষত, সারা পৃথিবীর এখন ইসলামকে দরকার, আগেও দরকার ছিল, ভবিষ্যতেও দরকার হবে; প্রত্যেক সমস্যায় পৃথিবী ইসলামকে মিস করছে, করবে। এবং সারা দুনিয়ায় ইসলামকে নিয়ে যাওয়া, ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, ইসলামেই যে সমাধান আছে তা জানিয়ে দেওয়া কার দায়িত্ব? আপনার, আমার। প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব আরেকজনকে ইসলামের খবর, এর সমাধানের খবর, এর সৌন্দর্যের খবর পৌঁছে দেওয়া, এক আল্লাহর দাসত্বেই সব জুলুমের অবসান—এই কথাটুকু পৌঁছে দেওয়া আমাদের ব্যক্তিক দায়িত্ব। 'বাল্লিগু আন্নি ওয়া লাও আয়াহ', পৌঁছে দাও যদি একটি আয়াতও হয়। এগুলো প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে, বন্ধুবর। এরপর না চেষ্টার প্রসঙ্গ আসবে। আমার নিজের বিশ্বাসে কোনো 'হ্যাঁ, না, কিন্তু' থাকলে তার ছাপ আমার আমল-দাওয়াতে শিথিলতা এনে দেবে, এই সমাধান পৌঁছে দেবার জন্য যে চেষ্টা, সেই চেষ্টায়ও বাধা এনে দেবে।

---

[২৪২] Bukar Tijani, FAO Assistant Director-General and Regional Representative for Africa-এর বরাতে https://reliefweb.int/report/world/2017-africa-regional-overview-food-security-and-nutrition-food-security-and-nutrition

[২৪৩] গত দশ বছরে ৬০ লাখ মেয়ে ভ্রূণ গর্ভপাত করা হয়েছে শুধু ইন্ডিয়ায়।
https://www.theguardian.com/world/2011/may/24/india-families-aborting-girl-babies

[২৪৪] UN High Commissioner For Refugees er সাইটে
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

[২৪৫] https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/

[২৪৬] https://www.youtube.com/watch?v=kEpiuASwxPM
https://www.youtube.com/watch?v=eMN9uLeq0ZY

ধর্ষণ একটা সামাজিক সমস্যা। একেকটা ধর্ষণে একটা নারীর জীবনই এলোমেলো হয়ে যায় তা নয়, আফটার ইফেক্টে একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়, আর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমাজ, সমাজমানস। একটা ধর্ষণ আরও দশটা ধর্ষণের উৎসাহ দিয়ে যায়, যার শিকার হবে এই সমাজেরই মেয়েরা, আমার আপনার ঘরের কেউ। এই সমাধান ধর্ষিতা নারী একা করতে পারবে না, তার পরিবারও সেই সামর্থ্য রাখে না। তা হলে কে রাখে এই দানবের মোকাবিলা করার শক্তি?

সমাজ। সমাজ সেই আদ্যিকাল থেকে এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, যখন মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করতো। রাষ্ট্রের পিছুটান আছে, আন্তর্জাতিক কিংবা অর্থনৈতিক। সমাজের কোনো পিছুটান নেই। রাষ্ট্রকে যখন সমাজের পছন্দ হয়নি, সমাজ উপড়ে ফেলেছে সেই রাষ্ট্রকে— ফরাসি ও রুশ-বিপ্লবে যেমনটি আমরা পেয়েছি। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে প্রতিষ্ঠা করেছেন ইসলামি-সমাজ। মুসআব ইবনু উমায়ের রদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক বছরের মেহনতে ৮০টি পরিবার ইসলামে দাখিল হলো, সেই থেকে শুরু। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করেন, তার আগেই মদীনায় বিশাল এক মুসলিম-সমাজ। সমাজ তার চাহিদামতো নিজের শাসন ঠিক করে নেয়, রাষ্ট্র বানিয়ে নেয়। কিন্তু রাষ্ট্র সমাজকে দাবিয়ে দিতে পারে না। রাষ্ট্র তত দিনই টিকবে যত দিন সমাজ চাইবে। এজন্য সমাজই মোকাবিলা করবে সামাজিক-সমস্যার। তাই সমাজকে চেনাতে হবে সমাধান কোথায়, ব্রিটিশবিধৌত এই সমাজকে নতুন করে ইসলাম চিনিয়ে দিতে হবে। প্রথমে তাই আপনাকে চিনতে হবে সমাধান। এরপর ব্যাপক দাওয়াহর দ্বারা এক এক ব্যক্তিকে চেনাতে হবে—আল্লাহর হুকুম আর রাসূলের তরিকার মধ্যে আছে সমাধান। আর কোনো উপায় নেই, তারা নিজেরা আসবে না, পুঁজিবাদ আর বস্তুবাদ তাদের জিম্মি বানিয়ে রেখেছে, সম্মোহন করে রেখেছে। তাদের কাছে 'টাকা দ্বিতীয় ঈশ্বর', আর দুনিয়া তাদের জান্নাত, তারা নেশায় বুঁদ। তাদের কাছে যেতে হবে, তারা বিরক্ত হলেও যেতে হবে, কান বন্ধ করে রাখলেও শোনাতে হবে তাওহীদের পয়গাম, তৈরি করতে হবে পিপাসা—সমাধানের পিপাসা, ইসলামের পিপাসা। চলেন বানাই সমাজ, মসজিদকে কেন্দ্র করে পুরো মহল্লায় ছড়িয়ে পড়ার এটাই শেষ সময়। নির্ভেজাল[২৪৭] তাওহীদের দাওয়াত দিয়েই ছিল শুরু, আবার নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দিয়েই হবে শেষ।

---

[২৪৭] আল্লাহর সিফাতগত যে-বিষয়ের ব্যাখ্যায় এসে উম্মাতের আলিমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে; যে বিষয়গুলোতে আশআরি, মা'তুরিদি ও সালাফি আকীদা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছে, সেগুলো নয়। মোটাদাগে তাওহীদ বলতে যা বোঝায়, তার আলোচনা।

শেষকথা : ইসলাম

সেক্যুলার আইন, পলিসি, রুলসের সাথে যত পরিচয় হচ্ছে তত অনুভব করছি সবগুলোর ভিতর প্রায়োগিক শূন্যস্থান। অনেক সুন্দর ভারি ভারি কথা, সুপারিশ, পদক্ষেপ, মহাপরিকল্পনা। সুন্দর সুন্দর গবেষণা, জরিপ, নীতি-প্রণয়ন, দুর্নীতি নির্মূল, জবাবদিহিতা নিশ্চিত, সুশাসন, শুদ্ধাচার ইত্যাকার শ্রুতিমধুর শব্দ, কমিটি, সাবকমিটি, সভা, বিভিন্ন লেভেলে মতবিনিময়। সবই ঠিক আছে। কিন্তু প্রয়োগে গিয়ে শূন্যস্থান। অপূরণীয়, অক্ষয়, অব্যয়, অগ্রাহ্য করা যায় না, মুছে ফেলা যায় না। হতে গিয়েও হচ্ছে না। ওটা পূরণ হলেই সব হয়ে যায়, উজুদে এসে যায়, বাস্তবায়ন হয়ে যায়।

শূন্যস্থানটা চিৎকার করে বলতে চায়, একটা শব্দ বসাও আমাতে। ওই শব্দটা বসাও, সব হয়ে যাবে, বসিয়েই দেখো। লজ্জা পেয়ো না, কারও ভয় কোরো না, কে কী ভাবল কেয়ার কোরো না, বসিয়ে দেখোই না। একটা শব্দ—'তাওহীদ'। 'আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছুর বিপরীতে এক আল্লাহকে মেনে নিলেই সব সমাধান হয়ে যায়। জবাবদিহিতা, সুশাসন, শুদ্ধাচার, দুর্নীতিমুক্ত-প্রশাসন। সবকিছু বেধে আছে এই একখানে গিয়ে।

আল্লাহকে মেনে নিতে লজ্জা-ভয় যতদিন করবে, ততদিন সবকিছুই সমস্যা মনে হবে। আর সবখানে সব অবস্থায় আমার ওপর কর্তৃত্বশীল আল্লাহকে মেনে নিলেই সবকিছুকেই মনে হবে সমাধান। এই একটা শব্দ উচ্চারণে লজ্জা-ভয় খরচ করায় কোটি কোটি টাকা, হাজার হাজার ব্যর্থ-অর্ধব্যর্থ মিটিং, ট্রেনিং আর ব্রেনওয়ার্ক, চক্রবৃদ্ধি হারে তৈরি করে নতুন নতুন সমস্যা। 'এক আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব' অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে পলিসি সাজান, চুক্তি সাজান, পরিপত্র সাজান, সংবিধান সাজান,

আইন সাজান, সিস্টেম সাজান। যা যা চান, যেমন চান সব এসে যাবে। জবাবদিহিতা, সুশাসন, শুদ্ধাচার, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন—আর কী চান, কত চান।

ঘুমন্ত বিবেক নিয়ে আমরা প্রতিদিন ঘুমিয়ে পড়ি। আর চিৎকার করে কাঁদে পুরো দুনিয়া—নিয়ে এসো তোমাদের সমাধান, আমরা আর পারছি না। অপরাধবোধের ক্লেদ নিয়ে আপনাদের সাথে ঘুমিয়ে পড়ছি আমিও। আফসোস আর স্বপ্ন বুকে নিয়ে—

ও মানুষ, রাব্ব-কে ছেড়ে চললে কোথায়?
ফা আইনা তাযহাবুন।

সমাপ্ত

প্রতি যুগে যে গোষ্ঠীর মানুষ যে যে বিষয়ে উৎকর্ষের অহঙ্কার করেছে, আল্লাহ তাদের সেই সর্বোচ্চ পারফর্মেন্সকে চ্যালেঞ্জ করেছেন নিজ প্রেরিত নবীদের সত্যতা প্রমাণের জন্য। একে মুজিযা বলে। মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়ে 'যাদুবিদ্যা'কে চ্যালেঞ্জ করিয়েছেন, ঈসা আলাইহিস সালামকে দিয়ে 'চিকিৎসাশাস্ত্র'কে।

শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব দেশের জন্য, সব যুগের জন্য। তাই তাকে এমন একটা কিছু দিতে হবে, যা সব দেশের উৎকর্ষের মোকাবেলায় তাদেরকে হতবাক করে দেবে। সব যুগের উৎকর্ষকে চ্যালেঞ্জ করে অবাক করে দেবে বোদ্ধাদের। আরবে প্রথম যুগ ছিল কাব্যসাহিত্যের, কুরআন এসে সেই সর্বোচ্চ পারফর্মেন্সকে চ্যালেঞ্জ করেছে– সমালোচনা নয়; পারলে এরকম একটা কিতাব, নয়তো একটা সূরা, কমসেকম একটা আয়াতই লিখে নিয়ে এসো। আরব স্বভাবকবিরা হয়রান হয়ে ঘোষণা করে দিয়েছে– এটা কোন মানুষের রচনা নয়।

বর্তমান যুগ– পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের, যাকে আমরা 'বিজ্ঞান' নামে চিনি। আমাদের সর্বোচ্চ পারফর্মেন্স বিজ্ঞান, আমাদের অহংকার। মানবসভ্যতা এতো ক্ষমতা আগে কখনও পায়নি। আজও তাহলে কুরআনের চ্যালেঞ্জ করার কথা আধুনিকতম সব আবিষ্কারকে। আর বোদ্ধাদের হবার কথা হয়রান, নির্বাক, হতবুদ্ধি। এসো, সমালোচনা তো রাস্তার পাগলেও করতে পারে; পারলে এর মত বা আরও ভাল সমাধান বাতলে দেখাও। চ্যালেঞ্জ।